প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৫৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলকাতা ৭০০০১২

গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়ার মতো দীপ্ত
আর বর্ষার নীলাম্বরীর মতো মেদুর
এক মেয়ে—
ছন্দাকে—

লেখক প্রসঙ্গে

ও. হেনরি নামে যিনি সারা দুনিয়ায় সুপরিচিত, যাঁর গল্পগুলোর ব্যাপক অনুবাদ হয়েছে দক্ষিণ অ্যামেরিকা ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায়, 'অ্যামেরিকার শেখভ' এবং 'ইয়াংকি মপাসাঁ' নামে যাঁকে অভিহিত করেছেন অভিজ্ঞ সমালোচকরা—তাঁর প্রকৃত নাম কিন্তু উইলিয়াম সিডনি পোর্টার, জন্ম নর্থ ক্যারোলিনার গ্রিনসবরোতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। বাবা ছিলেন চিকিৎসক, মা-ও কলেজে পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু নিতান্ত শিশুকালেই পোর্টার মাকে হারান, বাবাও হয়ে ওঠেন মদ্যপ। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে একটা ওষুধের দোকানে কাজ নিতে হয় পোর্টারকে। এ কাজ তাঁর ভালো লাগতো না। কিন্তু এখানে তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে দেখেছেন, তাদের হাবভাব চালচলন আর মুদ্রাদোষগুলো লক্ষ্য করেছেন, তাদের গল্পগাছা শুনেছেন—যেগুলো পরবর্তী জীবনে তাঁর কাজে এসেছে। এই সময় তিনি ওই মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রও আঁকতে শুরু করেন।

বিশ বছর বয়সে একটা সুযোগ পেয়ে পোর্টার টেক্সাসে চলে যান। সেখানে তিনি মেষপালক থেকে শুরু করে ডাকগাড়ির চালক, এমন কি কেরানির কাজও করেছেন। দক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়েছেন। তারপর ১৮৮৭ সালে অ্যাথল এস্টেস রোচকে বিয়ে করে স্থিতু হয়েছেন অস্টিনে। প্রথম সন্তানটি জন্মের সামান্য কিছুদিন বাদেই মারা যাবার পর ১৮৮৯ সালে জন্ম নেয় কন্যা মার্গারেট। দুবছর বাদে রাজনৈতিক কারণে চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু খুব শীগগিরি ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ টেক্সাসে তিনি একটা চাকরি পেয়ে যান। ব্যাঙ্কে চাকরিরত অবস্থাতেই ১৮৯৪ সালে তিনি ছাপাখানা সহ একটা সাময়িক পত্রের মালিকানা স্বত্ব কিনে নিয়ে, নতুন নাম দিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকাটির নাম হয় 'দ্য রোলিং স্টোন'—পোর্টার একধারে তার লেখক, সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক। মাত্র এক বছর বেঁচেছিলো পত্রিকাটি।

কিন্তু এখান থেকেই পোর্টারের জীবনে এক অন্ধকারময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর নামে পাঁচ হাজার ডলার তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনা হয়। কেউ কেউ বলেন, রোলিং স্টোনকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পোর্টার নাকি সত্যিই ওই টাকাটা আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু পোর্টার এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করা গেলো না। 'হিউস্টন পোস্ট' নামে একটি পত্রিকা এই সময় তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো, পোর্টার সকৃতজ্ঞচিত্তে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রায় একটা বছর নিরুপদ্রবে জীবন কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু ১৮৯৬ সালে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ফের

পোর্টারের নামে নতুন করে অভিযোগটি তোলা হলো, বিচারের জন্যে পোর্টারকে অস্টিনে হাজির হতে বলা হলো এবং ফিরে আসার বদলে পোর্টার প্রথমে নিউ অর্লিয়ানস এবং তারপর হণ্ডুরাসে পালিয়ে গেলেন। পোর্টার হয়তো ভেবেছিলেন, নির্বাসনেই তিনি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আসবেন নিজের কাছে। কিন্তু স্ত্রী ক্ষয় রোগে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে ফিরে আসতে হলো। স্ত্রী মারা গেলেন ১৮৯৭ সালের জুলাইতে আর ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেলো পোর্টারের।

পোর্টার কিন্তু চিরদিনই বলে এসেছেন, তিনি নির্দোষ। ভালোভাবে থাকার জন্যে মাত্র তিন বছর কয়েদ খাটার পর ১৯০১ সালে তিনি মুক্তি পেয়েই মেয়ের সঙ্গে মিলিত হতে পিটসবার্গে শ্বশুরালয়ে চলে যান, এবং ১৯০২ সালে চলে আসেন তাঁর সাধের শহর নিউ ইয়র্কে। এখানে 'নিউ ইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার সঙ্গে তিনি সপ্তাহে একটি করে গল্প লেখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন এবং প্রায় শতাধিক গল্প লেখেন। এই সময় তিনি রোজগারও যথেষ্টই করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর অভাব ঘোচেনি। কারণ মেয়ের জন্যে তিনি অকাতরে অনর্থক বহু অর্থব্যয় করেছেন, বন্ধুবান্ধবরা কেউ চাইলেই মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন, নিজের মদ্যপানের স্বভাবটিও বাড়িয়ে তুলেছেন নিষ্ঠাভরে। ১৯০৭ সালে শৈশবের বান্ধবী সারা লিণ্ডসে কোলম্যানের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। কিন্তু প্রধানত পোর্টারের অতিরিক্ত মদ্যপান এবং তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতির জন্যে এ বিয়ে সুখের হয়নি। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর ছ মাস রোগে ভুগে ১৯১০ সালের ৫ই জুন বহুমূত্র ও যকৃতের পচনে পোর্টারের মৃত্যু হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তাঁর শেষ উক্তি: 'আলোগুলো জ্বেলে দাও, আমি অন্ধকারে আপন ঘরে যেতে চাই না।'

সম্ভবত কয়েদখানার ওয়ার্ডেন ওরিন হেনরির নাম অনুসরণ করেই পোর্টার নিজের ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ও. হেনরি। তাঁর গল্পের শেষ-চমককে বহু সমালোচকই আরোপিত এবং সস্তায় বাহাদুরী নেবার প্রচেষ্টা বলে মনে করেছেন। কিন্তু নিউ ইয়র্কের সমাজ জীবনে আলোর নিচে অন্ধকারটুকু তিনি পাঠককে নির্ভুলভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রূপক ও অনুপ্রাসের ধারালো ব্যবহারে পাঠককে তিনি সচকিত করে তোলেন। এমন কি শার্লক হোমসের দৃষ্টান্ত সামনে রেখেও তিনি পরিহাসের ছলে সৃষ্টি করে গেছেন শ্যামরক জোনস নামে এক অদ্ভুত গোয়েন্দা চরিত্রের। ছোটো গল্পের মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা শুধুই ক্ষণিকের চমক নয়—তাঁর অনেক গল্পই আজ কিংবদন্তির মতো আলোকিত।

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ

মমের শ্রেষ্ঠ গল্প
মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প
মপাসাঁর বাছাই গল্প
মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প
তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প
লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প
হিচকক নির্বাচিত এক ডজন
স্বপ্ন নিয়ে / এরিখ মারিয়া রেমার্ক
ভ্যালি অফ দ্য ডলস / জ্যাকলিন সুশান
আনা কারেনিনা / লেভ তলস্তয়
ক্রীতদাস / এরিক করডার
দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডঃ মোরো / এইচ জি ওয়েলস
রেবেকা / দাফন দ্য ম্যারিয়া

সাজানো ঘর

পশ্চিম প্রান্তে লাল ইটের বাড়িগুলোতে যাদের বাস, তাদের মধ্যে বিরাট একটা অংশ সময়ের মতোই অস্থির আর চঞ্চল। তারা অনবরত বাসস্থান বদলায়। গৃহহীন বলেই অসংখ্য জায়গায় তাদের ঘর। চিরদিনই তারা যাযাবর—সাজানো এক ঘর থেকে অন্য এক ঘরে তারা ক্রমাগত শুধু ঘুরে বেড়ায়। অস্থায়ী তাদের আবাস, পরিবর্তনশীল তাদের হৃদয় আর মন। নাচ-গানের আসরে তারা গান গায়: 'মধুময় এই ঘর'। নিজেদের গৃহ-দেবতাকেও তারা হাতবাক্সে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

তাই হাজার হাজার মানুষের অস্থায়ী বাসস্থান এই বাড়িগুলোতে জড়িয়ে আছে অসংখ্য কাহিনী, যার অধিকাংশই নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এই ভবঘুরে অতিথিদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে, দু-একটি প্রেতাত্মার সন্ধান না পাওয়াটাই হবে বিস্ময়ের বস্তু।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর এক যুবক এই জীর্ণ লাল বাড়িগুলোর দরজায় দরজায় ঘন্টি বাজিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। দ্বাদশতম বাড়িতে এসে মানুষটা তার হাতের শীর্ণ বোঝাটা সিঁড়িতে নামিয়ে রেখে, টুপির কানা আর কপাল থেকে ধুলো মুছে নিলো। ঘন্টির শব্দটা খুব অস্পষ্ট শোনালো—যেন বহু দূরে কোনো এক জনহীন নিতল শূন্য গহ্বরে বেজে উঠেছে ঘন্টিটা।

ঘন্টি বাজাবার পর দ্বাদশতম এই বাড়িটার দরজায় যে তত্ত্বাবধায়িকাটি এসে হাজির হলো, তাকে দেখে যুবকের মনে হলো মহিলা যেন অতিরিক্ত গুরু ভোজনে অসুস্থ হয়ে পড়া একটা কৃমিবিশেষ, যে তার বাদামের শাঁসটাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলে শূন্যগর্ভ খোলাটার মধ্যে এখন কিছু বাসিন্দাকে ভোজ্য বস্তু হিসেবে রেখে দিতে চাইছে।

যুবক জানতে চাইলো, বাড়িতে ভাড়া দেবার মতো কোনো ঘর আছে কি না।

'ভেতরে আসুন,' যেন গলার অন্তস্তল থেকে মহিলার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো—মনে হলো ওর গলার ভেতরে যেন পশমের একটা আস্তরণ রয়েছে।

'চারতলায় পেছনের দিকের ঘরটা এক হপ্তা ধরে খালি রয়েছে। সেটা দেখতে চান?'।

মহিলাকে অনুসরণ করে যুবক সিঁড়িদিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কোনো অজানা উৎস থেকে আসা সামান্য একটু ক্ষীণ আলো হলঘরের ছায়ার আঁধারকে খানিকটা স্বচ্ছ করে তুলেছে। সিঁড়িতে পেতে রাখা গালচেটাকে মাড়িয়ে নিঃশব্দে উঠছিলো ওরা। গালচেটা একদিন যে তাঁতে বোনা হয়েছিলো এখন সেই তাঁতটি গালচেটার অবস্থা দেখলে হয়তো সেটাকে সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করতো। গালচেটা এখন যেন উদ্ভিদ হয়ে উঠেছে, যেন এই অথন্য রোদহীন পরিবেশে সেটা পচে গলে ছত্রাক কিংবা ছড়িয়ে পড়া শ্যাওলা হয়ে এখানে-সেখানে ইতস্তত গজিয়ে উঠেছে সিঁড়ির ধাপগুলোতে—জৈব পদার্থের মতো চটচট করছে পায়ের তলায়। সিঁড়ির প্রতিটা বাঁকেই দেয়ালের মধ্যে কতকগুলো শূন্য কুলুঙ্গি। হয়তো একদিন ওগুলোতে ফুলগাছ বসানো ছিলো। যদি তাই হয়, তাহলে এই অস্বাস্থ্যকর দূষিত বাতাসেই তারা মরে গেছে। কিংবা একসময় হয়তো ওখানে সাধু-সন্তদের মূর্তি ছিলো—কিন্তু এটা অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয় যে ভূতপ্রেত আর শয়তানের দল তাঁদের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে অপবিত্র পাতালের কোনো সুসজ্জিত গহ্বরে নামিয়ে নিয়ে গেছে।

'এই হচ্ছে ঘর,' তত্ত্বাবধায়িকা খসখসে গলায় বললো। 'সুন্দর ঘর। প্রায় কখনই খালি থাকে না। গত বছর গ্রীষ্মকালে কয়েকজন দারুণ ভদ্র ভাড়াটে পেয়েছিলুম—কোনো ঝামেলা হয়নি, এসেই ভাড়াটা আগাম মিটিয়ে দিয়েছিলো। জলের ব্যবস্থা হলঘরের শেষদিকে। স্প্রাউলস আর মুনি এই ঘরটা তিন মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছিলো। ওরা নাচগানে ভরা একটা নাটকও করেছিলো। মিস ব্রিটা স্প্রাউলস—হয়তো নামটা শুনেছেন—হ্যাঁ, ওটা ওর মঞ্চের নাম। ঠিক ওখানটাতে, সাজগোছ করার টেবিলটার ঠিক ওপরেই, ওদের বিয়ের প্রমাণ-পত্রটা টাঙানো ছিলো—ফ্রেমে বাঁধানো। এই হচ্ছে গ্যাসের ব্যবস্থা। আর দেখতেই পাচ্ছেন, পোশাক ছাড়ার ঘরটাতেও যথেষ্ট জায়গা। ঘরটা প্রত্যেকেরই পছন্দ হয়, কখনও বেশি দিন খালি পড়ে থাকে না।'

'আপনার এখানে নাট্য জগতের অনেক লোকজনই থাকে বুঝি?' যুবক জিগেস করলো।

'তারা আসে, যায়। আমার ভাড়াটেদের মধ্যে অনেকেই নাট্য জগতের

সঙ্গে জড়িত। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা থিয়েটার পাড়া। অভিনেতারা কখনই এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। তারা আসে আর চলে যায়—তবে আমি আমার পাওনাটা পেয়ে যাই।'

এক সপ্তাহের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে যুবক ঘরটা ভাড়া নিলো। বললো, সে ক্লান্ত—এক্ষুণি ঘরের দখল নেবে। তারপর গুনে গুনে টাকা দিলো। মহিলা জানালো, ঘরের সমস্ত কিছুই তৈরি আছে—এমন কি জল আর তোয়ালে পর্যন্ত। যুবক যে প্রশ্নটা সর্বদা নিজের জিভের ডগায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সহস্রতমবার সে সেই প্রশ্নটাই উচ্চারণ করলো।

'একটি অল্পবয়সী মেয়ে, মিস ভ্যাশনার—মিস এলোয়া ভ্যাশনার—আচ্ছা, এই নামে আপনার কোনো ভাড়াটে ছিলো কি না, মনে পড়ে? সম্ভবত সে মঞ্চে গান গাইতো। ফর্সা, মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে চেহারা—মাথায় লালচে সোনালি চুল আর বাঁদিকের ভুরুর কাছে একটা কালো জড়ুল।'

'না, ওই নামের কাউকে তো মনে পড়ছে না! নাটকের লোকেরা তাদের ঘরের মতো নামটাও ঘনঘন বদলায়। ওরা শুধু আসে আর যায়। নাঃ, ওই নামটা আমার মোটেও মনে পড়ে না।'

না। সর্বদাই শুধু না। পাঁচ মাস অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে অনিবার্য সেই 'না'। দিনের বেলা কত অজস্র সময় কেটে গেছে থিয়েটারের ম্যানেজার, এজেন্ট, স্কুল আর সমবেত নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন শুধিয়ে। আর রাতগুলো কেটেছে এমন সমস্ত সস্তা নিচু শ্রেণীর রঙ্গালয়ে দর্শকদের সঙ্গে বসে, যেখানে ওর দেখা পাবার কথা ভাবতেও সে ভয় পেয়েছে। সে ওকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসতো আর এখন সে-ই ওকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। বাড়ি থেকে ও উধাও হয়ে যাবার পরমুহূর্ত থেকেই সে সুনিশ্চিত ছিলো, জলবেষ্টিত এই শহরটাই কোথাও না কোথাও ওকে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু গোটা শহরটাই যেন একটা ভয়ঙ্কর চোরাবালি, এর কোনো ভিত নেই—আজ যে স্তরটা ওপরের দিকে রয়েছে, কালই সেটা তলিয়ে যায় পিছল নরম কাদার গভীরে।

আসবাবে সাজানো ঘরটা তার শেষতম অতিথিটিকে কপট আতিথেয়তার প্রাথমিক দীপ্তি নিয়ে সন্দেহজনক চরিত্রের কোনো মহিলার কপট-সুন্দর হাসির মতো এক রুগ্ন ক্লান্ত আন্তরিকতাবর্জিত অভ্যর্থনা জানালো। কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া ফুটে উঠছিলো ঘরের জীর্ণ আসবাব, সোফা আর দুটো কুর্সির

ছেঁড়া মখমলের গদি, দুটো জানলার মাঝখানে এক ফুট চওড়া একফালি সস্তা আরশি, দেয়ালে ঝোলানো দু-একটা ছবির গিল্টি করা ফ্রেম আর এক কোণে রাখা একটা পেতলের বাতিদানে প্রতিফলিত হওয়া আলোর আভাসে।

নতুন অতিথি একটা কুর্সিতে শরীর এলিয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে পড়লো আর ঘরটা যেন মুখর হয়ে উঠলো অর্থহীন কথকতায়—যেন এক হট্টগোলের হাটে ঘরটার অবস্থান, যেন তার বিচিত্র ভাড়াটেদের সম্পর্কে সে আলাপ করার চেষ্টা করতে লাগলো অতিথিটির সঙ্গে।

তরঙ্গিত একটা জীর্ণ মাদুরের মাঝখানে হরেক রঙের একখানা গালচে বিছানো—ঠিক যেন সমুদ্রে ঘেরা, উজ্জ্বল ফুলে ঝলমলে হয়ে থাকা ছোট্ট একটা আয়তাকার বিষুবীয় দ্বীপ। ধূসর হয়ে ওঠা দেয়াল-কাগজগুলোতে সেই সমস্ত অতি পরিচিত ছবি—হ্যাগেনট প্রেমিক, প্রথম বিবাদ, বিয়ের প্রাতরাশ, ঝরনার পাশে প্রজাপতি—যা গৃহহীন মানুষকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়ায়। অ্যামাজন অঞ্চলের প্রগলভ নর্তকীর অপ্রশস্ত কটিবস্ত্রের মতো ছোট্ট এক টুকরো রুচিহীন পর্দা দিয়ে তাপচুল্লির প্রকট তাকটাকে কোনোমতে আড়াল করে রাখা হয়েছে। সেখানে দু-একটা সস্তা ফুলদানি, অভিনেত্রীদের কয়েকটি ছবি, একটা ওষুধের শিশি আর কয়েকটা তাস এলোমেলোভাবে ছড়ানো—ডুবন্ত জাহাজের মানুষ যেমন অন্য কোনো জাহাজে চেপে নতুন বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবার সময় নিজেদের মালপত্র ফেলে রেখে চলে যায়, এ ঘরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেওয়া মানুষরাও ওগুলো তেমনি করে ফেলে রেখে গেছে।

সাঙ্কেতিক লিপির অক্ষরগুলো ক্রমশ যেমন একটা একটা করে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমনি এই আসবাবে-সাজানো ঘরে অতিথিদের ফেলে যাওয়া ছোটো ছোটো চিহ্নগুলোও ক্রমশ অর্থময় হয়ে উঠতে লাগলো। সাজগোছের টেবিলের সামনে গালচেটার জীর্ণ দশা দেখে বোঝা যায়, বহু সুন্দরী নারী এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের গায়ে আঙুলের ছোটো ছোটো দাগগুলো বলে দেয়, এ ঘরের অভাগা বন্দীরা বাইরের রোদ আর বাতাসের স্পর্শ পাবার জন্যে পথ খোঁজার চেষ্টা করতো। বিস্ফারিত বোমার ছায়ার মতো দেয়ালের গায়ে ছলকে ওঠা কোনো জলীয় পদার্থের দাগটা জানিয়ে দেয়, পানীয় সমেত কোনো গ্লাস বা বোতল ওখানে আছাড় মেরে চুরমার করে ভেঙে ফেলা হয়েছিলো। দেয়ালের আরশিটাতে হীরে দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে একটা নাম লেখা—'মেরি'। মনে হয় এঘরের নিদারুণ শীতলতায় এখানকার

বাসিন্দারা ধৈর্য হারিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো এবং তাই এই ঘরের ওপরেই তারা গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। আসবাবপত্রগুলো চলটা ওঠা, বিবর্ণ ও ক্ষতবিক্ষত। স্প্রিং-বেরিয়ে পড়া সোফাটার বিকৃত অবস্থা দেখে মনে হয় যেন একটা ভয়ঙ্কর দানব কোনো বীভৎস শারীরিক আক্ষেপে আক্রান্ত অবস্থায় নিহত হয়েছে। হয়তো তার চাইতেও মারাত্মক কোনো আলোড়ন তাপচুল্লির ওপরে মর্মর পাথরের তাকটা থেকে বেশ বড়োসড়ো একটা টুকরোকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। মেঝের পাটাতনের প্রতিটা তক্তার আর্তনাদ একেবারে আলাদা এবং তাদের যন্ত্রণাবোধও ভিন্ন ভিন্ন। ভাবতে গেলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়—অথচ যারা কিছুদিনের জন্যে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে, তারাই হিংস্র বিদ্বেষে এমন ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে ঘরটাকে। হয়তো ঘর বাঁধার সহজাত প্রবৃত্তিটা প্রবঞ্চিত হয়েছিলো বলেই মেকি গৃহদেবতারা তাদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো আর তাই এই ঘরের ওপরেই তারা নিজেদের আক্রোশ প্রকাশ করেছে। আসলে নিজের ঘরটা যদি কুঁড়েঘরও হয়, তাহলে সেটাকেও আমরা ঝেড়ে-মুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে আনন্দ পেতে পারি।

তরুণ ভাড়াটেটি কুর্সিতে বসে মনে মনে যখন এই সমস্ত কথা ভাবছে তখন কিছু শব্দ আর কিছু গন্ধ ঘরের মধ্যে ভেসে এলো। একটা ঘর থেকে সে চাপা অসংযত হাসির আওয়াজ শুনতে পেলো। অন্য ঘরগুলো থেকে শোনা যাচ্ছিলো স্বগত ভর্ৎসনা, পাশা-ঘুঁটি ঝাঁকানোর আওয়াজ, ঘুমপাড়ানি গান আর এক-ঘেয়ে একটা কান্নার আওয়াজ। ঠিক ওপরের ঘরটা থেকে একটা ব্যাঞ্জোর উৎসাহী ঝঙ্কার ভেসে আসছিলো। কোথায় যেন সশব্দে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। উঁচু লাইনের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝেই ট্রেন ছুটে যাচ্ছে সগর্জনে। পেছনের বেড়ার ওপর থেকে একটা বেড়াল করুণ সুরে ডাকলো। নিঃশ্বাসের বাতাসে তরুণ যেন বাড়িটার ঘ্রাণ পেলো—ঠিক ঘ্রাণ নয়, যেন একটা স্যাঁৎ-সেঁতে গন্ধ—যেন ভূগর্ভের ঘর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা পচাগলা জিনিসের দুর্গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা মেঝেতে বিছানো তৈলাক্ত লিনোলিয়াম আর ছাতা-পড়া পচা কাঠের ভ্যাপসানো গন্ধ।

তরুণ ওই ভাবেই বসেছিলো—হঠাৎ মিগ্নোনেত ফুলের তীব্র মধুর সুগন্ধে ঘরটা ভরে উঠলো। বাতাসের একটি মাত্র দমকে এমন সুনিশ্চিত সুস্পষ্ট আর সুরভিত তার উপস্থিতি যে মনে হলো যেন সপ্রাণ কোনো আগন্তুক ঘরে এসে ঢুকলো। মানুষটা চিৎকার করে উঠলো, 'বলো, সোনা!' তার মনে হলো, কেউ যেন তাকে ডাকলো—তাই লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো সে। সুতীব্র সেই

নির্যাস মানুষটাকে জড়িয়ে ধরলো, ঘিরে রাখলো তার সমস্ত অস্তিত্ব। তাকে ধরার জন্যে দু হাত বাড়িয়ে দিলো মানুষটা, সময় সম্পর্কে তার সমস্ত বোধ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। একটা সুগন্ধ কি করে মানুষকে এমন সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে ডাক দিতে পারে, যে ডাক অবহেলা করা যায় না? একটা শব্দ নিশ্চয়ই হয়েছিলো। কিন্তু সেই শব্দটাই কি তাকে স্পর্শ করেনি, তাকে সোহাগ জানায়নি?

'ও এখানে ছিলো!' চিৎকার করে উঠলো যুবক। ঘর থেকে মেয়েটির কোনো চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্যে চকিতে উঠে দাঁড়ালো সে। কারণ সে জানতো যে জিনিস ও স্পর্শ করেছে, যে জিনিস একদিন ওর ছিলো—তা অতি তুচ্ছ হলেও সে ঠিকই চিনতে পারবে। কোত্থেকে ভেসে এলো মিগ্ননেতের এই সৌরভ যা এখন সর্বত্র এমন করে ছড়িয়ে পড়েছে, যে নির্যাস ওর অমন প্রিয় ছিলো, যে সুগন্ধকে ও একেবারে নিজস্ব করে নিয়েছিলো?

ঘরটাকে এলোমেলোভাবে কোনো রকমে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। সাজ-গোছের টেবিলে পাতলা স্কার্ফ'টার ওপরে আধ ডজন চুলের কাঁটা ছড়ানো। ওরা মেয়েদের বন্ধু, কাজের জিনিস—কিন্তু ওদের দেখে আলাদা করে চেনা যায় না। তাই ওদের পরিচয়হীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়েই যুবক ওদের উপেক্ষা করলো। দেরাজ-আলমারীর টানাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে ছোট্ট একটা পরিত্যক্ত ছেঁড়া রুমাল খুঁজে পেলো সে। রুমালটাকে সে নিজের মুখে চেপে ধরলো। উগ্র ঝাঁঝালো একটা ফুলের গন্ধ। মেঝের দিকে রুমালটাকে ছুঁড়ে দিলো সে। অন্য একটা দেরাজে কয়েকটা বোতাম, একটা নাটকের অনুষ্ঠান-লিপি, বন্ধকি দোকানের নাম ঠিকানা লেখা একটা কার্ড, দুটো হারিয়ে-যাওয়া তুলতুলে লেবেনচুষ আর স্বপ্নের অর্থ নিয়ে লেখা একখানা বই পাওয়া গেলো। শেষ দেরাজটাতে মেয়েদের চুলে লাগাবার একটা কালো সার্টিনের ফুল ছিলো। বরফ আর আগুনের দোটানায় থমকে রইলো যুবক। কারণ কালো সার্টিনের ফুলও মেয়েদের মূক, নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণ অলঙ্কার এবং ওরা কোনো কাহিনী বলে না।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলা শিকারী কুকুরের মতো এবারে সে ঘরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওর কোনো একটা চিহ্ন খুঁজে পাবার আশায় মানুষটা দেয়ালগুলোকে হাতড়ে দেখলো, ঘরের কোণগুলোতে ফুলে ফেঁপে থাকা গালচেটাকে হাত আর হাঁটু দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করলো, তন্ন তন্ন করে খুঁজলো টেবিল, তাক, মদ রাখার দেরাজ, পর্দা আর দেয়ালে ঝুলিয়ে

রাখা জিনিসগুলোকে। মেয়েটি তার পাশে পাশে রয়েছে, তাকে ঘিরে রয়েছে, তার অন্তরে-বাহিরে রয়েছে, তাকে ও জড়িয়ে রেখেছে, আদর করছে, সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সে ওর ডাক শুনতে পাচ্ছে এবং ওর সে তীব্র আহ্বানে মানুষটার স্থূল অস্তিত্বটাও সচেতন হয়ে উঠেছে—অথচ মানুষটা তা বুঝতে পারছে না। ফের একবার উঁচু গলায় সে বললো, 'বলো, সোনা!' তারপর মুখ ফিরিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো শূন্যতার দিকে—কারণ মিগ্ননেতের ওই সৌরভের মধ্যে সে তখনও রূপ, রঙ, প্রেম আর প্রসারিত বাহুর প্রভেদ করতে পারছিলো না। হে ঈশ্বর! কোত্থেকে এলো ওই সৌরভ? আর সৌরভই বা কবে থেকে আহ্বান জানাবার মতো কণ্ঠস্বর পেলো? মনে মনে এই সব প্রশ্নের জবাব হাতড়াতে লাগলো যুবক।

ঘরের আনাচে-কানাচে খোঁজাখুঁজি করে কয়েকটা ছিপি আর সিগারেট পেলো সে। উদাস অবজ্ঞায় ওগুলোকে সে উপেক্ষা করলো। কিন্তু একবার গালচের ভাঁজে একটা আধ-পোড়া চুরুট পেয়ে, একটা তীক্ষ্ণ হিংস্র শপথ বাক্য উচ্চারণ করে সেটাকে সে গোড়ালির চাপে পিষে ফেললো। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অব্দি অবিশ্রাম পায়চারি করে বেড়ালো সে। ঘরের সাময়িক বাসিন্দাদের অনেক ছোটোখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ নজিরই সে খুঁজে পেলো। কিন্তু যার চিহ্ন সে আবিষ্কার করতে চাইছিলো, যে হয়তো এই ঘরেই ঠাঁই নিয়েছিলো একদিন, যার আত্মা যেন এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার কোনো চিহ্নই সে খুঁজে পেলো না।

তারপরেই বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকার কথা মনে পড়লো তার।

এক ছুটে ওই ভূতুড়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজাটা দিয়ে একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিলো। টোকা দিতেই তত্ত্বাবধায়িকা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

'আচ্ছা, আমি আসার আগে ওই ঘরটাতে কে ছিলো বলুন তো?' উত্তেজনাকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখে জিগেস করলো যুবক।

'হ্যাঁ স্যার, তা আপনাকে আমি ফের বলতে পারি। আপনাকে তো বলেছি, ওখানে স্প্রাউলস আর মুনি থাকতো। ওর থিয়েটারের নাম মিস ব্রিটা স্প্রাউলস, কিন্তু এখানে ও ছিলো মিসেস মুনি। ভদ্দরলোকের বাড়ি বলে আমার বাড়ির খুব সুনাম। ওদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় একটা পেরেকে ঝোলানো থাকতো · '

'আচ্ছা, ওই মিস স্পাউলস—উনি কি রকম · মানে উনি দেখতে কেমন ছিলেন, বলুন তো?'

'কেমন আবার—মাথায় কালো চুল, ছোটোখাটো শক্তসমর্থ চেহারা আর মুখটা বেশ মজাদার। এক হপ্তা আগে গত মঙ্গলবার ওরা এখান থেকে চলে গেছে।'

'ওঁদের আগে কে ছিলো?'

'মালপত্র বয়ে নেবার কাজে জড়িত এক ভদ্রলোক। সে এক হপ্তার ভাড়া বাকি রেখেই কেটে পড়েছিলো। তার আগে ছিলো মিসেস ক্রোডার আর তার দুটো বাচ্চা। ওরা চার মাস ছিলো। তার আগে থাকতো মি· ডয়েল বলে এক বুড়ো—তার ছেলেরা তার ঘরের ভাড়াটা মেটাতো। সে ছিলো ছ মাস। এখানেই তো এক বছরের হিসেব হয়ে গেলো—তার আগেকার কথা আমার আর মনে নেই, স্যার।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোনোক্রমে নিজের ঘরটাতো ফিরে গেলো যুবক। ঘরটা তখন নিষ্প্রাণ। যে সুগন্ধ ঘরটাকে প্রাণময় করে তুলেছিলো, তা তখন মিলিয়ে গেছে। বিদায় নিয়েছে মিগ্ননেতের সেই সৌরভ। তার জায়গায় রয়েছে শুধু জীর্ণ আসবাবের পুরনো বাসি গন্ধ আর গুদামখানার বদ্ধ আবহাওয়া।

ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকা আশা মানুষটার বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। গ্যাসের কেঁপে কেঁপে ওঠা হলদে আলোটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো সে। একটু বাদেই বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাদরটাকে সে ফালা ফালা করে ছিঁড়তে শুরু করলো। তারপর নিজের ছুরির ফলাটা দিয়ে কাপড়ের ফালিগুলোকে জানলা-দরজার প্রতিটা ফাঁক-ফোকরে ঠেসে ঠেসে গুঁজে দিলো। প্রতিটা ফাঁক এইভাবে বন্ধ করে দেবার পর যুবক ঘরের আলোটা নিভিয়ে, গ্যাসটা পূর্ণমাত্রায় খুলে দিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

সেদিন রাতে মিস ম্যাককুলের বিয়ার নিয়ে যাবার পালা। তাই সে সেটা নিয়ে গিয়ে মিসেস পার্ডির সঙ্গে একটা ভূগর্ভের ঘরে আড্ডা দিতে বসলো। বিভিন্ন বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকারা খোশ মেজাজে আড্ডা জমাবার জন্যে এই সমস্ত ঘরগুলোতেই জমায়েত হয়।

'আজ সন্ধ্যেবেলা আমার চারতলার পেছন দিকটা ফের ভাড়া দিলুম,'

বিয়ারের ফেনার একটা নিটোল বৃত্তের ওধার থেকে মিসেস পার্ডি বললো। 'লোকটার বয়েস অল্প—ঘণ্টা দুয়েক আগে শুতে চলে গেছে'।

'বলো কি গো, মিসেস পার্ডি?' মিসেস ম্যাককুল নিবিড় প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠলো, 'ওই রকম একটা ঘর ভাড়া হওয়াটাই তো আশ্চর্যের কথা! তা তুমি তাকে সবকিছু বলে দিয়েছো নাকি?' রহস্যে ভরা ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলো মহিলা।

'ঘরগুলো তো ভাড়া দেবার জন্যেই আসবাব দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।' মিসেস পার্ডি খসখসে গলায় বললো, 'তাই আমি আর যেচে কিছু বলিনি, মিসেস ম্যাককুল।'

'তুমি ঠিকই করেছো। ঘরের ভাড়াই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে! তোমার সত্যিই ব্যবসা-বুদ্ধি আছে, ভাই। ওই ঘরে বিছানায় শুয়ে একজন আত্মহত্যা করেছে বললে, অনেক লোকই ঘরটা আর ভাড়া নিতে রাজি হবে না!'

'তা যা বলেছো, ভাই। আমাদেরও তো করে খেতে হবে।'

'ওইটেই হচ্ছে খাঁটি কথা! ঠিক এক হপ্তা আগে আজকের দিনেই তো আমি তোমার ভাড়াটেকে পেছনের ওই ঘরখানা সাজিয়ে-গুছিয়ে দেবার জন্যে হাত লাগিয়েছিলুম। তা ছুঁড়িটা কিনা গ্যাস খুলে দিয়ে আত্মহত্যা করলো! ছুঁড়ির মুখখানা কিন্তু ভারি মিষ্টি ছিলো, মিসেস পার্ডি!'

'তা যা বলেছো, মেয়েটাকে সুন্দরীই বলা চলতো।' একমত হলেও মিসেস পার্ডি একটু সমালোচনার সুরে বললো, 'শুধু বাঁদিকের ভুরুর কাছে ওই আঁচলটাকে বাদ দিয়ে। তা এবারে তোমার গ্লাসটা আবার ভরে নাও, মিসেস ম্যাককুল।'

ব্যস্তবাগীশ

সাড়ে নটার সময় তরুণী স্টেনোগ্রাফারটিকে নিয়ে বড়ো সাহেবকে তাড়াহুড়ো করে অফিসে ঢুকতে দেখে শেয়ার ব্যবসায়ী হার্ভে ম্যাক্সওয়েলের গোপনীয় বিষয়ের কেরানী পিচার তার স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তিহীন মুখটাতে সামান্য আগ্রহ এবং বিস্ময় ফুটে উঠতে দিলো। সংক্ষেপে 'সুপ্রভাত পিচার' বলেই

ম্যাক্সওয়েল দ্রুত নিজের টেবিলের দিকে ধাবিত হলো—যেন এক লাফে টেবিলটাকে পেরিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য—এবং তারপরেই তার জন্যে অপেক্ষায় থাকা একরাশ চিঠিপত্র ও তারবার্তার মধ্যে ডুবে গেলো।

তরুণীটি গত এক বছর ধরে ম্যাক্সওয়েলের স্টেনোগ্রাফার। একদিক দিয়ে মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু সেটা অবশ্যই স্টেনোগ্রাফারচিত সৌন্দর্য নয়। আকর্ষণীয় খোঁপা বেঁধে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ওর নেই। ও হার, বালা বা লকেট পরে না। ওকে দেখে মনে হয় না, কেউ লাঞ্চে যাবার আমন্ত্রণ জানালেই ও তাতে রাজি হয়ে যাবে। ওর পোশাক ধূসর রঙের এবং সাদাসিধে— কিন্তু তা সঠিক মাপের. শালীন এবং রুচিসম্মত। ওর কালো রঙের পাগড়ি-টুপিতে ম্যাকাও পাখির একটা সোনালী-সবুজ পালক লাগানো। আজকের এই সকালে ওকে যেন একটু কোমল আর লাজুক আভায় ঝলমলে বলে মনে হলো। ওর চোখ দুটিতে স্বপ্নিল উজ্জলতা, দু গালে একেবারে পিচ ফলের রক্তিম ছটা আর সারা মুখে পূর্বস্মৃতিতে রাঙানো খুশিয়াল অভিব্যক্তি।

পিচার তখনও সামান্য কৌতূহলী হয়ে রয়েছে। আজ সকালে মেয়েটির আচার-আচরণের মধ্যে সে একটা প্রভেদ লক্ষ্য করছে। পাশের ঘরে যেখানে ওর টেবিলটা রয়েছে, সরাসরি সেখানে না গিয়ে মেয়েটি খানিকক্ষণ বাইরের অফিস ঘরেই রইলো—যেন কি করবে ঠিক করতে পারছে না। একবার ও ম্যাক্সওয়েলের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলো—এত কাছে যে তা ওর উপস্থিতি সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েলকে সচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু টেবিলের সামনে বসে থাকা যন্ত্রটা তখন আর মানুষ নেই। সে নিউ ইয়র্কের একজন ব্যস্ত শেয়ার-ব্যবসায়ী। গুঞ্জন-তোলা চাকা আর প্যাঁচ-খোলা স্প্রিং তাকে চালনা করে।

'কি, কি ব্যাপার ? কিছু বলবে ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জিগেস করলো ম্যাক্সওয়েল। তার ভিড়াক্রান্ত টেবিলে বরফের পাহাড়ের মতো খোলা-চিঠিপত্রের স্তূপ। তার তীক্ষ্ণ, নৈর্ব্যক্তিক, আন্তরিকতাহীন, ধূসর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আধো-অধৈর্যভরে মেয়েটির দিকে স্থির হলো।

'কিছু না,' ছোট্ট করে একটু হেসে সরে গেলো মেয়েটি। তারপর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কিত কেরানীটিকে জিগেস করলো, 'আচ্ছা মি· পিচার, গতকাল মি· ম্যাক্সওয়েল কি আর একজন স্টেনোগ্রাফারকে নিয়োগ করার ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?'

'বলেছিলেন, আর একজনকে রাখতে বলেছিলেন। তা আমি গতকাল

বিকেলেই এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছিলুম, ওরা আজ সকালেই যেন কয়েকটি নমুনাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়। তা দেখুন, এখন বেলা নটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো—অথচ এখন অব্দি কারুরই কোনো পাত্তা নেই।'

'যতোক্ষণ কেউ এসে জায়গাটা ভরাট না করছে, ততোক্ষণ আমিই তাহলে যথারীতি কাজটা করি,' ম্যাকাও পাখির সোনালী-সবুজ পালক লাগানো পাগড়ি-টুপিটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে তরুণী তক্ষুণি নিজের টেবিলের দিকে চলে গেলো।

প্রচণ্ড কাজের সময় ম্যানহাটানের কোনো ব্যস্ত শেয়ার-ব্যবসায়ীকে দেখার সুযোগ লাভে যিনি বঞ্চিত থাকেন, নৃবিদ্যার পেশায় তার খানিকটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কবি গেয়েছেন, 'মহান জীবনের কর্মব্যস্ত প্রহর'। কিন্তু একজন শেয়ার-ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রহরই নয়, তার মিনিট এবং সেকেণ্ডগুলো পর্যন্ত কাজের ভিড়ে একেবারে ভিড়াক্কার।

আজকের এই দিনটা হার্ভে ম্যাক্সওয়েলের একটা কর্মব্যস্ত দিন। টিকার যন্ত্রটা এক এক ঝাঁকুনিতে ফিতের আকারে গুটিয়ে রাখা কাগজগুলোকে খবরসুদ্ধু উগরে দিতে শুরু করেছে। টেবিলের টেলিফোনটা পুরনো রোগের আক্রমণের মতো ক্রমাগত ঘন্টি বাজাচ্ছে। অসংখ্য মানুষ অফিসঘরে ঢুকে ভিড় জমিয়েছে—তারা বেষ্টনীর ওধার থেকে কেউ হাসিমুখে, কেউ তীক্ষ্ণ স্বরে, কেউ বা হিংস্র কিংবা উত্তেজিত ভঙ্গিতে ম্যাক্সওয়েলকে ডাকাডাকি করছে। বার্তাবহরা কোনো খবর বা তারবার্তা নিয়ে ছোটাছুটি করে অফিসে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। অফিসের কেরানীরা লাফালাফি করছে ঝড়ের মুখে পড়া নাবিকদের মতো। এমনকি পিচারের মুখটাও যেন খানিকটা উদ্দীপনায় শিথিল।

শেয়ারের বাজারে তখন প্রবল সামুদ্রিক ঝড়, ধস, তুষারঝঞ্ঝা আর আগ্নেয়-গিরির তাণ্ডব চলছে এবং ওই সমস্ত প্রাকৃতিক বিক্ষোভগুলোই ছোটো আকারে অভিনীত হচ্ছে শেয়ার-ব্যবসায়ীর অফিসে। কুর্সিটাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে রেখে ম্যাক্সওয়েল নাচিয়েদের মতো বুড়ো আঙুলে ভর রেখে নাচের ভঙ্গিতে কাজ করতে লাগলো। টিকার যন্ত্রটা থেকে এক লাফে টেলিফোন, টেবিল থেকে দরজা—সর্বত্র সে ছুটে বেড়াতে লাগলো একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত সঙের মতো তৎপর ভঙ্গিতে।

ক্রমশ বেড়ে ওঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ এই চাপের মধ্যেই ম্যাক্সওয়েল আচমকা কেঁপে কেঁপে ওঠা একটা মখমলের চাঁদোয়ার তলায় সোনালী চুলে উঁচু করে

বাঁধা একটা খোঁপা, নকল নীলের চামড়ায় তৈরি একটা আঙ্গথিল্লা এবং রুপোর হৃৎপিণ্ড সহ, প্রায় মেঝে অব্দি লুটিয়ে পড়া, বাদামের মতো বড়ো বড়ো পুঁতিতে গাঁথা একটা মালা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। এই সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিসগুলোর সঙ্গে জড়িত আছেন একটি অল্পবয়সী আত্মস্থ মহিলা এবং পিচার তাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে।

'চাকরিটার ব্যাপারে এই মহিলা স্টেনোগ্রাফার্স এজেন্সি থেকে দেখা করতে এসেছেন,' পিচার বললো।

হাতভর্তি একরাশ কাগজপত্র নিয়ে ম্যাক্সওয়েল অর্ধেকটা ঘুরে দাঁড়ালো।

'কোন্ চাকরি?' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলো সে।

'স্টেনোগ্রাফারের চাকরি,' পিচার বললো। 'গতকাল আপনি আমাকে ওদের টেলিফোন করতে বলেছিলেন, যাতে আজ সকালেই ওরা একজনকে পাঠিয়ে দেয়।'

'তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পিচার।' ম্যাক্সওয়েল বললো, 'তোমাকে কেন আমি এমন হুকুম দেবো? গত এক বছর ধরে মিস লেসলি এখানে কাজ করছেন এবং ওঁর কাজে আমরা পুরোপুরি খুশি। যতোদিন উনি এখানে কাজ করতে চাইবেন ততোদিন এ কাজটা ওঁরই থাকবে। এখানে কোনো চাকরি খালি নেই, ম্যাডাম। পিচার, তুমি এজেন্সিকে ওই ফরমাশটা নাকচ করতে বলে দাও আর এখানে আবার অন্য কাউকে নিয়ে এসো না।'

রেগেমেগে হেলেদুলে আসবাবপত্রে ইচ্ছামতো ধাক্কা মেরে মেরে রুপোর হৃদয় অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো। পিচার এক মুহূর্ত একটু সময় করে নিয়ে হিসেব-রক্ষককে বললো, 'বুড়ো' প্রতিদিনই যেন আরও বেশি করে অন্যমনস্ক আর বিস্মরণশীল হয়ে যাচ্ছে।

কাজের চাপ আর তাড়া ক্রমশ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বাজারে আধ-ডজন শেয়ার বাকি পড়ে আছে, ম্যাক্সওয়েলের মক্কেলরা তাতে বহু টাকা খাটিয়েছে। চড়ুই পাখির ঝাঁকের মতো দ্রুতগতিতে কেনাবেচার ফরমাশ আসছে আর যাচ্ছে। ম্যাক্সওয়েলের নিজস্ব কিছু শেয়ারের অবস্থা বিপজ্জনক। কিন্তু লোকটা পূর্ণগতিতে কাজ করে চলেছে একটা সূক্ষ্ম অথচ শক্তপোক্ত যন্ত্রের মতো—উদ্বেগে টানটান, দুরন্ত গতি, নিখুঁত, সর্বদা দ্বিধাহীন। সঠিক শব্দ চয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর কাজকর্মে মানুষটা সর্বদাই তৎপর ও প্রস্তুত—ঠিক যেন একটা ঘড়ি। এখানে শুধু স্টক আর বণ্ড, ধার আর বন্ধক, লাভ আর দলিল—এ এক আর্থিক দুনিয়া, মানুষ আর প্রকৃতির এখানে কোনো স্থান নেই।

দুপুরে খাওয়ার সময়টা এগিয়ে আসতেই কাজের তাড়ায় সামান্য ভাঁটার টান ধরলো।

ম্যাক্সওয়েল তখন টেবিলের কাছে দাঁড়ানো। তার দু হাতে বোঝাই তারবার্তা আর স্মারকলিপি। কলমটা ডান কানে গোঁজা, চুলগুলো এলো-মেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে কপালের কোলে। তার জানলাটা খোলা, কারণ পৃথিবীর খোলা খাতায় প্রিয় দ্বারপালিকা বসন্ত সামান্য কিছু উষ্ণতা এনে দিয়েছে।

জানলা দিয়ে এক পথিক—হয়তো বা পথহারা—একটা সুগন্ধ ঘরে এসে ঢুকলো। লাইল্যাক ফুলের কোমল মধুর সুগন্ধ—যা ব্যস্তবাগীশ ব্যবসায়ী মানুষটাকে মুহূর্তের জন্যে একেবারে নিশ্চল করে দিলো। কারণ গন্ধটা মিস লেসলির। এটা ওর নিজস্ব গন্ধ এবং শুধুমাত্র ওরই। গন্ধটা ওকে একেবারে সুস্পষ্টভাবে, প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে, ম্যাক্সওয়েলের সামনে এনে হাজির করলো। অর্থের দুনিয়াটা ছোটো হতে হতে আচমকা একটা বিন্দু হয়ে উঠলো। অথচ ও রয়েছে পাশের ঘরে, বিশ পা দূরে।

'যা থাকে কপালে, কাজটা আমি এখনই সেরে ফেলবো।' নিচু গলায় ম্যাক্সওয়েল বললো, 'এখনই ওকে জিগেস করবো। এতোদিন কেন যে করিনি, জানি না।'

দ্রুতপায়ে ভেতরের অফিসে গিয়ে ঢুকলো মানুষটা, অথচ চেষ্টা করলো নিজের ব্যস্ততাকে ঢেকে রাখতে। সোজা স্টেনোগ্রাফারের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলো সে।

হাসিমাখা মুখে চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। নরম গোলাপী আভা ফুটে উঠলো ওর গাল দুটিতে। চোখ দুটো মমতাময় আর অকপট। টেবিলের ওপরে একটা কনুইতে ভর রেখে দাঁড়ালো ম্যাক্সওয়েল। তখনও তার দুহাতে কাগজের বোঝা, কলমটাও কানেই গোঁজা রয়েছে।

'মিস লেসলি, আমার হাতে সামান্য একটু বাড়তি সময় আছে,' ম্যাক্সওয়েল তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলো। 'এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। তুমি আমার স্ত্রী হবে? সাধারণত মানুষ যেভাবে প্রেম করে, তোমার সঙ্গে আমার তেমনিভাবে প্রেম করার মতো সময় নেই—কিন্তু আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি। তাড়াতাড়ি বলো লক্ষ্মীটি—ওদিকে ইউনিয়ন প্যাসিফিকের শেয়ারের জন্যে সবাই ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে।'

'কি বলছো তুমি?' তরুণীর কণ্ঠস্বরে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো। গোল

' গোল চোখে ম্যাক্সওয়েলের দিকে তাকিয়ে কুর্সি থেকে উঠে দাঁড়ালো ও।

'তুমি বুঝতে পারছো না?' ম্যাক্সওয়েল অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি, মিস লেসলি! আমি তোমাকে কথাটা বলতে চাইছিলাম, তাই কাজের চাপটা একটু কমতেই এক মিনিট সময় করে নিয়ে ছুটে এসেছি। ওই যে, ওরা আমাকে টেলিফোন ধরার জন্যে ডাকছে! ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলো, পিচার। বলো মিস লেসলি, তুমি রাজি হবে না?'

স্টেনোগ্রাফারটি এবারে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। প্রথমে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তারপর ওর বিস্মিত চোখ দুটি বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। তারপর সেই জলভরা চোখেই ঝিলমিলে হাসি ফুটিয়ে এক হাতে ও পরম মমতায় শেয়ার-ব্যবসায়ীটির গলা জড়িয়ে ধরলো।

'এবারে বুঝতে পারছি, এই পুরনো ব্যবসাটাই মাঝে মাঝে তোমার মন থেকে সমস্ত কিছু মুছে দেয়,' নরম গলায় মেয়েটি বললো। 'হার্ভে, তোমার মনে নেই? —গতকাল সন্ধ্যা আটটার সময় মোড়ের ওই ছোট্ট গির্জাটাতেই তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে!'

সবুজ দরজা

মনে করুন রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে আপনি ব্রডওয়ে দিয়ে হেঁটে চলেছেন। চুরুটটা শেষ করার জন্যে আপনার হাতে দশ মিনিট সময় এবং তার মধ্যেই আপনি ভেবে নিচ্ছেন, আপনি কোনো সুগম্ভীর বিয়োগান্ত নাটক দেখতে যাবেন নাকি কোনো নাচগানে ভরা হালকা অনুষ্ঠান। এমন সময় হঠাৎ কে যেন আপনার বাহুতে হাত রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘোরাতেই আপনি এক সুন্দরী রমণীর রোমাঞ্চকর চোখ দুটি দেখতে পেলেন। তার অঙ্গে হীরের অলঙ্কার আর রুশ দেশের কালো পোশাক। মাখনে ভাজা একটা প্রচণ্ড গরম রুটি দ্রুত আপনার হাতে গুঁজে দিয়ে সেই রমণী ছোট্ট একটা কাঁচি বের করে আপনার ওভারকোটের দ্বিতীয় বোতামটা কুচ করে কেটে নিলো এবং অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা শব্দ উচ্চারণ করলো: 'সামন্তরিক ক্ষেত্র!' তারপর

শঙ্কিত ভঙ্গিমায় পেছনে ফিরে তাকাতে তাকাতে সে রাস্তা পার হয়ে উধাও হয়ে গেলো ক্ষিপ্রগতিতে।

এমনটি যদি হয় তাহলে সেটা হবে একটা সত্যিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনা। আপনি কি এর সামিল হতে রাজি? মোটেই তা নয়। আপনি তখন বিব্রত-বিহ্বলতায় রাঙা হয়ে উঠবেন, তারপর চুপিচুপি রুটিটা ফেলে দিয়ে অসহায়ের মতো হারানো বোতামটা খুঁজতে খুঁজতে ফের ব্রডওয়ে দিয়ে এগুতে শুরু করবেন। সামান্য যে কয়েকটি মানুষের মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে প্রকৃত উৎসাহটা এখনও মরে যায়নি, তাদের একজন না হলে আপনি ঠিক তাই-ই করবেন।

সত্যিকারের দুঃসাহসী মানুষের সংখ্যা কোনোদিনই খুব একটা বেশি নয়। দুঃসাহসী হিসেবে যাঁদের কথা বইতে ছাপা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন নতুন আবিষ্কৃত প্রণালীতে সুসমৃদ্ধ ব্যবসায়ী মানুষ। নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে—যেমন গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দানবের কবলগ্রস্ত সোনালী লোমের মেষ, যীশুর শেষ ভোজের পবিত্র থালা, প্রেমিকা, ধনসম্পদ, রাজমুকুট কিংবা খ্যাতি প্রতিপত্তি—পাবার তাগিদেই তাঁরা ঘরছাড়া হয়েছেন। কিন্তু সত্যিকারের দুঃসাহসী মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে নির্বিচারে অজানা ভাগ্যের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যায়, তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এর একটা সুন্দর উদাহরণ হলো বাইবেলের সেই উড়নচণ্ডি ছেলেটি—তার বাড়ির পথে রওনা হওয়া। আর এর একটা আধুনিক এবং প্রশংসনীয় উদাহরণ হচ্ছে চোর ইকেরাস, যে একটা বড়োসড়ো অট্টালিকায় গিয়ে ঢুকেছিলো। একটা খাটের তলায় আবিষ্কার করার পর তাকে যখন গোড়ালি ধরে টেনে বের করা হয় তখন সে পুলিস, পত্রিকা এবং তারপর প্রত্যেককেই তার ওই বীরত্বপূর্ণ কাজের যে একটিমাত্র ব্যাখ্যা দিয়েছিলো তা হচ্ছে যে সে 'কেক তৈরি করার লোকটাকে খুঁজছিলো'।

আধা অভিযাত্রী—সাহসী এবং চমৎকার চরিত্রের মানুষ—সংখ্যায় অগণ্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রতিরোধক্ষেত্র অব্দি তারা ইতিহাস আর উপন্যাসের শিল্প এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য ছিলো—পুরস্কার জয় করা, লক্ষ্যে পৌঁছনো, যশ অর্জন করা বা অন্য কিছু। কাজেই তারা প্রকৃত দুঃসাহসিক পথের অনুগামী নয়।

বড়ো বড়ো শহরে প্রেম ও রোমাঞ্চকর ঘটনা সর্বদাই উপযুক্ত আগ্রহী

• মানুষের প্রতীক্ষায় থাকে। আমরা যখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, তখন তারা চতুর ভঙ্গিতে আমাদের দিকে উঁকি মেরে তাকায়, বিশটা ভিন্ন ভিন্ন বেশে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানায়। নিজের অজান্তে আচমকা চোখ তুলে তাকাতেই আমরা কোনো জানলায় এমন একখানা মুখ দেখতে পাই, যে মুখ আমাদের ভীষণ পরিচিত বলে মনে হয়। কখনও ঘুমন্ত শহরের রাস্তায় আমরা জানলা-দরজা বন্ধ কোনো শূন্য বাড়ি থেকে একটা আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পাই। পরিচিত মোড়ের বদলে ট্যাক্সির চালক আমাদের একটা অপরিচিত দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়, তারপর দরজা খুলে মৃদু হেসে কে একজন আমাদের ভেতরে ঢুকতে বলে। অপ্রত্যাশিতের সুউচ্চ জাফরি থেকে এক টুকরো লেখা কাগজ আমাদের পায়ের কাছে যেন ডানা ঝটপটিয়ে নেমে আসে। ভিড়ের মধ্যে দ্রুত পথ চলা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে আমরা তাৎক্ষণিক ঘৃণা, ভালোবাসা আর আতঙ্কমেশা দৃষ্টি বিনিময় করি। হঠাৎ কখনও বৃষ্টি আসে—আমাদের ছাতা তখন হয়তো কোনো ধনীর কন্যা অথবা তার অন্য কোনো আত্মীয়াকে আশ্রয় দেয়। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে কারুর হাত থেকে খসে পড়ে রুমাল, কেউ আঙুল তুলে ইশারায় কাছে ডাকে, একান্ত মিনতি জানায় কতো চোখ আর সেই সঙ্গে রোমাঞ্চকর কতো ঘটনার হারিয়ে যাওয়া, নিঃসঙ্গ, রহস্যময়, বিপদসঙ্কুল, পরিবর্তনশীল সূত্রগুলি আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়ে। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই সেগুলোকে কাজে লাগাতে চায়। পিঠে সংস্কারের বোঝায় আমরা আড়ষ্ট হয়ে গেছি। আমরা কোনোক্রমে দিনযাপন করি এবং তারপর একটা প্রচণ্ড বিবর্ণ পাণ্ডুর জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে একদিন অনুভব করি যে আমাদের জীবনে রোমান্স বলতে যা আছে তা হচ্ছে দুটো বা একটা ক্লান্তিকর বিয়ে, দেরাজের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা সাটিন কাপড়ে তৈরি পোশাকে লাগাবার একটা কৃত্রিম ফুল আর সারা জীবনব্যাপী একটি বাষ্পীয় রেডিয়েটারের সঙ্গে বিরোধ।

রুডলফ স্টেইনার একজন সত্যিকারের দুঃসাহসিক প্রবৃত্তির মানুষ। এমন সন্ধ্যা খুব কমই আসে যেদিন সে অপ্রত্যাশিতের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরোয় না। তার ধারণা, জীবনের সব চাইতে আগ্রহজনক জিনিসটা হয়তো পরের মোড়েই পড়ে আছে। ভাগ্যকে প্রলুব্ধ করার আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে তাকে নানারকম বিচিত্র পথে নিয়ে যায়। দুবার সে হাজতে রাত কাটিয়েছে, বার বার ঠগ জোচ্চোর আর ধড়িবাজদের পাল্লায় পড়েছে এবং এই প্রলোভনের মূল্য হিসেবে বহুবারই তাকে ঘড়ি আর টাকাকড়ি গচ্চা দিতে হয়েছে।

কিন্তু তবু অক্ষয়িষ্ণু আগ্রহে সে তার সামনে আসা রোমান্সের প্রতিটা আহ্বানকেই মনের আনন্দে গ্রহণ করেছে।

একদিন সন্ধ্যায় রুডল্‌ফ শহরের পুরনো কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। পাশপথে দুটি ভিন্ন ধরনের জনস্রোত—একদল তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরছে আর একদল হোটেল রেস্তোরাঁর উজ্জ্বল আকর্ষণে অশান্ত হয়ে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। সৌম্য চেহারার রুডল্‌ফ শান্ত সতর্ক ভঙ্গিতে পথ চলছিলো। দিনের বেলা সে একটা পিয়ানোর দোকানে কাজ করে। তার গলার টাইটা পিন দিয়ে আটকানো নয়, সেটা পোখরাজ বসানো একটা শিকলির ভেতর দিয়ে নিচে নেমে এসেছে। একবার সে একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদককে এই বলে চিঠি দিয়েছিলো যে মিস লিবের লেখা 'জুনির প্রেমপরীক্ষা' নামে বইটা তার জীবনের ওপরে সব চাইতে বেশি প্রভাব ফেলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সব চাইতে প্রথমে একটা রেস্তোরাঁর কাছে পাশপথের ওপরে রাখা একটা কাচের আলমারি থেকে দুপাটি দাঁতের প্রচণ্ড কড়মড় শব্দ রুডল্‌ফের মনোযোগ (খানিকটা অস্বস্তি সহ) আকর্ষণ করলো। কিন্তু দ্বিতীয় বার তাকাতেই পাশের বাড়ির দরজার অনেকটা ওপরে বৈদ্যুতিক অক্ষরে লেখা একজন দাঁতের ডাক্তারের সাইনবোর্ড দেখে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিচিত্র পোশাক পরা বিশাল চেহারার এক নিগ্রো—তার গায়ে সুতোর কাজ করা লাল রঙের কোট, পরনে হলদে পাতলুন আর মাথায় মিলিটারি টুপি—চলন্ত মানুষদের মধ্যে যারা নিতে চাইছে তাদের একটা করে কার্ড বিলি করছে। এ ধরনের 'দন্ত্য' বিজ্ঞাপন রুডল্‌ফের কাছে একটা সাধারণ দৃশ্য। সাধারণত চলার গতি না কমিয়ে সে এই দন্ত-চিকিৎসকের কার্ড-বিতরণকারীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়। কিন্তু আজ রাত্রে এই নিগ্রোটা এমন সুকৌশলে তার হাতে একখানা কার্ড চালান করে দিলো যে লোকটার সফলপ্রচেষ্টায় মৃদু হেসে রুডল্‌ফ কার্ডখানা রেখেই দিলো। কিন্তু কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে নিস্পৃহের মতো কার্ডটার দিকে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেলো। কার্ডটা উলটে নিয়ে ফের সেটার দিকে সাগ্রহে তাকালো সে। কার্ডটার এক পিঠ ফাঁকা, অন্য পিঠে কালি দিয়ে শুধু দুটি শব্দ লেখা রয়েছে: 'সবুজ দরজা'। তারপরেই রুডল্‌ফ লক্ষ্য করলো, তার তিন পা আগে এক ভদ্রলোক যেতে যেতে নিগ্রোটির দেওয়া কার্ডটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কার্ডটা তুলে নিলো রুডল্‌ফ—সেটাতে দাঁতের ডাক্তারের নাম, ঠিকানা,

বিনা যন্ত্রণায় শল্য চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত আরও নানান কথা ছাপানো রয়েছে।

রোমাঞ্চপ্রিয় পিয়ানো বিক্রয়কারী কর্মচারীটি মোড়ের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করে নিলো। তারপর রাস্তা পার হয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে, ফের রাস্তা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গেলো। নিগ্রোটাকে লক্ষ্য না করার ভঙ্গিতে দ্বিতীয় বার তার সামনে দিয়ে যাবার সময় রুডল্‌ফ তার দিকে এগিয়ে দেওয়া কার্ডটা অন্যমনস্কের মতো হাতে নিয়ে নিলো। দশ পা এগিয়েই কার্ডটার দিকে তাকালো সে। প্রথম কার্ডের মতো এটাতেও সেই একই হস্তাক্ষরে 'সবুজ দরজা' লেখা। সামনে পেছনে পথচারীরা তিন চারখানা কার্ড পাশপথে ফেলে দিয়েছিলো। সেগুলোর সাদা পিঠটা ওপরের দিকে। রুডল্‌ফ সেগুলোকে উলটে দেখলো। প্রত্যেকটাতেই দাঁতের ডাক্তারের মহাকাব্য ছাপানো!

রোমাঞ্চের প্রকৃত অনুগামী রুডল্‌ফ স্টেইনারকে দুবার ইঙ্গিত জানাবার প্রয়োজন খুব কমই হয়। দুবার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিলো, তাই তদন্তের কাজও শুরু হয়ে গেলো।

রুডল্‌ফ পেছন ফিরে ধীরেসুস্থে ফের সেই দৈত্যাকার নিগ্রোটার দিকে এগিয়ে গেলো। এবারে লোকটাকে পেরিয়ে যাবার সময় সে আর কোনো কার্ড পেলো না। হাস্যকর এবং বিদঘুটে জমকালো পোশাক সত্ত্বেও একটা স্বাভাবিক বন্য গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিগ্রোটা এখন ভদ্রভাবে কাউকে কার্ড দিচ্ছিলো, কাউকে বা বিনা বাধায় চলে যেতে দিচ্ছিলো। প্রতি আধ মিনিট অন্তর কর্কশ কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় সে একটা সুর ভাঁজছিলো। শুধু কার্ড থেকে বঞ্চিত করা নয়—রুডল্‌ফের মনে হলো, ওই কুচকুচে কালো দৈত্যটা তার দিকে যেন একটা হিমশীতল, প্রায় অবজ্ঞা মেশানো ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো। দৃষ্টিটা রুডল্‌ফের শরীরে যেন হুল ফোটালো। রুডল্‌ফের মনে হলো, সে লোকটার ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি বলে লোকটা যেন তার ওই দৃষ্টির মাধ্যমে রুডল্‌ফকে নিঃশব্দে অভিযুক্ত করলো। কার্ডে লেখা ওই রহস্যজনক কথাগুলোর অর্থ যাই হোক না কেন, কালো মানুষটা ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকেই দুবার বেছে নিয়ে ওই কার্ড দিয়েছে। কিন্তু এখন সে মনে করছে রুডল্‌ফ অযোগ্য, ওই কাজটাতে লাগার মতো বুদ্ধি এবং উৎসাহ তার নেই।

ভিড় থেকে একটু সরে দাঁড়ালো রুডল্‌ফ। তারপর যে বাড়িটাকে তার রহস্যের আধার বলে মনে হলো, সেটাকে সে দ্রুত একবার মনে মনে জরিপ

করে নিলো। বাড়িটা পাঁচতলা। একতলায় ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ। দোতলাটা এখন বন্ধ, মনে হয় ওখানে মেয়েদের জন্যে ফারের পোশাক-টোশাক বিক্রি হয়। ঝিকমিকে বৈদ্যুতিক অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড দেখে বোঝা যায়, তিনতলায় দাঁতের ডাক্তারখানা। চারতলায় অসংখ্য সাইনবোর্ডের ভিড়— কেউ হস্তরেখাবিদ, কেউ দর্জি, কেউ সঙ্গীতবিদ আর কেউ বা ডাক্তার। তারও ওপরে পর্দার আড়াল আর জানলার তাকে রাখা দুধের বোতলগুলো জানিয়ে দিচ্ছে, ওটা গৃহস্থদের আবাস।

জরিপের কাজ শেষ করে রুডল্‌ফ দ্রুত পায়ে উঁচু উঁচু পাথুরে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর গালচে মোড়া সিঁড়িটা দিয়ে দোতলায় উঠে একটু থমকে দাঁড়ালো। মিটমিটে দুটো গ্যাসের আলোয় জায়গাটা স্বল্প আলোকিত। একটা আলো অনেকটা দূরে, ডানদিকে—অন্যটা কাছাকাছি, রুডল্‌ফের বাঁদিকে। কাছের আলোটার দিকে তাকিয়ে সে নিস্তেজ শিখাটার ভেতর দিয়ে একটা সবুজ দরজা দেখতে পেলো। মুহূর্তের জন্যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো রুডল্‌ফ। কিন্তু তারপরেই সে যেন কার্ড বিলি করতে থাকা সেই নিগ্রোটার তাচ্ছিল্যের হাসি দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সোজা এগিয়ে গিয়ে সেই সবুজ দরজায় টোকা দিলো সে।

দরজায় করাঘাত করা এবং তারপর ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া অব্দি যে মুহূর্তগুলো কেটে গেলো, সেগুলোই প্রকৃত রোমাঞ্চের দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিমাপ করে নেয়। ওই সবুজ দরজাটার ওধারে কতো কিছুই না থাকতে পারে! হয়তো জুয়াড়ীরা জুয়া খেলছে কিংবা ধূর্ত শয়তানের দল সুচতুর দক্ষতায় ফাঁদ পাতছে এবং ওই ফাঁদের সাহায্যে কোনো সাহসী রূপসীকে তারা বাগে আনার মতলব আঁটছে। বিপদ, মৃত্যু, প্রেম, হতাশা, বিদ্রূপ— এর মধ্যে যে কোনো একটাই ওই হঠকারি করাঘাতে সাড়া দিতে পারে।

ভেতর থেকে একটা মৃদু খসখসে শব্দ শোনা গেলো, আস্তে আস্তে খুলে গেলো দরজাটা। দোরগোড়ায় যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তার বয়েস কুড়ির নিচে, মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে। দরজার হাতলটা এক হাতে চেপে ধরে রীতিমতো টলছিলো মেয়েটি। রুডল্‌ফ ওকে ধরে ফেলে দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া মলিন সোফাটাতে শুইয়ে দিলো। তারপর দরজাটা বন্ধ করে, গ্যাসের একটা মিটমিটে আলোয় ঘরের চতুর্দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো। ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু রুডল্‌ফ বুঝতে পারলো, চতুর্দিকেই শুধু চরম দারিদ্র্যের ছায়া।

মেয়েটি স্থির হয়ে শুয়েছিলো, যেন অচেতন হয়ে আছে। রুডল্‌ফ একটা পিপের সন্ধানে পাগলের মতো ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলো। এমন অবস্থায় মানুষকে পিপের ওপরে গড়াগড়ি খাওয়াতে হয়। না না, সেটা তো জলে ডোবা মানুষদের জন্যে। নিজের টুপিটা দিয়ে মেয়েটিকে হাওয়া করতে লাগলো সে। তাতেই কাজ হলো, কারণ টুপির কানাটা একবার মেয়েটির নাকে লাগতেই ও চোখ মেলে তাকালো। এবং যুবক রুডল্‌ফ তখনই অনুভব করলো, এই চেনা মুখখানাকেই যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো এতোদিন। অকপট দুটি বাদামী চোখ, ছোট্ট নাক, লতার আকর্ষের মতো কোঁকড়ানো বাদামী রঙের চুল—এসবই যেন এক সঠিক পরিসমাপ্তি এবং তার সমস্ত বিস্ময়কর দুঃসাহসিক অভিযানের আসল পুরস্কার। কিন্তু মুখখানা বড্ড কৃশ আর পাণ্ডুর।

মেয়েটি প্রশান্ত দৃষ্টিতে রুডল্‌ফের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তাই না?' দুর্বল কণ্ঠে জিগেস করলো মেয়েটি। 'কে-ই বা হবে না, বলুন! আপনিই একবার পরখ করে দেখুন না, তিনদিন না খেয়ে থাকলে কি হয়!'

'অ্যাঁ!' রুডল্‌ফ লাফিয়ে উঠলো, 'আমি ফিরে আসা অব্দি একটু অপেক্ষা করে থাকো।'

এক ছুটে সবুজ দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো রুডল্‌ফ। তারপর বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে পায়ের ডগা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো, যাতে মেয়েটি দরজাটা খুলে দেয়। রুডল্‌ফের দু হাতে মুদির দোকান আর রেস্তোরাঁ থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্রের বোঝা। টেবিলের ওপরে সেগুলোকে নামিয়ে রাখলো সে—রুটি আর মাখন, ঠাণ্ডা মাংস, কেক, পুর দেওয়া বড়া, আচার, ঝিনুক, একটা ঝলসানো মুরগী, এক বোতল দুধ আর এক বোতল আগুনের মতো গরম গরম চা।

'কি অদ্ভুত কাণ্ড, না খেয়ে থাকা!' রুডল্‌ফ রাগ দেখিয়ে বললো, 'এ সমস্ত বদ খেয়াল তোমাকে ছাড়তে হবে! নাও, রাতের খানা তৈরি।' মেয়েটিকে ধরে ধরে টেবিলের সামনে একটা কুর্সিতে এনে বসিয়ে দিলো সে। তারপর জিগেস করলো, 'চা খাবার মতো একটা পেয়ালা হবে?'

'জানলার পাশে ওই তাকটাতে আছে,' জবাব দিলো মেয়েটি।

পেয়ালাটা নিয়ে রুডল্‌ফ ফের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে, ওর চোখ দুটো ঝিকমিক করছে—মেয়েলী প্রবৃত্তির বশে আচারের ঠোঙা থেকে বিশাল

একটা মশলাদার লঙ্কা বের করে নিয়েছে ও। হাসতে হাসতে ওর হাত থেকে লঙ্কাটা কেড়ে নিলো সে। তারপর পেয়ালা ভর্তি করে দুধ ঢেলে বললো, 'আগে এটা খেয়ে নাও। তারপর একটু চা খাবে, তারপর মুরগীর একটা ডানা। যদি খুব ভালো থাকো তবে আসছে কাল একটা লঙ্কা পাবে। তা এবারে তুমি যদি আমাকে তোমার অতিথি হতে অনুমতি দাও, তাহলে আমরা একসঙ্গে রাতের খানাটা খেয়ে নিতে পারি।'

অন্য কুর্সিটা টেনে নিলো রুডল্ফ। চা মেয়েটির চোখ দুটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, খানিকটা রঙ ফিরিয়ে এনেছে ওর মুখখানিতে। উপোসী বুনো জন্তুর মতো এক ধরনের পরিচ্ছন্ন হিংস্রতা নিয়ে খেতে শুরু করলো ও। মনে হচ্ছিলো পুরুষমানুষটির উপস্থিতি এবং তার দেওয়া সাহায্যটুকুকে ও যেন একটা স্বাভাবিক বস্তু বলেই ধরে নিয়েছে। প্রচলিত রীতিনীতিগুলোকে ও যে কম দাম দেয় তা নয়—কিন্তু রুডল্ফ যেন মানবিক কৃত্রিমতাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই ওর অধিকারবোধকে মদত দিয়েছে। অথচ আস্তে আস্তে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোখাটো সংস্কারগুলোও ওর মধ্যে ফিরে আসতে শুরু করলো। রুডল্ফকে নিজের ছোট্ট জীবনটার কাহিনী বলতে শুরু করলো ও। শহরে প্রতিদিন অমন ঘটনা হাজার হাজার ঘটছে। কাহিনীটা এমন একটি মেয়ের যে একটা দোকানে কাজ করে, সামান্য মাইনে পায় এবং সে মাইনে আরও কমে যায় জরিমানার কল্যাণে—যেটা দোকানের মুনাফাকেই মোটা করে তোলে। তারপর অসুস্থতার জন্যে কামাই, চাকরি খোয়ানো, আশা-ভরসার জলাঞ্জলি এবং শেষ অব্দি সবুজ দরজায় করাঘাত।

কিন্তু রুডল্ফের কাছে মেয়েটির এই ইতিহাসই ইলিয়াডের মতো মহান আর জুনির প্রেম-পরীক্ষার মতো সঙ্কটময় বলে মনে হলো।

'তুমি এতো কষ্ট ভোগ করেছো!' বললো সে।

'প্রচণ্ড কষ্ট,' শান্ত গলায় জবাব দিলো মেয়েটি।

'এ শহরে তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই?'

'কেউ না।'

'এ পৃথিবীতে আমারও কেউ নেই,' একটু থেমে রুডল্ফ বললো।

'ভালোই হয়েছে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো মেয়েটি।

তার নিঃসঙ্গ জীবন মেয়েটির পছন্দসই জেনে, যে কোনো কারণেই হোক রুডলফের ভালো লাগলো।

একেবারেই আচমকা মেয়েটির চোখের পাতা দুটি বুজে এলো। 'বড্ড ঘুম

পাচ্ছে,' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। 'আর এতো ভালো লাগছে!'

রুডল্‌ফ উঠে, টুপিটা তুলো নিলো।

'আমি তাহলে চলি। সারা রাত ঘুমোলেই তোমার শরীর অনেক ভালো হয়ে যাবে।'

নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলো রুডল্‌ফ। মেয়েটি তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'শুভ রাত্রি।'

কিন্তু ওর চোখ দুটি এতো সুন্দর এতো সুস্পষ্ট আর এতো সকরুণভাবে একটা প্রশ্ন ফুটিয়ে তুললো যে রুডল্‌ফ মুখের ভাষায় তার জবাব দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আমি কালই এসে দেখে যাবো তুমি কেমন আছো। এতো সহজে তুমি আমার কাছ থেকে রেহাই পাবে না।'

রুডল্‌ফ দরজার কাছাকাছি যেতেই মেয়েটি জিগেস করলো, 'আপনি আমার দরজায় এসে ঘা দিলেন কি ভেবে?' যেন তার আসাটাই বড়ো কথা, কিভাবে এলো সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির দিকে তাকালো রুডল্‌ফ। কার্ডগুলোর কথা মনে পড়তেই এক চকিত ঈর্ষার দাহ অনুভব করলো সে। কার্ডগুলো যদি তারই মতো অন্য কোনো দুঃসাহসিক লোকের হাতে গিয়ে পড়তো? দ্রুত সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, মেয়েটিকে কিছুতেই আসল সত্যটা জানানো চলবে না।

'আমাদের পিয়ানোর দোকানের একজন সহকর্মী এই বাড়িতেই থাকে,' রুডল্‌ফ বললো। 'আমি ভুল করে তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম।'

সবুজ দরজাটা বন্ধ হবার আগে সে ঘরের মধ্যে শেষ যে দৃশ্যটা দেখলো, তা হচ্ছে মেয়েটির স্মিত হাসি।

সিঁড়ির মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়িয়ে রুডল্‌ফ কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার চারদিক দেখে নিলো। হলঘরের শেষ প্রান্ত অব্দি ঘুরে এলো একবার। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে, সেখানেও সেই একই বিভ্রান্তিকর ব্যাপার আবিষ্কার করলো। সে দেখলো, বাড়িটার প্রতিটি দরজাই সবুজ রং করা।

অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে রুডল্‌ফ পাশপথে এসে দাঁড়ালো। সেই অদ্ভুত নিগ্রোটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের কার্ড দুটো হাতে নিয়ে রুডল্‌ফ তার মুখোমুখি হলো, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে এই কার্ডগুলো কেন দিয়েছিলে বলো তো? এগুলোর অর্থই বা কি?'

দাঁত বের করে অকপট ভঙ্গিতে হেসে ওঠা নিগ্রোটা তার মালিকের পেশায় একটা চমৎকার জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উঠলো।

'ওই যে দেখুন,' হাত তুলে রাস্তার দিকে দেখালো লোকটা। 'তবে আপনার বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেলো—প্রথম অঙ্কটা তো এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে!'

লোকটার নির্দেশমতো তাকিয়ে রুডলফ দেখলো, একটা নাট্যশালার প্রবেশপথের মাথায় ঝলমলে বিদ্যুতের আলোয় তাদের নতুন নাটকটার নাম লেখা রয়েছে। 'সবুজ দরজা'।

'শুনেছি নাটকটা নাকি একেবারে এক নম্বরের।' নিগ্রোটা বললো। 'ডাক্তারবাবুর কার্ডের সঙ্গে ওদের কয়েকখানা কার্ড বিলোবার জন্যে ওদের এজেন্ট আমাকে একটা ডলার দিয়েছে। আপনাকে ডাক্তারবাবুর একখানা কার্ড দেবো, স্যার?'

বাড়ির কাছাকাছি মোড়টায় পৌঁছে এক গ্লাস বিয়ার আর একটা চুরুটের জন্যে একটু দাঁড়ালো রুডলফ্। চুরুট ধরিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কোটের বোতামগুলো লাগালো, টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো, তারপর মোড়ের আলোকস্তম্ভটাকে উদ্দেশ করে নির্ভীক ভঙ্গিতে বললো, 'যাই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস ওই মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্যেই নিয়তি আমাকে ওই পথে নিয়ে গিয়েছিলো।'

এহেন পরিস্থিতিতে একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে রুডলফ স্টেইনার রোম্যান্স এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের একজন প্রকৃত অনুগামী।

পরম প্রাপ্তি

নশো বাষট্টি নম্বর ঘরের কাচের দরজায় সোনালি অক্ষরে লেখা, 'রবিন্স অ্যাণ্ড হার্টলি : দালাল'। কেরানীরা বিদায় নিয়েছে। পাঁচটা বেজে গেছে। পুরস্কার পাওয়া একদল বাজির ঘোড়ার মতো সশব্দে পা দাপিয়ে ঝাড়পোঁছ করার মহিলারা এসে হানা দিয়েছে মেঘের মুকুট-পরা বিশতলা অফিস-বাড়িটায়। লেবুর খোসার গন্ধভরা একরাশ গরম বাতাস, উনুনের কয়লার ধোঁয়া আর তিমি-তেলের গন্ধ ভেসে আসছে আধখোলা জানলাগুলো দিয়ে।

রবিন্স—বয়েস পঞ্চাশ, মোটামুটি ভারি চেহারা, যে কোনো অনুষ্ঠানের প্রথম রজনী এবং হোটেল-রেস্তোরাঁয় হাজির হবার নেশায় আসক্ত মানুষ—

তাঁর অংশীদারটির দায়িত্ব এড়িয়ে ফুর্তি করাকে ঈর্ষা দেখাবার ভান করে বললেন, 'আজ ভাবছি কিঞ্চিৎ আত্র' আনন্দ উপভোগ করবো। তোমরা মফস্বলের লোক—তোমাদের আনন্দ মানে তো সামনের বারান্দায় বসে লম্বা লম্বা পানীয়, মিষ্টি-দুষ্টু বান্ধবী আর চাঁদের আলো!'

হার্টলি—বয়েস উনত্রিশ, গম্ভীর স্বভাব, ছিপছিপে সুদর্শন চেহারা—দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামান্য ভ্রূ কোঁচকালো, 'হ্যাঁ, ফ্লোরালহার্স্টের রাতগুলো বরাবরই ঠাণ্ডা হয়, বিশেষ করে শীতকালে।'

ঠিক তখনই একটা লোক রহস্যজনক ভঙ্গিতে দরজার কাছে এসে হাজির হলো। সোজা হার্টলির কাছে এগিয়ে গেলো সে এবং গোয়েন্দারা পরস্পরের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে ঠিক তেমনিভাবে ফিসফিসিয়ে বললো, 'মেয়েটা কোথায় থাকে, জানতে পেরেছি।'

এক নাটকীয় নীরবতা এবং নিস্তব্ধতার মাধ্যমে হার্টলি লোকটাকে ভৎ'সনা জানালো। কিন্তু রবিন্স ততোক্ষণে তাঁর ছড়িটি হাতে নিয়ে, টাইয়ের পিনটা নিজের পছন্দমতো জায়গায় লাগিয়ে, অভিবাদনের উদ্দেশ্যে সুচারু ভঙ্গিতে একবার মাথাটা দুলিয়ে, শহুরে আনন্দ উপভোগের তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

'এই যে ঠিকানাটা,' শ্রোতাটির উপযুক্ত প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়ে গোয়েন্দাটি এবারে স্বাভাবিক স্বরে বললো।

গোয়েন্দাটির নোংরা পকেটবইটা থেকে হার্টলি একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিলো। তাতে পেন্সিলে লেখা রয়েছে, 'ভিভিয়ান আর্লিংটন। ৩৪১ নম্বর, ইস্ট—তম স্ট্রীট। প্রযত্নে, মিসেস ম্যাক কোমাস।'

'এক হপ্তা আগে মেয়েটা এই ঠিকানায় উঠে গেছে,' গোয়েন্দাপ্রবর জানালো। 'এখন আপনি যদি ওর পেছনে লোক লাগাতে চান, তাহলে আমি যে কোনো শহুরে গোয়েন্দার মতোই চমৎকারভাবে কাজ হাসিল করতে পারবো। দিনে মাত্র সাত ডলার করে দেবেন, আর সেই সঙ্গে অন্যান্য খরচাপাতি। প্রতিদিন টাইপ করা একটা প্রতিবেদন আমি আপনাকে পাঠাবো, তাতে ওর সমস্ত…'

'দরকার হবে না,' হার্টলি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা সে ধরনের কোনো ব্যাপার নয়। আমি স্রেফ ওর ঠিকানাটাই চাইছিলাম। তা এজন্যে তোমাকে কতো দেবো?'

'একদিনের মজুরি। একটা দশের পাত্তিতেই হয়ে যাবে।'

হার্টলি লোকটাকে টাকা দিয়ে বিদায় করলো। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রডওয়েগামী একটা গাড়িতে উঠে বসলো। রাস্তার প্রথম বড়ো মোড়টায় নেমে ফের পুব দিকে যাবার একটা গাড়িতে চাপলো সে। গাড়িটা তাকে যে ক্ষয়িষ্ণু অ্যাভিনিউতে নামিয়ে দিয়ে গেলো, সেখানকার প্রাচীন অট্টালিকাগুলোতে একদা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসবাস করতেন। খানিকটা এগিয়েই হার্টলি তার উদ্দিষ্ট বাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেলো। নতুন একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি, সস্তা পাথরের খিলানে তার তীব্র নিনাদিত নামটা খোদাই করা: 'দ্য ভ্যালামব্রোজা'। বাড়ির সামনের দিক দিয়েই জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার্য সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে নিচে নেমে এসেছে—সিঁড়িটা গৃহস্থালির বিভিন্ন জিনিস-পত্র, শুকোতে দেওয়া পোশাক-আশাক আর মাঝ-গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া চিৎকৃত কাচ্চাবাচ্চায় বোঝাই। তারই মধ্যে এখানে-সেখানে এক একটা বিবর্ণ রবার গাছ নানান জিনিসপত্রের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে যেন ভাবছে, তারা কিসের রাজত্বে রয়েছে—গাছপালা, জীবজন্তু, না কোনো কৃত্রিম বস্তুর।

'ম্যাক কোমাস' লেখা বোতামটাতে চাপ দিলো হার্টলি। দরজার গা-তালায় বিক্ষুব্ধ ধ্বনি জাগলো—সুরে খানিকটা অতিথিবৎসলতা, আবার খানিকটা সন্দেহ—যেন খানিকটা উদ্বিগ্ন—কারণ বুঝতে পারছে না, যে লোকটা ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে সে বন্ধু না শত্রু। ভেতরে ঢুকে, শহরের ফ্ল্যাটবাড়ি-গুলোতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে আসা মানুষের মতো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো হার্টলি। ভঙ্গিমাটা আপেলগাছে চড়তে থাকা বাচ্চা ছেলের মতোও বটে—প্রার্থিত বস্তুটির সন্ধান পেলেই যে থমকে থাকে।

পাঁচতলায় উঠে একটা খোলা দরজার কাছে ভিভিয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো হার্টলি। ঝলমলে এবং অকৃত্রিম হাসির সঙ্গে মাথাটা সামান্য দুলিয়ে তাকে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানালো ভিভিয়ান। তারপর জানলার কাছে তার জন্যে একখানা কুর্সি এগিয়ে দিয়ে, ও নিজে রহস্যজনকভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা একটা কিসের ওপরে গিয়ে যেন বসলো।

কথা বলার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্রুত সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভিভিয়ানের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে হার্টলি মনে মনে ভাবলো, এ ক্ষেত্রে পছন্দ করার ব্যাপারে তার রুচি একেবারে ত্রুটিহীন হয়েছে।

ভিভিয়ানের বয়েস প্রায় একুশ। খাঁটি স্যাক্সনদের মতো চেহারা। চুলগুলো লালচে সোনালি, নিখুঁতভাবে গুটিয়ে রাখা চুলের বোঝাটার মধ্যে প্রতিটি

চুলই নিজস্ব রূপ ও রঙের কোমলতায় উজ্জ্বল। এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মানিয়ে গেছে ওর হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ আর অতল সমুদ্রের মতো নীল দুটি চোখ—যা মৎস্যকুমারীর মতো কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত পাহাড়ি নদীর নিষ্পাপ পরীর মতোই অকপট শান্ত দৃষ্টিতে পার্থিব জিনিসের দিকে তাকায়। ওর চেহারার কাঠামোটা শক্তপোক্ত, অথচ তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য মিশে আছে। কিন্তু ওর চেহারায়, গায়ের আর চুলের রঙে উত্তরের এতো বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ওর ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা, পরিতৃপ্তির অকপট আত্মপ্রসাদ, এমনকি স্রেফ শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর মধ্যেও গ্রীষ্ম মণ্ডলের কি যেন একটা রয়ে গেছে—এমন কিছু, যার জন্যে ও প্রকৃতির একটি নিখুঁত সৃষ্টি হিসেবে দাবি জানাতে পারে…একটা দুর্লভ ফুল বা এক ঝাঁক হালকা রঙের সঙ্গীর মধ্যে একটা দুগ্ধধবল কপোতের মতো ও-ও সমান প্রশংসার অংশীদার হতে পারে।

ওর পরনে সাদা স্কার্ট আর গাঢ় রঙের একটা জামা।

'ভিভিয়ান, তুমি আমার শেষ চিঠিটার কোনো জবাব দাওনি।' হার্টলি মিনতির ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালো, 'প্রায় এক সপ্তাহ ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর জানতে পারলাম, তুমি কোথায় উঠে এসেছো। তুমি তো জানো, আমি কতোটা উদ্বেগ নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে…তোমার জবাবটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছি! তাহলে তুমি কেন আমাকে এমন করে সন্দেহের দোলায় দুলিয়ে রেখেছো?'

মেয়েটি স্বপ্নিল দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললো, 'মি· হার্টলি, আমি আপনাকে যে কি বলবো—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার প্রস্তাবের সমস্ত সুবিধেগুলোই আমি বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে পরিষ্কার মনে হচ্ছে, আপনার প্রস্তাব মেনে নিলে আমি সুখীই হবো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফের মনে সন্দেহ জাগছে। জন্ম থেকেই আমি শহুরে মেয়ে, তাই শহরতলির শান্ত নিরিবিলি জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতে আমার ভয় হচ্ছে।'

'শোনো লক্ষ্মীটি,' হার্টলি আকুল স্বরে বললো, 'আমি কি তোমাকে বলিনি, তোমার প্রাণ যা চায় তুমি তা সবই পাবে—আমার যতোদূর সাধ্য আমি তোমাকে দেবো? তোমার যখনই ইচ্ছে হবে তুমি থিয়েটার দেখতে, কেনাকাটা করতে বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে শহরে আসবে। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। পারো না?''

'পুরোপুরি,' অকপট চোখ দুটিকে হার্টলির দিকে ফিরিয়ে মৃদু হাসলো

ভিভিয়ান। 'আমি জানি, আপনার মতো সহৃদয় মানুষ আর দুটি হয় না। আপনি যাকে পাবেন, সে মেয়ের ভাগ্য সত্যিই ভালো হবে। মণ্টগোমেরিদের বাড়িতে থাকার সময়েই আমি আপনার সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?' হার্টলির চোখ দুটো অনুস্মৃতির কোমল দীপ্তিতে ভরে উঠলো, 'মণ্টগোমেরিদের বাড়িতে প্রথম যেদিন তোমায় দেখলাম, সেদিনের সেই সন্ধ্যেটার কথা আমার ভালোভাবেই মনে আছে। মিসেস মণ্টগোমেরি সারাটা সন্ধ্যে আমার কাছে তোমার গুণকীর্তন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি তোমার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করতে পারেননি। সেদিনের সেই সান্ধ্য-ভোজটা আমি জীবনেও ভুলবো না। শোনো ভিভিয়ান, আমি তোমাকে চাই। তুমি আমাকে কথা দাও, লক্ষীটি! আমার কাছে আসার জন্যে তুমি কোনো-দিনও অনুতাপ করবে না। কেউ কোনোদিনও তোমাকে এতো সুন্দর বাড়ি দেবে না।'

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ভাঁজ করে রাখা হাত দুটির দিকে চোখ নামালো।

ঈর্ষাময় এক চকিত সন্দেহ সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো হার্টলিকে।

'আমাকে বলো ভিভিয়ান,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে জিগেস করলো, 'এর মধ্যে আর কেউ·· মানে অন্য কেউ আছে কি?

ওর ঘাড় আর ফর্সা গাল দুটিতে আস্তে আস্তে গোলাপি আভা ফুটে উঠলো, 'এ কথাটা আপনার জিগেস করা উচিত নয়, মি· হার্টলি। তবু আমি আপনাকে বলবো। হ্যাঁ, আর একজন আছে···কিন্তু তার কোনো অধিকারই নেই···আমি তাকে কোনো কথা দিইনি।'

'তার নাম?' কঠোর স্বরে জানতে চাইলো হার্টলি।

'টাউনসেণ্ড।'

'র‍্যাফোর্ড টাউনসেণ্ড?' হার্টলির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, 'ওই লোকটা তোমাকে চিনলো কি করে? ওর জন্যে আমি যা করেছি···

'ওঁর গাড়িটা এইমাত্র নিচে এসে থামলো,' জানলার তাকে ঝুঁকে দাঁড়ালো ভিভিয়ান। 'উনি ওঁর প্রস্তাবের জবাবটা শুনতে আসছেন। ইস, এখন আমি যে কি করি!'

ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের ঘণ্টিটা ঝনঝন করে উঠলো। দরজার তালাটা চেপে দেবার জন্যে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো ভিভিয়ান।

'তুমি এখানে থাকো,' হার্টলি বললো। 'আমি হলঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে মুলাকাত করছি।'

হালকা ট্যুইডের পোশাকে টাউনসেণ্ডকে একজন অভিজাত ইসপাহানি ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছিলো। মাথায় পানামা টুপি, কালো রঙের গোঁফ জোড়া পাকানো। এক এক বারে সিঁড়ির তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠে এলো মানুষটা, তারপর হার্টলিকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো আহাম্মকের মতো।

'চলে যাও,' সিঁড়ির দিকে তর্জনি তুলে হার্টলি কঠিন স্বরে বললো।

'আরে, কি কাণ্ড!' টাউনসেণ্ড অবাক হবার ভান করলো, 'তুমি এখানে কি করছো চাঁদ?'

'চলে যাও এখান থেকে,' ফের কঠোর গলায় বললো হার্টলি। 'জঙ্গলের আইন, বুঝেছো? তুমি কি চাও শিকারী কুকুরের দল তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলুক? এই শিকারটি আমার।'

'আমি আমার স্নানঘরের কাজ করাবার জন্যে এখানে একজন কলের মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,' টাউনসেণ্ড সাহস করে বললো।

'ঠিক আছে, কিন্তু এখন তুমি কেটে পড়ো।'

সিঁড়িতে একটা কটু কথা ছড়িয়ে রেখে টাউনসেণ্ড নিচে নেমে গেলো। হার্টলিও আবার তোষামুদির কাজে ফিরে গেলো।

'শোনো ভিভিয়ান, তোমাকে আমার পেতেই হবে। আমি আর কোনো রকম আপত্তি বা তালবাহানা শুনবো না।'

'কবে চান?' ভিভিয়ান জানতে চাইলো।

'এক্ষুণি, যতো তাড়াতাড়ি তুমি তৈরি হয়ে নিতে পারবে।'

প্রশান্ত ভঙ্গিমায় হার্টলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিভিয়ান তার চোখের দিকে তাকালো, 'আপনি কি মনে করেন, এলোয়াজ আপনার বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমার সেখানে গিয়ে ওঠাটা ঠিক হবে?'

যেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে কুঁকড়ে উঠলো হার্টলি। হাত দুটোকে বুকের ওপরে জড়ো করে গালচের ওপরে দু-একবার পায়চারি করে নিলো সে।

'ওকে চলে যেতে হবে,' অবশেষে সে বললো। ঘামের বিন্দু ফুটে উঠলো তার ভুরুর ওপরে। 'ও আমার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুলবে—আমি কেন তা হতে দেবো? ও আসার পর থেকে আমার একটা দিনও বিনা ঝামেলায় কাটেনি। তুমি ঠিকই বলেছো, ভিভিয়ান—তোমাকে নিয়ে যাবার আগেই

এলোয়াজকে বাড়িছাড়া করতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। ওকে আমি বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবো।'

'কবে তা করবেন?' জিগেস করলো মেয়েটি।

দাঁতে দাঁত চেপে হার্টলি দুটো ভুরু একসঙ্গে বাঁকিয়ে তুললো। তারপর সুনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো, 'আজ রাতে। আজ রাতেই আমি ওকে বিদেয় করবো।'

'তাহলে আমার জবাব হচ্ছে, "হ্যাঁ"। কাজটা সেরেই আপনি আমাকে নিতে আসবেন।'

নিজস্ব এক মধুর আন্তরিক আলোয় ভরা চোখ মেলে হার্টলির চোখের দিকে তাকালো ভিভিয়ান। ওর আত্মসমর্পণ এতো দ্রুত ও পরিপূর্ণ যে হার্টলি সেটাকে যেন সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

'তুমি আমাকে কথা দাও,' আবেগভরা কণ্ঠস্বরে বললো সে।

'কথা দিলাম,' নরম গলায় জবাব দিলো ভিভিয়ান।

দরজার কাছে গিয়ে হার্টলি খুশিয়াল দৃষ্টিতে ওর দিকে ফিরে তাকালো, কিন্তু তখনও যেন সে নিজের খুশির ভিত্তিটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তাহলে আসছে কাল,' মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে তর্জনি তুললো হার্টলি।

'আসছে কাল,' সত্য আর সারল্যের হাসি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করলো ভিভিয়ান।

এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বাদে হার্টলি ট্রেন থেকে ফ্লোরালহার্স্টে' গিয়ে নামলো। দশ মিনিট ঝড়ের গতিতে হাঁটতেই বিস্তৃত এবং সুরক্ষিত এক মিহি-ঘাস জমির বুকে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর একটা দোতলা কটেজের সদর দরজায় পৌঁছে গেলো সে। বাড়িতে ঢোকার মাঝপথে এক মহিলার সঙ্গে তার দেখা। মহিলার কুচকুচে কালো চুলগুলো বিনুনি বাঁধা, পরনে গ্রীষ্মের উদ্বেলিত শুভ্র পোশাক। আপাতদৃষ্টিতে মহিলা বিনা কারণেই হার্টলিকে দম বন্ধ করে প্রায় আধমরা করে ফেললো।

হলঘরে ঢুকে মহিলা বললো, 'মা এসেছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা মাকে নিতে আসবে। মা খাবে বলে এসেছিলো, কিন্তু বাড়িতে রান্না-বান্না হয়নি।'

'তোমাকে একটা কথা বলবো,' হার্টলি বললো। 'ভেবেছিলাম কথাটা ধীরেসুস্থেই ভাঙবো। কিন্তু তোমার মা যখন এখানেই রয়েছেন, তখন কথাটা

এখুনি সেরে নেওয়া যাক।'

একটু ঝুঁকে মহিলার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে কি যেন বললো হার্টলি। হার্টলির স্ত্রী তাই শুনে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার শুনে ওর মা হলঘরে ছুটে এলেন। ঘনকৃষ্ণ কেশবতী মহিলা ফের চিৎকার করে উঠলো—অতি প্রিয়পাত্রী এবং আদুরে মহিলার আনন্দের চিৎকার!

'মা, কি হয়েছে জানো?' উচ্ছ্বসিত স্বরে মহিলা উঁচু গলায় বললো, ভিভিয়ান আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করতে আসছে! এই মেয়েটিই মণ্টগোমেরিদের কাছে পুরো একটা বছর ছিলো।...শোনো বিলি, তুমি এক্ষুণি রান্নাঘরে গিয়ে এলোযাজকে বরখাস্ত করে দিয়ে এসো। আজ সারাটা দিন ও ফের মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে ছিলো।

চিলেকোঠা

মিসেস পার্কার প্রথমেই বৈঠকখানা ঘর দুটো আপনাকে দেখাবেন। ঘর দুটোর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে এবং যে ভদ্রলোক আট বছর ধরে ওই ঘর দুটোতে বাস করতেন তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ভদ্রমহিলার বর্ণনায় বাধা দেবার মতো সাহস আপনার হবে না। তারপর আপনি কোনক্রমে হোঁচট খেতে খেতে বলে ফেলবেন যে আপনি ডাক্তার নন বা দাঁতের ডাক্তারও নন। আপনার স্বীকারোক্তি শুনে মিসেস পার্কারের ভাবভঙ্গি এমন হবে যে ওঁর বৈঠকখানার পক্ষে উপযুক্ত কোনো পেশায় আপনাকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন বলে আপনি আর কোনদিনও আপনার বাবা-মায়ের সম্পর্কে আগের মতো ভক্তিশ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রাখবেন না!

তারপর আপনি এক সারি সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে পেছন দিকে আট ডলারের ঘরটা দেখবেন। মিসেস পার্কার আপনাকে বুঝিয়ে ছাড়বেন যে আসলে ওটা বারো ডলারে ভাড়া হবার মতো ঘর এবং মি টুসেনবেরি ফ্লোরিডায় পাম বিচের কাছে তাঁর ভাইয়ের কমলা-বাগিচার তত্ত্বাবধানের কাজ নিয়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত চিরদিন এই ঘরের জন্যে ওই ভাড়াই দিতেন। মি· টুসেনবেরি এখন যেখানে আছেন, মিসেস ম্যাকিনটায়ার শীত-কালটা বরাবর সেখানেই কাটান। সেখানে সামনের দিকে দুখানা ঘর,

সেই সঙ্গে নিজস্ব স্নানঘরও আছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে আপনি বলে ফেলবেন যে আপনি এর চাইতেও সস্তা ভাড়ার ঘর চাইছেন।

মিসেস পার্কারের অবজ্ঞা সামলে টিঁকে যেতে পারলে আপনাকে চারতলায় মি· স্কিডারের মস্তোবড়ো হলঘরটা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে। মি স্কিডারের ঘরখানা খালি নেই। উনি সমস্ত দিন ধরে ওখানে নাটক লেখেন আর সিগারেট খান। কিন্তু জানলার সুন্দর পর্দাগুলোর প্রশংসা করার জন্যে প্রতিটি সম্ভাব্য ভাড়াটেকেই ওই ঘরটিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রতিবার কেউ আসার পরেই ঘর খালি করে দেবার ভয়ে মি· স্কিডার ভাড়া বাবদ কিছু কিছু দিয়ে দেন।

তারপর—হ্যাঁ, তারপরেও—আপনি যদি পাতলুনের পকেটে ভিজে নেতিয়ে যাওয়া তিনটে ডলার নিজের উষ্ণ মুঠোয় চেপে রেখে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং ফ্যাঁকেসে কণ্ঠস্বরে নিজের ভয়ঙ্কর ও নিন্দনীয় দারিদ্র্যের কথা জাহির করতে থাকেন, তাহলে মিসেস পার্কার নিজে আপনাকে আর কিছু দেখাবেন না। চিৎকৃত স্বরে একবার 'ক্লারা' শব্দটা উচ্চারণ করে, উনি আপনার দিক থেকে পেছনে ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় নেমে যাবেন। তখন ক্ল্যারা—মানে কৃষ্ণাঙ্গিনী পরিচারিকাটি আপনাকে গালচে-পাতা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় নিয়ে যাবে, আপনাকে বাড়ির চিলে-কোঠাটা দেখাবে।

ঘরটার মেঝে লম্বায় সাত ফুট, চওড়ায় আট ফুট আর ঘরের দু ধারে আজেবাজে জিনিস রাখার দুটো অন্ধকার খুপরি বা ভাঁড়ার ঘর।

ঘরে একটা লোহার চারপেয়ে, একটা মুখ ধোবার বেসিন আর একখানা কুর্সি। রান্নার বাসনপত্র রাখার একটা তাকও আছে। ঘরের চারটে দেয়ালই খালি। আপনার মনে হবে, দেয়ালগুলো একটা শবাধারের মতো আপনাকে চারদিক থেকে আটকে রেখেছে। আপনার হাত দুটো আস্তে আস্তে গলার কাছে উঠে আসবে, একবার শ্বাস নেবার জন্যে আপনি আকুল হয়ে উঠবেন, আপনি ওপরের দিকে তাকাবেন—যেন আপনি একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছেন এবং তারপর ফের আপনি একবার শ্বাস নেবেন। ছাদ থেকে আলো আসার ছোট্ট জানলাটার কাচের ভেতর দিয়ে নীল আকাশের চৌকো একটা টুকরো দেখতে পাবেন আপনি।

'এটা দু ডলার পড়বে, স্যার,' ক্ল্যারা খানিকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুরে আপনাকে জানিয়ে দেবে।

একদিন মিস লীসন একখানা ঘরের সন্ধানে এখানেই এসে হাজির হলো। ওর হাতে টাইপ করার একটা যন্ত্র, যেটা ওর চাইতে অনেক বড়োসড়ো চেহারার মহিলার কোনোক্রমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলার কথা। লীসন ভীষণ ছোট্টখাট্ট চেহারার মেয়ে। ওর শরীরের বাড় থেমে যাবার পরেও ওর চোখ আর চুলগুলো ক্রমাগত বড়ো হয়ে চলেছে। দেখে মনে হয় ওরা যেন বলছে, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি আমাদের সঙ্গে তাল রাখছো না কেন?'

মিসেস পার্কার ওকে বৈঠকখানা ঘর দুটো দেখালেন। বললেন, 'এই ছোট্ট খুপরিটাতে কঙ্কাল বা ওষুধপত্র কিংবা কয়লা বা অন্য কিছু রাখা যেতে পারে…'

'কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই বা দাঁতের ডাক্তারও নই,' মিস লীসন একটু শিউরে উঠলো।

যারা ডাক্তার বা দাঁতের ডাক্তার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না তাদের জন্যে তুলে রাখা তাচ্ছিল্য, করুণা, বিদ্রূপ আর হিমেল দৃষ্টিতে একবার মিস লীসনের দিকে তাকিয়ে মিসেস পার্কার ওকে তিনতলার পেছন দিকটাতে নিয়ে গেলেন।

'আট ডলার?' মিস লীসন বললো, 'রক্ষে করুন! আমি অতো বড়োলোক নই, আমি একটা সামান্য চাকরি করি। আমাকে আপনি আরও ওপরের তলায় আরও কম ভাড়ায় ঘর দেখান।'

দরজায় ধাক্কা দিতেই মি· স্কিডার লাফিয়ে উঠে সমস্ত মেঝেতে সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো ছড়িয়ে ফেললেন।

'মাফ করবেন মি· স্কিডার, আমি জানতাম না যে আপনি ঘরেই রয়েছেন।' লোকটার ফ্যাকাশে চেহারা দেখে মিসেস পার্কারের মুখে একটা দানবীয় হাসি ফুটে উঠলো। 'আমি এই মহিলাটিকে একবার আপনার জানলার পর্দাগুলো দেখে যেতে অনুরোধ করেছি।'

'ওগুলো সত্যিই ভারি সুন্দর, তুলনা হয় না,' মিস লীসন একেবারে স্বর্গের পরীদের মতো হাসলো।

ওরা চলে যাবার পর মি· স্কিডার তার সর্বাধুনিক (অপ্রযোজিত) নাটকের কালো চুলওলা লম্বা চেহারার নায়িকাকে মুছে দিয়ে তার জায়গায় ঝলমলে চুলের একটি ছোটোখাটো দুষ্টু-দুষ্টু খুশিয়াল মেয়েকে বসানোর কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর জানলার পর্দায় পা দুটো তুলে দিয়ে, সিগারেটের উড়ন্ত কাটল মাছের মতো ধোঁয়ার আড়ালে উধাও হয়ে যেতে যেতে নিজের

মনেই বললেন, 'আনা হেলড এই ভূমিকাটাতে অভিনয় করার জন্যে একেবারে লাফিয়ে উঠবে।'

খানিকক্ষণের মধ্যেই 'ক্ল্যারা' ডাকের সঙ্কেতধ্বনি দুনিয়ার কাছে মিস লীসনের আর্থিক অবস্থাটা প্রকাশ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে কালো কদাকার একটা শাঁকচুন্নী এসে, একটা নারকীয় সিঁড়ি দিয়ে ওকে ওপরে নিয়ে গেলো। তারপর শুধু ছাদের দিকে আলোর আভা ধরানো একটা খুপরিতে ওকে ঠেলে দিয়ে ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে বললো, 'দু ডলার।'

'আমি এটাই নেবো!' লোহার চারপেয়েতে শরীর ডুবিয়ে মিস লীসন জানালো।

মিস লীসন প্রতিদিনই কাজে বেরোয়। তারপর রাত্রিবেলা বাড়িতে কিছু হাতে লেখা কাগজ নিয়ে এসে সেগুলোকে টাইপ করে। মাঝে মাঝে রাতে ওর কোনো কাজ থাকে না, তখন ও অন্যান্য ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে ওপরের সিঁড়ির চাতালে গিয়ে বসে। একটা চিলেকোঠায় বাস করার উদ্দেশ্য নিয়ে মিস লীসনের জন্ম হয়নি। ওর মনটা খুশিয়াল আর অনেক কোমল-খেয়ালী কল্পনায় ভরা। ও ভীষণ সহৃদয় আর সমবেদী। একবার ও অনুমতি দিয়েছিলো বলেই মি· স্কিডার ওকে তাঁর নিজের লেখা একটা মহান (অপ্রকাশিত) মিলনান্তক নাটকের তিনটে অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন। নাটকের নাম, 'এতো ধাপ্পা নয়—অথবা—শুঁড়িপথের উত্তরাধিকারী'।

মিস লীসন যখনই সময় পেয়ে দু-এক ঘণ্টার জন্যে সিঁড়িতে বসতো, তখনই আবাসিক ভদ্রলোকদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যেতো। কিন্তু সরকারী স্কুলের শিক্ষিকা স্বর্ণকেশী লম্বা চেহারার মিস লংনেকার, যিনি সমস্ত কথাতেই 'ওমা, তাই বুঝি' বলেন—তিনি তখন সিঁড়ির সবচাইতে উঁচু ধাপটাতে বসে নাক সিঁটকাতেন। আর মিস ডর্ন, যিনি প্রতি রোববার কোনি দ্বীপে গিয়ে হাঁস শিকার করেন এবং একটা বিভাগীয় বিপণিতে কাজ করেন, তিনি নাক সিঁটকাতেন নিচের ধাপটাতে বসে। মিস লীসন বসতো সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় এবং পুরুষরা দ্রুত ওকে ঘিরে বসতো। বিশেষ করে মি· স্কিডার, যিনি মনে মনে নিজের বাস্তব জীবনের এক ব্যক্তিগত রঙীন (অকথিত) নাটকে ওকে প্রধান ভূমিকাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। এবং মি· হুভার, যাঁর বয়েস পঁয়তাল্লিশ আর চেহারাটা মোটাসোটা বোকা বোকা। এবং নেহাতই তরুণ বয়সী মি· ইভান্স, যিনি ইচ্ছে করে এক ধরনের ফাঁপা কাশি কাশতেন যাতে মিস লীসন তাঁকে সিগারেট ছেড়ে দিতে বলে। পুরুষরা প্রত্যেকেই ওকে সব

চাইতে হাসিখুশি আর আমুদে মেয়ে বলে মনে করতো, কিন্তু ওপরের আর নিচের সিঁড়ির নাক সিঁটকানো তাতে বন্ধ হতো না।

এবারে আপনারা অনুমতি দিন, নাটকটা কিছুক্ষণের জন্যে থেমে থাক। ততোক্ষণ সমবেত সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীরা পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে এসে মি· হুভারের স্থূলত্বের জন্যে শোকগাথা গেয়ে গেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাত করবে। মেদের করুণ পরিণাম আর স্থূলত্বের অভিশাপের সঙ্গে একই পর্দায় বাঁধা হবে বাঁশির সুর। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যেতো, হাড়-পাঁজরসর্বস্ব রোমিওর চাইতে মোটাসোটা ফলস্টাফ প্রেমে অনেক বেশি পারঙ্গম। একজন প্রেমিক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে, কিন্তু তার হাঁসফাঁস করা চলবে না। অতএব দূর হটো, হুভার! হুভার—বয়েস পঁয়তাল্লিশ, মোটাসোটা, বোকা বোকা এবং মোটা মানেই সর্বনাশ। তাই কোনোদিনও আপনার কোনো আশা নেই, হুভার!

একদিন গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় মিসেস পার্কারের ভাড়াটেরা ওইভাবে সিঁড়িতে বসে রয়েছে, হঠাৎ মিস্ লীসন আকাশের দিকে তাকিয়ে খুশির হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'ওই যে বিলি জ্যাকসন! এই এতো নিচ থেকেও আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি!'

সবাই ওপরের দিকে তাকালো—কেউ তাকালো আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাগুলোর জানলার দিকে আর কেউ খুঁজলো উড়োজাহাজ।

'ওটা একটা তারা,' ছোট্ট একটা আঙুল তুলে মিস লীসন ওঁদের দেখিয়ে দিলো। 'ওই যে বড়ো তারাটা, যেটা ঝিলমিল করছে—সেটা নয়। তার কাছে, ওই স্থির হয়ে থাকা নীল তারাটা। রোজ রাতে আমি আমার ঘর থেকে ছাদের জানলা দিয়ে ওকে দেখতে পাই। আমি ওর নাম রেখেছি বিলি জ্যাকসন।'

'ওমা, তাই বুঝি!' মিস লংনেকার বললেন, 'তুমি যে একজন জ্যোতির্বিদ তা তো জানতুম না, মিস লীসন!'

'হ্যাঁ, আমি ওদের প্রত্যেককে এমন করে চিনি যে আসছে বছর মঙ্গল গ্রহে ওরা আমায় কি ধরনের হাতা করবে, তা-ও আমার জানা।'

'ওমা, তাই বুঝি!' মিসেস লংনেকার বললেন, 'কিন্তু তুমি যে তারাটা দেখালে সেটা তো গামা, ক্যাসিয়োপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের একটা তারা। ওটা মোটামুটি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা, ওর যাত্রাপথ হলো…'

'ইয়ে হয়েছে,' নবীন যুবক মি· ইভান্স বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হয় ওর বিলি জ্যাকসন নামটাই অনেক বেশি ভালো।'

'আমারও ওই মত,' মি· হুভার জোর গলায় মিস লংনেকারের প্রতিবাদটুকু ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। 'এবং আমার ধারণা, তারাদের নাম দেবার ব্যাপারে পুরাকালের জোতির্বিদদের যতোটা অধিকার ছিলো মিস লীসনের ঠিক ততো-খানিই অধিকার আছে।'

'তাই বুঝি!' মিস লংনেকার বললেন।

'আমি ভাবছি ওটা উল্কা কি না,' মিস ডর্ন মন্তব্য করলেন। 'জানেন তো, গত রোববার কোনিতে আমি মোট দশটার মধ্যে নটা হাঁস আর একটা খরগোশ মেরেছি।'

'এখান থেকে বিলি জ্যাকসনকে খুব একটা ভালোভাবে দেখা যায় না,' মিস লীসন বললো। 'আপনাদের উচিত আমার ঘর থেকে ওকে দেখা। জানেন তো, কুয়োর নিচে গিয়ে দাঁড়ালে দিনের বেলাতেও তারা দেখা যায়! রাতের বেলা আমার ঘরটাকে মনে হয় যেন একটা কয়লা খনির খাদ। সেখান থেকে বিলি জ্যাকসনকে একটা বিরাট হীরের মত দেখায়, মনে হয় ওই হীরে বসানো একটা পিন দিয়ে যেন রাতের কিমোনাটাকে আটকে রাখা হয়েছে।'

তারপর এমন একটা সময় এলো যখন মিস লীসন টাইপ করার জন্যে বাড়িতে আর কোনো কাগজপত্রের বোঝা বয়ে আনতো না। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজে যাবার বদলে ও অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াতো আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে পাঠানো হিম-প্রত্যাখ্যান শুনে শুনে হতাশ হয়ে উঠতো। এমনি করেই কাটতে লাগলো দিন।

একদিন সন্ধ্যায় ও ক্লান্ত পায়ে মিসেস পার্কারের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। প্রতিদিন এই সময়ে ও রেস্তোরাঁ থেকে খাওয়াদাওয়া সেরেই বাড়িতে ফেরে, কিন্তু ওইদিন ওর খাওয়া জোটেনি। ও হলঘরে পা রাখতেই মি· হুভারের সঙ্গে দেখা। মি· হুভার এই সুযোগটা আঁকড়ে ধরে ওকে বিয়ে করতে চাইলেন। তাঁর শারীরিক স্থূলত্ব একটা হিমানী-সম্প্রপাতের মতো মিস লীসনের ওপরে ঝুলে রইলো। লোকটার পাশ কাটিয়ে মিস লীসন একটা থাম আঁকড়ে ধরলো। মি· হুভার তখন ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই ও হাতটা তুলে দুর্বলভাবে মি· হুভারের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো। তারপর সিঁড়ির

বেষ্টনীতে ভর রেখে কোনোক্রমে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে একটা একটা করে ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠে এলো ও। ও যখন মি· স্কিডারের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, মি· স্কিডার তখন তাঁর মিলনাত্মক (অমনোনীত) নাটকের নায়িকা মির্তেল দেলোর্মের জন্যে (আসলে মিস লীসন) লাল কালিতে মঞ্চনির্দেশ লিখছেন: 'মঞ্চের বাঁ দিক থেকে ব্যালে নাচের ভঙ্গিতে পাক খেতে খেতে কাউন্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।' অবশেষে গালচে পাতা কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে অতি কষ্টে বুকে ভর রেখে উঠে, ও চিলেকোঠার দরজাটা খুললো।

ও তখন এতো দুর্বল যে আলো জ্বালবার বা পোশাক বদলাবার ক্ষমতাটুকুও ওর নেই। লোহার চারপেয়েটাতে এলিয়ে পড়লো ও—ওর পলকা শরীরের ভারে খাটের বহুব্যবহৃত জীর্ণ স্প্রিঙ্গুলো একটুও নিচু হলো কি না, সন্দেহ। তারপর পৃথিবী ও পাতালের মধ্যবর্তী অন্ধকার গুহার মতো সেই ঘরে মিস লীসন একটু একটু করে ওর চোখের ভারি পাতা দুটো তুলে তাকালো এবং সামান্য একটু হাসলো। কারণ আকাশ-আলো ঘরে আসার জানলাটা দিয়ে ঝিলমিলে বিল জ্যাকসন তখন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে শান্ত উজ্জ্বল আর অপলক দৃষ্টিতে। মিস লীসনের চতুর্দিকে তখন বিশ্ব-সংসার বলতে কেউ নেই, কিছু নেই। অন্ধকারের একটা গভীর গহ্বরে ডুবে আছে ও—কিন্তু স্রেফ খেয়ালের বশে অনর্থক ও যার নামকরণ করেছিলো, আবছা আলোয় জানলার ফ্রেমে বাঁধানো চৌখুপি অংশটা দিয়ে সেই তারাটাই শুধু ওকে দেখছে নিষ্পলক। মিস লংনেকারের কথাটাই ঠিক: ও বিল জ্যাকসন নয়, ওর নাম গামা—ও ক্যাসিয়োপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের একটা তারা। কিন্তু তবু মিস লীসন ওকে গামা বলে মেনে নিতে চায় না।

চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়েই ও দুবার নিজের হাত তুলতে চেষ্টা করলো। তৃতীয় বারের চেষ্টায় দুটি কৃশ আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে ও সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলো বিল জ্যাকসনের দিকে। তারপরেই হাতটা নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো আবার।

'বিদায়, বিলি!' মিস লীসন অস্ফুটে বললো, 'তুমি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছো, একবার একটু ঝিকমিকও করো না! কিন্তু যখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই, তখনও তুমি এমন একটা জায়গায় রয়েছো যাতে আমি বেশির ভাগ সময়তেই তোমাকে দেখতে পাই। তাই না?···লক্ষ লক্ষ মাইল··· বিদায়, বিদায় বিলি জ্যাকসন!'

পরের দিন বেলা দশটার সময় কৃষ্ণাঙ্গিনী পরিচারিকা ক্ল্যারা দেখলো, ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। সবাই তখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলো। ভিনিগার, কস্তুরির চড়, পালক পোড়ানো কোনোটাতেই কাজ না হওয়ায় একজন অবশেষে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে ছুটলো।

যথাসময়ে প্রচুর ঘণ্টা বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্স দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সাদা লিনেনের কোট পরা চটপটে আত্মপ্রত্যয়ী তরুণ ডাক্তারটি মসৃণ মুখে খানিকটা প্রফুল্লতা আর খানিকটা গাম্ভীর্য নিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সংক্ষেপে বললেন, 'উনপঞ্চাশ নম্বরে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিলো। কেন, কি হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু,' মিসেস পার্কার নাক সিঁটকালেন—যেন বাড়িতে একটা ঝামেলা হওয়ায় তাঁর ঝামেলায় পড়াটাই বড়ো কথা। 'মেয়েটার যে কি হতে পারে, আমি সেটাই ভেবে পাচ্ছিনে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওর জ্ঞান ফেরাতে পারিনি। কাঁচা বয়সের মেয়ে—মিস এলসি ··কি যেন···হ্যাঁ, মিস এলসি লীসন। আমার বাড়িতে আগে কোনোদিনও···'

'কোন ঘরে ?' ডাক্তার অধৈর্য কণ্ঠে চিৎকার করে জানতে চাইলেন। এ ধরনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ইতিপূর্বে মিসেস পার্কারের পরিচয় ছিলো না।

'চিলেকোঠায়। ওটা···'

স্পষ্টতই বোঝা গেলো, চিলেকোঠার অবস্থিতি সম্পর্কে ডাক্তারটি রীতিমতো ওয়াকিবহাল। এক এক বারে সিঁড়ির চারটে করে ধাপ পেরিয়ে উনি ওপরে উঠে গেলেন। মিসেস পার্কারও তাঁকে অনুসরণ করলেন—তবে ধীরেসুস্থে, নিজের মর্যাদা বজায় রেখে। কিন্তু সিঁড়ির প্রথম চাতালেই ডাক্তারের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়ে গেলো—ডাক্তার তখন জ্যোতির্বিদটিকে দু-হাতে তুলে নিয়ে ফিরে আসছেন। মিসেস পার্কারকে দেখে উনি একটু দাঁড়িয়ে, নিজের অভ্যস্ত শাণিত জিভটিকে চালু করে দিলেন—তবে উঁচু পর্দায় নয়। তাই শুনে পেরেক থেকে খসে পড়া শক্ত পোশাকের মতো মিসেস পার্কার একটু একটু করে কুঁকড়ে গেলেন। এমন কি এই ঘটনাটা ঘটে যাবার অনেক পরেও ওঁর দেহে ও মনে সঙ্কোচের ওই কুঞ্চনটুকু রয়ে গিয়েছিলো। মাঝে মাঝে কৌতূহলী ভাড়াটেরা ওঁকে জিগেস করতো, সেদিন ডাক্তার ওকে কি বলেছিলেন। উনি তখন বলতেন, 'ও কথা এখন থাক। তবে কথাগুলো শুনেছি বলে যদি ক্ষমা পাই, তাহলেই আমি খুশি।'

অ্যাম্বুলেন্সের ডাক্তার তাঁর বোঝাটিকে নিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে

এগিয়ে গেলেন। কৌতূহলী জনতা তাঁকে অনুসরণ করছিলো। কিন্তু ক্রমশ তারাও কুণ্ঠিত হয়ে পাশপথে থেমে গেলো। কারণ ডাক্তারের মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি কোনো আপনজনের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা লক্ষ্য করলো, ডাক্তার যাকে বয়ে আনলেন তাকে উনি অ্যাম্বুলেন্সে পেতে রাখা শয্যায় শোয়ালেন না এবং গাড়ির চালককে শুধু বললেন, 'প্রাণপণে চালাও, উইলসন!'

এই শেষ। এটা কি একটা গল্প? পরের দিন সকালের পত্রিকায় আমি ছোট্ট একটা খবর দেখেছিলাম। ঘটনার পরম্পরা জুড়ে নেবার ব্যাপারে খবরের শেষ বাক্যটি হয়তো আপনাকে সাহায্য করবে—যেমন আমাকে করেছে।

খবরে লেখা হয়েছিলো, 'উনপঞ্চাশ নম্বর ইস্ট স্ট্রীট থেকে একটি তরুণীকে বেলভিউ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেয়েটি উপবাসঘটিত দুর্বলতায় ভুগছে।'

তারপর খবরটা এইভাবে শেষ করা হয়েছে: 'রোগিণীকে পরীক্ষা করে অ্যাম্বুলেন্সের চিকিৎসক ডক্টর উইলিয়াম জ্যাকসন বলেছেন, রোগিণী সুস্থ্য হয়ে উঠবে।'

বসন্তের দিনকাল

ঈশ্বর তোমার কাছে প্রার্থনা করি, কবি যখন তোমার সামনে মে মাসের বন্দনা গাইবেন তখন তুমি তাঁর চোখ দুটোকে আচ্ছন্ন করে দিও। দুষ্টুমি আর খ্যাপামির আত্মারা এই মাসটার তত্ত্বাবধান করে। পরী আর আড্ডাবাজ পাজীরা তখন মুকুলিত তরুদলের পেছনে লেগে থাকে। ভূত আর তার বেঁটে-খাটো অনুচররা ব্যস্ত হয়ে থাকে শহর আর শহরতলিতে।

মে মাসে প্রকৃতি আমাদের দিকে ভৎর্সনার ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে মনে করিয়ে দিতে চায় যে আমরা ঈশ্বর নই, তবে আমরা প্রকৃতিরই বিশাল পরিবারের কিছু অতি-আত্মাভিমানী সদস্য। প্রকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা শামুক আর গর্দভের ভাই, প্যানজি আর শিম্পাঞ্জীর তরুণ-বংশধর, এবং গুঞ্জিত বনকপোত, চিৎকৃত হংসী, বাড়ির ঝি ও পার্কের পুলিসদের জ্ঞাতি ভাই।

মে মাসে মদনদেব বেপরোয়া শর নিক্ষেপ করেন—লাখোপতিরা স্টেনো-গ্রাফারদের বিয়ে করেন, প্রাজ্ঞ অধ্যাপকরা খাবারের দোকানে কাউন্টারের ওধারের শুভ্র অঙ্গাবরণী ভূষিতা পরিচারিকাদের পাণিপ্রার্থনা করেন, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ছুটির পরেও খারাপ-খারাপ বড়ো ছেলেদের স্কুলে থাকতে বাধ্য করেন, দূরবীন নিয়ে জাফরিকাটা জানলায় প্রতীক্ষায় বসে থাকা জুলিয়েটের দিকে মই নিয়ে মস্তানরা চোরের মতো আলতো পায়ে এগিয়ে যায় মিহি ঘাসজমি পেরিয়ে, বেড়াতে যাওয়া তরুণ-যুগল বাড়িতে ফেরে বিবাহিত হয়ে, ধেড়ে খোকারা পায়ে লম্বা পটী বেঁধে ঘুরে বেড়ায় নরম্যাল স্কুলের কাছে, এমন কি বিবাহিত পুরুষরাও অস্বাভাবিক কোমল ও ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে গিন্নীদের পিঠে কোৎকা মেরে গর্জে ওঠেন, 'হে বন্ধু, আছো তো ভালো ?'

মে মাস দেবী নয়, সুন্দরী এক জাদুকরী—সুদর্শন গ্রীষ্মের আত্মপ্রকাশের সম্মানে আয়োজিত মুখোশ-নাচের আসরে সে আমাদের প্রত্যেককেই একেবারে খতম করে দেয়।

বৃদ্ধ মি· কলসন একটু ককিয়ে উঠে, পঙ্গুদের উপযোগী কুর্সিটাতে সোজা হয়ে বসলেন। এক পায়ে ভীষণ বিশ্রী গেঁটেবাত ছাড়াও গ্র্যামারসি পার্কের কাছে তাঁর একখানা বাড়ি, পাঁচ লক্ষ ডলার আর একটি কন্যা আছে। আর আছে একজন তত্ত্বাবধায়িকা। মিসেস উইডাপ।

মে মাস মি· কলসনকে খোঁচা দিতেই তিনি প্রেমিক-বনকপোতের দাদা হয়ে গেলেন। যে জানলাটায় তিনি বসেছিলেন তার কাছেই জনকুইল, হাইযাসিনথ, জিরানিয়াম আর প্যানজির ছোটো ছোটো পেটী। বাতাস তাদের সুগন্ধ ঘরে বয়ে আনছিলো। ফলে অবিলম্বে ফুলের সৌরভ আর গেঁটেবাতের মলম থেকে ফেটে বেরুনো সক্ষম সক্রিয় দূষিত বাষ্পের মধ্যে সমানে সমানে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেলো। মলম সহজেই জিতে গেলো বটে, কিন্তু তার আগেই ফুলেরা বৃদ্ধ মি· কলসনের নাকে এক মোক্ষম আপার-কাট বসিয়ে দিলো। ফলে মায়াবিনী মে মাসের মারাত্মক কাজটিও হাসিল হয়ে গেলো।

পার্কের ওধার থেকে মি· কলসনের ঘ্রাণযন্ত্রে বসন্তের নির্ভুল বৈশিষ্ট্যময় সুবাস ভেসে আসছিলো—যা পাতাল-পথের ওপরকার বড়ো শহরটার একেবারে নিজস্ব। তার মধ্যে আছে গরম অ্যাসফল্ট, সুরঙ্গ-পথ, পেট্রল, লতাগুল্ম, কমলালেবুর খোসা, নর্দমার গ্যাস, মিশরীয় সিগারেট, আস্তর করার জন্যে মাখা-মশলা আর পত্রিকার অশুষ্ক কালির গন্ধ। ঘরের ভেতরে ভেসে আসা বাতসটা মৃদু ও মধুর। ঘরের বাইরে চড়ুই পাখিগুলো সর্বত্র খুশিমনে ডানা

ঝাপটাচ্ছে। মে মাসকে কদাপি বিশ্বাস কোরো না।

মি· কলসন তাঁর সাদা গোঁফজোড়ার প্রান্তদুটি চুমড়ে, নিজের পা-টাকে অভিশম্পাত দিয়ে, পাশের টেবিলে রাখা ঘন্টিটাতে সজোরে চাপ দিলেন।

মিসেস উইডাপ ঘরে এসে ঢুকলো। মহিলা দেখতে মনোরমা, কর্সা, বয়েস চল্লিশ, চপলা ও চতুরা।

'হিগিনস বেরিয়েছে, স্যার,' মহিলা ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো। 'একটা চিঠি ডাকে ফেলতে গেছে। তা আমি কি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি?'

'অ্যাকোনাইটটা খাওয়ার সময় হয়েছে,' বৃদ্ধ মি· কলসন বললেন। 'শিশিটা ওখানে। তুমি আমাকে ফোঁটা কেটে ওষুধটা দাও। তিন ফোঁটা। জলের মধ্যে।...হতচ্ছাড়া হিগিনস! দেখাশুনোর অভাবে আমি এই কুর্সিটাতে মরে থাকলেও এ বাড়িতে আমার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার মতো নেই।'

'ও কথা বলবেন না, স্যার!' মিসেস উইডাপ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'অনেক বেশি চিন্তা করার মতো এমন অনেকেই আছে যাদের কথা কেউ জানে না।...আপনি কি তেরো ফোঁটা বললেন, স্যার?'

'তিন ফোঁটা।'

বৃদ্ধ কলসন প্রথমে ওষুধ, তারপর মিসেস উইডাপের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। মহিলা রাঙা হয়ে উঠলো। আজ্ঞে হাঁা, ওটা করা যায়। স্রেফ নিঃশ্বাসটা ধরে রেখে মধ্যচ্ছদায় চাপ দিন—তাহলেই হবে।

'মিসেস উইডাপ,' মি· কলসন বললেন, 'বসন্তকাল পূর্ণমাত্রায় আমাদের কাছে এসে পড়েছে।'

'ঠিক তাই, নয় কি?' মিসেস উইডাপ বললো, 'বাতাসটা সত্যিকারের গরম হযে উঠেছে। প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে বক-বিয়ারের বিজ্ঞাপন। পার্কটা ফুলে ফুলে হলদে, গোলাপি আর নীল হয়ে গেছে। আমার পা আর শরীরটাতেও ব্যথায় এমন ঝিলিক দিচ্ছে, যে কি বলবো!'

'বসন্ত কালে,' বৃদ্ধ মি কলসন গোঁফ মুচড়ে কার যেন উক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বললেন, 'ইয়ে · মানে পুরুষমানুষের কল্পনাটা আলতো করে ইয়ে... মানে প্রেমের চিন্তার দিকে ঘুরে যায়।'

'ঠিক তাই, না?' মিসেস উইডাপ উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো, 'মনে হয় এটা বাতাসেরই দোষ!'

'বসন্তে চকচকে বনকপোতের গাযে একটা প্রাণময় রামধনু যেন ঝিলমিল করে,' বৃদ্ধ কলসন ফের বললেন।

'রামধনু প্রাণময়ই হয়, স্যার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিসেস উইডাপ।

'মিসেস উইডাপ, তুমি না থাকলে এ বাড়িটা একেবারে খালি হয়ে যাবে।' বেতো পায়ের যন্ত্রণায় মুখটা একবার বিকৃত করে মি· কলসন বললেন, 'আমি একটা ··ইয়ে, মানে আমি একটা বয়স্ক মানুষ—কিন্তু আমার যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে। যদিও আমার হৃদয় এখন আর যৌবনের প্রথম তীব্রতায় স্পন্দিত হয় না, কিন্তু পাঁচ লক্ষ ডলারের সরকারী ঋণপত্র আর সেই হৃদয়ের অকৃত্রিম মমতা যদি এখনও স্পন্দন জাগাতে পারে ··সত্যিকারের···'

পাশের ঘরের পর্দার কাছে একটা উলটে-পড়া কুর্সির তীব্র আওয়াজ মে মাসের প্রায় সন্দেহহীন প্রধান শিকারটির কথা থামিয়ে দিলো। ঘরে এসে ঢুকলো মিস ভ্যান মিকার কন্সট্যানটিয়া কলসন—হাড়সর্বস্ব, শক্তপোক্ত, লম্বা, হিমশীতল, পরিপাটি, খাড়া নাক, বয়েস পঁয়ত্রিশ। একটা ডাঁটিওলা চশমা পরে নিলো ও। মিসেস উইডাপ দ্রুত নিচের দিকে ঝুঁকে মি· কলসনের বেতো পায়ের পট্টিটা ঠিকঠাক করে দিতে লাগলো।

'আমি ভেবেছিলাম হিগিনস তোমার কাছে আছে,' মিস ভ্যান মিকার কন্সট্যানটিয়া বললো।

'হিগিনস বেরিয়ে গিয়েছিলো, মিসেস উইডাপ আমার ঘন্টি শুনে এসেছে,' বাবা ওকে বুঝিয়ে দিলেন। 'হ্যাঁ, এবারে অনেকটা ভালো লাগছে, মিসেস উইডাপ—ধন্যবাদ। না, আমার আর কিছু চাই না।'

মিস কলসনের অনুসন্ধিৎসু হিমেল দৃষ্টির সামনে আরক্তিম হয়ে উঠে তত্ত্বাবধায়িকা ঘর থেকে বিদায় নিলো।

'বসন্তের আবহাওয়াটা বেশ চমৎকার, তাই না?' সচেতনভাবে সচেতন বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

'তা এক রকম,' খানিকটা দুর্বোধ্যভাবে জবাব দিলো মিস কলসন। 'মিসেস উইডাপ কবে থেকে ছুটিতে যাচ্ছে, বাবা?'

'আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে যাবে বলেছিলো বোধহয়।'

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিকেলের নরম রোদে ভেসে যাওয়া ছোট্ট পার্কটার দিকে এক মিনিট তাকিয়ে রইলো মিস ভ্যান মিকার কন্সট্যানটিয়া। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বাইরের ফুলগুলোকে দেখছিলো ও। ওরা ছলনাময়ী মে মাসের সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র। কোলনের এক কুমারী-নারীর শীতল ধমনী-ঘাতের সাহায্যে এতোদিন ও স্বর্গীয় কোমলতার আক্রাণ প্রতিরোধ

করেছে। ওর অরোমাঞ্চিত বক্ষের শীতল বর্ম থেকে মনোরম সূর্যরশ্মির তীক্ষ্ণ শরগুলো তুষারক্ষতে অকর্মণ্য হয়ে ঠিকরে পড়েছে। ফুলের সৌরভ ওর সুপ্ত হৃদয়ের অনাবিষ্কৃত নিভৃত কুঠরিগুলোতে কোনো কোমল অনুভূতিকেই জাগিয়ে তোলেনি। চড়ুইয়ের কিচিরমিচির ওকে যন্ত্রণা দিয়েছে। মে মাসকে উপহাস করেছে ও।

কিন্তু যদিও এই ঋতুর কাছে মিস কলসন অভেদ্য, তবু এর শক্তি অনুমান করার পক্ষে ও যথেষ্ট বিচক্ষণ। ও জানে, আনন্দের চরম প্রহসনকারী মে মাসের হাস্যকর পরম্পরায় শিক্ষিত নীলমাছিগুলোর মতো বয়স্ক পুরুষ আর ভারি-কোমরওলা মহিলারাও সমান তালে লাফিয়ে ওঠে। নির্বোধ বৃদ্ধ ভদ্রলোকরা বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকাকে বিয়ে করেছেন—এমন ঘটনা ও আগেও শুনেছে। প্রেম নামক এই অনুভূতিটা—সত্যিই কি বিশ্রী অপমানজনক পদার্থ!

পরের দিন সকাল আটটায় বরফওলা আসতেই বাড়ির রাঁধুনি তাকে বললো যে মিস কলসন নিচের তলায় তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। জামার হাতা নামিয়ে বরফ-টানার আঁকশিটা একটা সিরিনজা ঝোপের ওপরে রেখে, লোকটা দেখা করতে গেলো এবং মিস ভ্যান মিকার কন্সট্যানটিয়া কলসন কথা শুরু করতেই সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিলো।

'এই তলায় একটা খিড়কি-দরজা আছে,' মিস কলসন বললো। 'পাশের ফাঁকা জমিটা দিয়ে—জমিটা এখন বাড়ি তোলার জন্যে খোঁড়া হচ্ছে—গাড়ি নিয়ে ওই দরজাটার কাছে যাওয়া যায়। আমি চাই, ওই পথ দিয়ে দু ঘণ্টার মধ্যে তুমি এক হাজার পাউণ্ড বরফ নিয়ে আসবে। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে তুমি আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিতে পারো। বরফগুলো কোথায় রাখবে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো। আগামী চারদিন তুমি রোজ ওই ভাবে হাজার পাউণ্ড করে বরফ দিয়ে যাবে। আমাদের রোজকার বরফের হিসেবের সঙ্গে তোমার কোম্পানি এই বাড়তি বরফের হিসেবটাও জুড়ে দিতে পারে। আর তোমার বাড়তি হাঙ্গামার জন্যে এটা তুমি রাখো—'

মিস কলসন একটা দশ ডলারের নোট এগিয়ে দিলো। টুপিটা দু হাতে দেহের পেছনে ধরে রেখে বরফওলা অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথা নুইয়ে বললো, 'মাফ করবেন, ওটা আমি নিতে পারবো না। আপনি যেমনটি চাইবেন, আমি খুশি মনেই তা করে দেবো।'

আহা রে মে-র লীলা!

দুপুর নাগাদ মি· কলসন ধাক্কা লাগিয়ে দুটো গ্লাস টেবিল থেকে ফেলে

দিলেন, ঘন্টিটার স্প্রিং ভাঙলেন এবং সেই একই সঙ্গে চিৎকার করে হিগিনসকে ডাকতে লাগলেন।

'একটা কুড়োল নিয়ে এসো,' বিদ্রূপের সুরে উনি হুকুম দিলেন, 'কিংবা এক পাঁইট প্রুশিক অ্যাসিড আনতে পাঠাও আর নয়তো একটা পুলিসকে নিয়ে এসে আমাকে গুলি করো। ঠাণ্ডায় জমে মরার চাইতে সেসব অনেক ভালো।'

'মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা পড়ছে, স্যার।' হিগিনস বললো, 'আগে তো এটা খেয়াল করিনি! দাঁড়ান, জানলাটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'তাই দাও,' মি· কলসন বললেন। 'একে আবার সবাই বসন্তকাল বলে, তাই না? বেশি দিন এমন চললে আমি আবার পাম বিচে ফিরে যাবো। বাড়িটা মনে হচ্ছে যেন একটা লাশ-রাখার ঘর!'

পরে, কর্তব্যনিষ্ঠ কন্যার মতো বাবার গেঁটে বাতের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে, মিস কলসন ঘরে এসে ঢুকলো।

'কন্সট্যানটিয়া, বাইরের আবহাওয়াটা কেমন রে?' বৃদ্ধ জিগেস করলেন।

'ঝকঝকে, কিন্তু ঠাণ্ডা।'

'আমার তো মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শীত!'

'এটা বসন্তের কোলে শীতের লেগে থাকার একটা উদাহরণ,' উদাস দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মিস কলসন—যদিও রূপক-অলঙ্কারটা সাংঘাতিক সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন হলো না।

একটু পরে· সামান্য কিছু কেনাকাটা সেরে নেবার জন্যে মিস ভ্যান মিকার কন্সট্যানটিয়া ছোট্ট পার্কটার পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে ব্রডওয়ের দিকে এগুতে লাগলো।

আরও একটু পরে, মিসেস উইডাপ পঙ্গু মানুষটার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

'আপনি কি ঘন্টি বাজিয়েছিলেন, স্যার?' নানান জায়গায় টোল ফুটিয়ে জিগেস করলো মহিলা। 'হিগিনসকে আমি ওষুধের দোকানে যেতে বলেছিলাম। আর তারপরেই মনে হলো আপনার ঘন্টি শুনলাম।'

'আমি বাজাইনি,' মি· কলসন বললেন।

'গতকাল আপনি কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বোধহয় তখন আপনাকে বাধা দিয়ে ফেলেছিলাম।'

'আচ্ছা, মিসেস উইডাপ,' বৃদ্ধ কঠোর সুরে প্রশ্ন করলেন, 'এই বাড়িটাতে আমার এতো শীত লাগছে কেন, বলো তো?'

'শীত?…হ্যাঁ, আপনি বললেন বলে এখন আমারও তো যেন এই ঘর

শীত করছে বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু স্যার, বাড়ির বাইরেটা তো জুন মাসের মতোই গরম আর সুন্দর! এই আবহাওয়া সবার হৃদয়কে যে কি পুলকিত করে তুলেছে, তা আর কি বলবো! এ বাড়ির পাশে আইভি লতাটা নতুন পাতা মেলে দিয়েছে, চারদিকে অর্গ্যান বাজছে, বাচ্চারা পাশপথে নেচে বেড়াচ্ছে—মনের কথা খুলে বলার পক্ষে এ এক চমৎকার সময়। গতকাল আপনি বলছিলেন, স্যার…'

'তুমি একটি নির্বোধ,' মি· কলসন গর্জে উঠলেন। 'এ বাড়ির দেখাশুনো করার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিচ্ছি। আমি নিজের ঘরে ঠাণ্ডায় জমে মরে যাচ্ছি আর তুমি কিনা আমাকে আইভি লতা আর অর্গ্যানের গপ্পো শোনাতে এসেছো! যাও, এক্ষুণি আমাকে একটা ওভারকোট এনে দাও। আর দ্যাখোগে, নিচের সমস্ত জানলা-দরজাগুলো যেন বন্ধ থাকে। দায়িত্বজ্ঞান-হীন, মোটা, বুড়ো, একটা একপেশে পদার্থ—শীতের মাঝখানে ফুল আর বসন্তকাল নিয়ে সেই থেকে আবোল তাবোল বকে যাচ্ছে! হিগিনস ফিরে এলে তাকে বোলো, আমাকে যেন কড়া করে একটা রাম দিয়ে যায়। এখন যাও, ভাগো এখান থেকে।'

কিন্তু মে-র উজ্জ্বল মুখে কে কালি দেবে? ও শয়তান হতে পারে, প্রকৃতস্থ পুরুষমানুষের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে—কিন্তু বারোমাসের উজ্জ্বল সমাবেশে কোনো বিজ্ঞ কুমারীর বিচক্ষণতা বা কোনো হিমঘরই ওর মাথা নত করাতে পারবে না।

ও হ্যাঁ, কাহিনীটা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

একটা রাত কেটে গেলো। সকালবেলা হিগিনস বৃদ্ধ মানুষটাকে জানলার কাছে তাঁর কুর্সিটাতে বসতে সাহায্য করলো। ঘরের ঠাণ্ডা ভাবটা চলে গেছে। স্বর্গীয় সুগন্ধ আর সুরভিত কোমলতা এসে ঢুকছে ঘরটাতে।

মিসেস উইডোপ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধের কুর্সিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মি· কলসন নিজের হাড়সর্বস্ব হাতটা বাড়িয়ে ওর একখানা মোটাসোটা গোলগাল হাত আঁকড়ে ধরলেন।

'মিসেস উইডোপ, তুমি না থাকলে এ বাড়িটা আর বাড়ি থাকবে না,' মি· কলসন বললেন। 'আমি পাঁচ লক্ষ ডলারের মালিক। যদি ওই টাকা এবং হৃদয়ের প্রকৃত মমতা—হৃদয়টা যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে না থাকলেও এখনও পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি—যাই হোক, যদি এরা…'

কেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো, আমি আবিষ্কার করেছি।' কুর্সির গায়ে

ব্লু কে মিসেস উইডাপ বললো, 'বরফের জন্যে—কয়েক টন বরফ। নিচের তলায়, চুল্লির ঘরে—সব জায়গায় শুধু বরফ। আপনার ঘরে ঠাণ্ডা আসার সমস্ত পথই আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন এটা ফের মে মাসের দিন হয়ে গেছে! আহা, বেচারা মি· কলসন!'

'একটা সত্যিকারের খাঁটি হৃদয়,' সামান্য চিন্তিত ভঙ্গিতে বৃদ্ধ কলসন বলতে লাগলেন, 'বসন্ত যাকে আবার প্রাণময় করে তুলেছে এবং···এবং···কিন্তু আমার মেয়ে এতে কি বলবে, মিসেস উইডাপ?'

'কোনো ভয় নেই, স্যার!' মিসেস উইডাপ খুশির সুরে বললো, 'গতকাল রাত্রে মিস কলসন ওই বরফওলাটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে!'

নতুন জন্ম

কয়েদখানার জুতোর কারখানায় বসে একমনে জুতোর ওপর দিককার অংশগুলো সেলাই করছিলো জিমি ভ্যালেনটাইন। এমন সময় একজন পাহারাদার এসে তাকে সামনের অফিসঘরে ডেকে নিয়ে গেলো। সেখানে কারারক্ষক তাকে মার্জনাপত্রটা হাতে ধরিয়ে দিলেন—ওই দিন সকালেই গভর্নর সেটাতে সই করেছেন। জিমি ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাগজটা হাতে তুলে নিলো। চার বছর মেয়াদের মধ্যে প্রায় দশ মাস সে কয়েদ খেটেছে। সে আশা করেছিলো বড়োজোর মাস তিনেক তাকে কয়েদখানায় থাকতে হবে। কয়েদখানার বাইরে তার অজস্র বন্ধুবান্ধব, কাজেই অহেতুক চিন্তা ভাবনা করা একেবারেই অর্থহীন।

'শোনো হে ভ্যালেনটাইন,' কারারক্ষক বললেন, 'সকালবেলাই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। মনটাকে বেঁধে নাও, নিজেকে একটা মানুষের মতো করে গড়ে তোলো। আসলে তুমি মানুষটা খারাপ নও। আর কক্ষনো সিন্দুক ভেঙো না, সৎপথে থেকো।'

'সিন্দুক? আমি?' জিমির কণ্ঠস্বরে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো। 'আমি জন্মেও কোনোদিন সিন্দুক ভাঙিনি।'

'না না!' কারারক্ষক হাসলেন, 'তুমি মোটেই ভাঙোনি! আচ্ছা, তাহলে স্প্রিংফিল্ডের ঘটনাটাতে তোমাকে সাজা দেওয়া হলো কেন? সমাজের কোনো হোমরা-চোমরা ব্যক্তি জড়িয়ে পড়বেন, সেই ভয়ে চুরির সময় তুমি যে অন্যত্র

ছিলে সেটা প্রমাণ করোনি বলে ? নাকি কোনো শয়তান বুড়ো জুরি তোমাকে স্রেফ বদমাইশি করে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলো ? তোমার মতো নির্দোষ আসামীদের ক্ষেত্রে চিরকালই এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে কিনা !'

'আমি ?' নিষ্পাপ অভিব্যক্তিহীন মুখে জিম বললো, 'কিন্তু, ওয়ার্ডেন সাহেব, আমি জীবনে কোনোদিন স্প্রিংফিল্ডে যাই-ই নি !'

'ওকে নিয়ে যাও, ক্রোনিন।' কারারক্ষক মৃদু হাসলেন, 'আর কাল ওকে বাইরে যাবার পোশাক-আশাক পরিয়ে রেখো। সকাল সাতটায় সময় কুঠরির চাবি খুলে ওকে অফিসে নিয়ে আসবে।···তুমি আমার পরামর্শটা একটু ভেবে দেখো, ভ্যালেনটাইন।'

পরের দিন সকাল সওয়া সাতটায় ভ্যালেনটাইন কারারক্ষকের অফিসে গিয়ে হাজির হলো। তার পরনে দোকান থেকে কেনা বেঢপ মাপের স্যুট আর পায়ে শক্ত একজোড়া মচমচে জুতো, যা ছাড়া পাবার সময় সরকারের তরফ থেকে কয়েদখানার আবশ্যিক অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কেরানীটি তাকে রেলের একখানা টিকিট আর একটা পাঁচ ডলারের নোট দিলো। দেশের আইন আশা করে, এই দুটির সাহায্যেই সে একজন সুস্থ নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসিত হয়ে জীবনে উন্নতি করবে। কারারক্ষক তাকে একটা চুরুট দিয়ে করমর্দন করলেন। নথিপত্রে লেখা রইলো, ভ্যালেনটাইন, ৯৭৬২ নম্বর কয়েদী 'গভর্নর কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত' এবং মি· জেমস ভ্যালেনটাইন বাইরের খোলা সূর্যের আলোয় হেঁটে বেরিয়ে এলো।

পাখির গান সবুজ গাছগাছালির হিল্লোল, ফুলের সৌরভ—সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে জিমি সোজা একটা রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে একটা ঝলসানো মুরগি আর এক বোতল মদের মাধ্যমে মুক্তির প্রথম মধুর আনন্দটুকু উপভোগ করলো সে—তারপর কারারক্ষক তাকে যে চুরুটটা দিয়েছিলো, তার চাইতে এক ধাপ সরেস একটা চুরুট। সেখান থেকে বেরিয়ে সে অলস ভঙ্গিতে হেলেদুলে নিজের আস্তানার দিকে এগুতে লাগলো। দরজার কাছে বসে থাকা একটা অন্ধ লোকের টুপির মধ্যে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লো জিমি। তিন ঘণ্টা বাদে সীমান্তের কাছাকাছি ছোট্ট একটা শহরে পৌঁছে গেলো সে। সেখানে মাইক ডোলান নামে এক ব্যক্তির কাফেতে গিয়ে, সে মাইকের সঙ্গে করমর্দন করলো। পানশালার কাউন্টারে মাইক তখন একাই ছিলো। জিমিকে সে বললো, 'জিমি, আমি দুঃখিত ভাই —আরও আগে আমরা তোমাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে উঠতে

পারিনি। কিন্তু কি করবো বলো, স্প্রিংফিল্ড থেকে সবাই প্রতিবাদ জানালো আর গভর্নরও তো নারাজ হয়ে উঠেছিলেন প্রায়। তা তোমার খবরটবর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালোই,' জিমি বললো। 'আমার চাবিটা?'

চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে, জিমি পেছন দিককার একটা ঘরের দরজা খুললো। যেমনটি সে রেখে গিয়েছিলো, ঘরের সমস্ত কিছু ঠিক তেমনিই রয়েছে। এমন কি মেঝের ওপরে নামজাদা গোয়েন্দা বেন প্রাইসের গলার বোতামটা পর্যন্ত, যেটা জিমকে গ্রেফতার করার সময় ধস্তাধস্তিতে বেন প্রাইসের জামা থেকে ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলো।

দেয়াল থেকে একটা ভাঁজ-করা খাট টেনে এনে, দেয়ালের একটা চোরা-অংশ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ভেতরের খাপটা থেকে জিমি একটা ধুলি-ধূসরিত স্যুটকেস বের করে আনলো। স্যুটকেসটা খুলে ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে স্নেহাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। সিঁদেল চোরদের প্রয়োজনীয় অতি চমৎকার একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি রয়েছে স্যুটকেসটাতে। সবগুলোই বিশেষ ধরনের ইস্পাত দিয়ে তৈরি। দু-তিনটে যন্ত্র একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—ওগুলো জিমেরই আবিষ্কার এবং এজন্যে সে রীতিমতো গর্বিত। সাতশো ডলারের ওপর খরচ করে এগুলো সে তৈরি করিয়েছে—তৈরি করিয়েছে এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে এই পেশার পক্ষে প্রয়োজনীয় এই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জিমি নিচে নেমে এসে, কাফের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। এখন তার পরনে সঠিক মাপের রুচিশীল পোশাক, হাতে ধুলো-ঝাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেই স্যুটকেস।

'কোনো কাজকর্ম পেয়েছো নাকি?' আন্তরিক সুরে জিগেস করলো মাইক।

'আমি?' জিমি যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো, 'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি তো নিউইয়র্ক অ্যামালগ্যামেটেড শর্ট স্ন্যাপ বিস্কিট ক্র্যাকার অ্যাণ্ড ক্র্যাজল্ড হুইট কোম্পানিতেই কাজ করি!'

বিবৃতিটা মাইককে এতোই পুলকিত করে তুললো যে জিমিকে তক্ষুণি সেখানে দাঁড়িয়েই একটা দুধ-সোডা পান করতে হলো। 'কড়া পানীয়' সে কক্ষণো স্পর্শ করে না।

ভ্যালেনটাইন, ৭১৬২, মুক্তি পাবার এক সপ্তাহ বাদেই ইণ্ডিয়ানার রিচমণ্ডে

সিন্দুক ভেঙে একটা নিখুঁত চুরি হয়ে গেলো এবং তার কোনো সূত্রও পাওয়া গেলো না। সিন্দুকে সব মিলিয়ে মাত্র আট.শা ডলার ছিলো। এর দু সপ্তাহ বাদে লোগানস্পটে একটা উন্নত ধরনের মজবুত সিন্দুক থেকে খোয়া গেলো পনেরেশো ডলার। একটা পনিরের কৌটো খোলার মতোই অতি সহজে খোলা হয়েছিলো সিন্দুকটা। মূল্যবান দলিল এবং রুপোর জিনিসপত্রও ছিলো সিন্দুক-টাতে, কিন্তু চোর সেগুলো স্পর্শও করেনি—ফলে নগর-কোটালরা কৌতূহলী হয়ে উঠতে শুরু করলো। তারপর জেফারসন শহরের একটা ব্যাঙ্কে পুরনো আমলের একটা সিন্দুক আচমকা সক্রিয় হয়ে উঠে তার গহ্বর থেকে পাঁচ হাজার ডলার মূল্যের ব্যাঙ্ক নোট উগরে বের করে দিলো। মোট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ইতিমধ্যে এমন তুঙ্গে উঠে এসেছে যে তা বেন প্রাইসের মতো উচ্চতর শ্রেণীর কর্মচারীর নজরে আনার পক্ষে যথেষ্ট। বিভিন্ন বিবরণীগুলো তুলনা করে চুরির পদ্ধতির মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলো। অকুস্থলগুলোতে তদন্ত চালাবার পর বেন প্রাইসকে মন্তব্য করতে শোনা গেলো, 'এসবই জিম ভ্যালেন-টাইনের হাতের কাজ। লোকটা ফের কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। রাশি মেলানো হাতলটার দিকে তাকিয়ে ছাখো—এমন সহজভাবে ওটা টেনে তুলেছে, যেন বৃষ্টির দিনে মূলো উপড়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র জিমির কাছেই এমন যন্ত্রপাতি আছে যা দিয়ে এভাবে একাজ করা যায়। সিন্দুকগুলো কেমন পরিচ্ছন্নভাবে ভাঙা হয়েছে, লক্ষ্য করো! জিমি কক্ষণো একটার বেশি ফুটো ছেঁদা করে না। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এগুলো মি· ভ্যালেনটাইনেরই কাজ—তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। এবারে আর মেয়াদের কাটছাঁট বা ক্ষমামঞ্জুরের মূর্খামো নয়—এবারে পুরো মেয়াদটাই তাকে কয়েদ খাটতে হবে।'

বেন প্রাইস জিমির স্বভাব জানতো। স্প্রিংফিল্ডের ঘটনা নিয়ে কাজ করার সময়ই ওগুলো সে জানতে পেরেছিলো। দ্রুত পলায়ন, দূরে কেটে পড়া, সহযোগী না রাখা এবং ওপর তলার সমাজে আসক্তি—সফলভাবে সাজা এড়াবার ব্যাপারে এগুলো তাকে সাহায্য করে। সবাই জানতে পারলো, বেন প্রাইস এড়িয়ে-চলা চোরটার পিছু নিয়েছে এবং যারা অভেদ্য-সিন্দুকের অধিকারী, তারা এতে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলো।

আরকানসাসে রেলপথ থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছোট্ট এক শহর এল্‌মোরে একদিন বিকেলবেলায় জিমি ভ্যালেনটাইন তার স্যুটকেস নিয়ে একটা ডাক-গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। জিমিকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একজন তরুণ খেলোয়াড়, কলেজ থেকে সদ্য বাড়ি ফিরছে। পাশপথ ধরে সে হোটেলের

দিকে এগুতে লাগলো।

একটি তরুণী রাস্তা পার হয়ে মোড়ের কাছে জিমির পাশ কাটিয়ে, 'দ্য এল্‌মোর ব্যাঙ্ক' লেখা একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলো। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে জিমি ভ্যালেনটাইন নিজের পরিচয় ভুলে গেলো, এক অন্য মানুষ হয়ে উঠলো সে। মেয়েটি চোখ নামিয়ে নিলো, লাল হয়ে উঠলো সামান্য। এল্‌মোরে জিমির মতো কায়দাদোরস্ত সুদর্শন তরুণের নিতান্তই অভাব।

ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে ঘুরঘুর করতে থাকা একটি ছেলেকে কাছে ডাকলো জিমি—এমন একখানা ভাব দেখালো যেন সে ব্যাঙ্কেরই একজন অংশীদার। ছেলেটিকে সে শহরটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো। প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটিকে সে দু-একটা করে পয়সা দিচ্ছিলো। কিছুক্ষণ বাদেই সেই তরুণী বাইরে বেরিয়ে এলো এবং সুটকেস হাতে যুবকটিকে যেন ও দেখতেই পায়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে রাজেন্দ্রাণীর মতো নিজের পথে চলে গেলো।

'ওই মেয়েটি মিস পলি সিম্পসন না?' এক গাল হেসে জিগেস করলো জিমি।

'না তো!' ছেলেটি বললো, 'ওঁর নাম অ্যানাবেল অ্যাডামস। ওঁর বাবা এই ব্যাঙ্কটার মালিক। আচ্ছা, আপনি এলমোরে এসেছেন কেন? আপনার ঘড়ির ওই শিকলিটা কি সোনার? জানেন তো, আমি একটা বুলডগ কিনবো। আপনার কাছে আর কয়েকটা পয়সা হবে?'

প্লান্টার্স হোটেলে গিয়ে জিমি সেখানকার খাতায় র‍্যাল্‌ফ ডি· স্পেনসার নাম লিখিয়ে, একখানা ঘর ভাড়া করলো। হোটেলকেরানীর টেবিলের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, ব্যবসা পাতার জন্যে একটা জায়গা খুঁজতেই সে এল্‌মোরে এসেছে। এ শহরে এখন জুতোর ব্যবসার অবস্থা কেমন? সে জুতোর ব্যবসা করার কথাই ভেবেছে। কোনো সুবিধে হবে কি?

কেরানীটি জিমির পোশাক-আশাক এবং ভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলো। সে নিজে এল্‌মোরের হালকা পালিশ-লাগানো যুবকদের মধ্যে একজন, কিন্তু এবারে সে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো বুঝতে পারছিলো। জিমির আচার-ব্যবহার খতিয়ে দেখার চেষ্টা করতে করতে সে আন্তরিক ভঙ্গিমায় সমস্ত খবরা-খবরই জানিয়ে দিলো।

হ্যাঁ, জুতোর ব্যবসা এখানে ভালোভাবেই চলার কথা। শুধুমাত্র জুতোই বিক্রি হয়, এমন কোনো দোকান এখানে নেই। সব রকমের ব্যবসাই এখানে

বেশ ভালো চলে। সে আশা করে, মি· স্পেনসার এলমোরেই ব্যবসা করা সিদ্ধান্ত নেবেন। এখানে এলে তিনি বুঝতে পারবেন যে বাস করার পক্ষে এই শহরটা ভারি মনোরম এবং এখানকার মানুষও খুব মিশুকে।

মি· স্পেনসার কয়েকটা দিন ওই শহরেই থাকবেন এবং পরিস্থিতিটা একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন বলে স্থির করলেন। না, পরিচারককে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের স্যুটকেসটা তিনি নিজেই ওপরে বয়ে নিয়ে যাবেন—ওটা একটু বেশি ভারী।

মি· র‍্যালফ স্পেনসার যেন রূপকথার সেই ফিনিক্স পাখি—প্রেমের চকিত এবং পরিবর্তন সাধক আক্রমণে জ্বলে ওঠা ছাই থেকে, তথা জিমি ভ্যালেনটাইনের ভস্মাবশেষ থেকে তার জন্ম। সে এলমোরেই রয়ে গেলো এবং উন্নতি করলো। একটা জুতোর দোকান খুললো মানুষটা এবং ব্যবসাটা ভালোই চলতে লাগলো। সামাজিক দিক দিয়েও সে সফল হলো—অনেক বন্ধুবান্ধব হলো এবং তাছাড়া তার মনের একান্ত বাসনাটাও পূর্ণ হলো। মিস অ্যানাবেল অ্যাডামসের সঙ্গে পরিচয় হলো তার এবং মহিলার রূপমায়ায় সে ক্রমশ আরও বেশি করে মুগ্ধ হতে লাগলো।

এক বছর বাদে মি· র‍্যালফ স্পেনসারের পরিস্থিতিটা দাঁড়ালো এই রকম : সে সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, তার জুতোর দোকানটা আরও রমরমে হয়ে উঠছে এবং সে ও অ্যানাবেল দু সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে বলে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী মি· অ্যাডামসও স্পেনসারকে মেনে নিয়েছেন। স্পেনসারকে নিয়ে অ্যানাবেলের গর্ব প্রায় ওর ভালোবাসারই সমতুল্য। মি· অ্যাডামসের পরিবার এবং অ্যানাবেলের বিবাহিতা বোনের পরিবারের সঙ্গে মি· স্পেনসারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, যেন ইতিমধ্যেই সে ওঁদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠেছে।

একদিন জিমি তার ঘরে বসে সেণ্ট লুইসে তার এক পুরনো বন্ধুর নিরাপদ ঠিকানায় এই চিঠিখানা লিখলো :

প্রিয় বন্ধু,

আগামী বুধবার রাত নটার সময় লিটল রকে সুলিভ্যানের বাড়িতে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার ইচ্ছে, তুমি আমার কয়েকটা ছোটোখাটো কাজ করে দেবে। তাছাড়া আমার যন্ত্রপাতির বাক্সটা আমি তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমি জানি, ওগুলো পেলে তুমি খুশি হবে—কারণ হাজার ডলারের বিনিময়েও তুমি ওই জিনিস আর কোথাও

পাবে না। হ্যাঁ বিলি, আমি আমার পুরনো ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছি—আজ থেকে এক বছর আগে। আমার সুন্দর একটা দোকান হয়েছে। এখন আমি সৎপথে জীবিকা অর্জন করছি। আর দু সপ্তাহের মধ্যেই পৃথিবীর সব চাইতে সেরা মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে। একমাত্র এটাই সত্যিকারের জীবন, বিলি—এই সোজাপথের জীবন। আমি আর পরের টাকা স্পর্শ করবো না, দশ লাখ ডলার হলেও না। বিয়ের পর আমি দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে পশ্চিমে চলে যাবো—সেখানে পুরনো অপরাধগুলো নিয়ে কেউ আমার পেছনে লাগবে, তেমন সম্ভাবনা অনেক কম। জানো বিলি, মেয়েটি ভারি ভালো। ও আমাকে বিশ্বাস করে, তাই দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি আর কোনোদিনও কোনো কুকর্ম করবো না। স্থলির ওখানে তুমি অবশ্যই থেকো, কারণ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। যন্ত্রপাতির বাক্সটা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।

—তোমার পুরনো বন্ধু / জিমি।

সোমবার রাত্রে জিম এই চিঠিখানা লেখার পর বেন প্রাইস একখানা সাজানো-গোছানো গাড়িতে চেপে মন্থর গতিতে বিনা বাধায় এলমোরে এসে হাজির হয়। নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়টুকু জানতে না পারা অব্দি সে নিজের স্বভাবসিদ্ধ নিঃশব্দ ভঙ্গিতে শহরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং স্পেনসারের জুতোর দোকানটার বিপরীত দিকের ওষুধের দোকানটা থেকে র‍্যালফ ডি. স্পেনসারকে বেশ ভালোভাবে দেখে নেয়।

'তুমি ব্যাঙ্ক মালিকের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, তাই না জিমি?' যেন মৃদু কণ্ঠে নিজেকে বললো, 'বেশ, দেখা যাবে!'

পরের দিন সকালে জিমি অ্যাডামসদের বাড়িতেই প্রাতরাশ খেলো। নিজের বিয়ের পোশাক আর অ্যানাবেলের জন্যে ভালোমন্দ একটা কিছু কেনার জন্যে আজ সে লিটল রকে যাবে। এলমোরে আসার পর এই প্রথম সে শহর থেকে বাইরে বেরুবে। শেষ পেশাদারী 'কাজটা' করার পর, আজ এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। তাই তার ধারণা, এবারে সে নিরাপদেই শহর থেকে বেরুতে পারে।

প্রাতরাশের পর প্রায় গোটা পরিবারটাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লো—মি. অ্যাডামস, অ্যানাবেল, জিমি, অ্যানাবেলের বিবাহিতা বোন এবং তার দুটি বাচ্চা মেয়ে—বয়েস পাঁচ ও নয়। ওরা জিমির হোটেলের কাছে পৌঁছতেই জিমি এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে তার স্যুটকেসটা নিয়ে এলো। তারপর

সবাই মিলে ব্যাঙ্কে গেলো। সেখানেই অপেক্ষা করছিলো জিমির ঘোড়া, গাড়ি এবং ডল্‌ফ গিবসন—জিমিকে সে গাড়িতে চাপিয়ে রেলস্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ওক কাঠের উঁচু বেষ্টনী দেওয়া ব্যাঙ্কের অফিসে গিয়ে ঢুকলো সকলে। সকলের মধ্যে জিমিও আছে, কারণ সে মি· অ্যাডামসের ভাবী জামাতা। মিস অ্যানাবলের হবু বর—এই সুদর্শন যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেরানীরাও খুশি হলো। জিমি তার স্যুটকেসটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলো। সুখ আর প্রাণময় তারুণ্যে ডগোমগো হয়ে ওঠা অ্যানাবেল তখন জিমির টুপিটা মাথায় চড়িয়ে, তার স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিলো, 'ঠিক একটা ঢোল-বাদকের মতো দেখাচ্ছে না ?' অ্যানাবেল বললো, 'কিন্তু এটা এতো ভারী কেন, র‍্যালফ ? মনে হচ্ছে যেন এর ভেতরে সোনার ইট বোঝাই করা আছে।'

'ওর মধ্যে নিকেলের প্রলেপ লাগানো অনেকগুলো স্যু-হর্ন আছে,' জিমি ঠাণ্ডা গলায় বললো। 'জুতো পরার সুবিধের জন্যে ওগুলো ব্যবহার করা হয়। আমি ওগুলোকে ফেরত দিতে যাচ্ছি। ভাবলাম, নিজে নিয়ে গেলে পাঠাবার খরচটা বেঁচে যাবে। আজকাল আমি সাংঘাতিক হিসেব করে চলছি কিনা!'

দ্য এল্‌মোর ব্যাঙ্কে একটা নতুন সিন্দুক আর ভল্ট করা হয়েছে। এজন্যে মি· অ্যাডমস ভীষণ গর্বিত। প্রত্যেককে উনি ওগুলোকে দেখাতে চাইছিলেন। ভল্টটা ছোটো, কিন্তু তাতে একটা নতুন ধরনের দরজা লাগানো হয়েছে। একটা হাতল ধরে টানলেই একসঙ্গে তিনটে নিরেট ইস্পাতের খিল পড়ে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে একটা সময়-তালাও রয়েছে। উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে মি· অ্যাডামস সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালীটা মি· স্পেনসারকে বুঝিয়ে বলছিলেন। মি· স্পেনসার ভদ্রসম্মত আগ্রহ নিয়ে সবকিছু দেখছিলেন, কিন্তু ঠিক যেন বুঝতে পারছিলেন না। বাচ্চা দুটি—মে আর আগাথা—যন্ত্রটার চকচকে ধাতু, মজাদার ঘড়ি আর হাতলটা দেখে খুব মজা পাচ্ছিলো।

সবাই যখন এদিকে ব্যস্ত, তখন বেন প্রাইস হেলতে দুলতে ব্যাঙ্কে এসে ঢুকলো। কনুইতে ভর রেখে সে বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে অলসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ভেতরের দিকে। একজন কর্মচারীকে সে বললো, সে কিছুই চায় না—আসলে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের জন্যে সে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ মহিলাদের মধ্যে থেকে দু-একটা চিৎকার শোনা গেলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা হৈচৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। বড়োদের অলক্ষ্যে ন বছর বয়সী মে

খেলতে খেলতে আগাথাকে ভল্টের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর মি· অ্যাডামসকে সে যেমনটি করতে দেখেছিলো, ঠিক তেমনি করে খিলগুলোকে ফেলে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক-মালিক লাফিয়ে উঠে মুহূর্তের জন্যে দরজার হাতলটা ধরে টানা-টানি করলেন। তারপর মৃদু আর্তনাদের সুরে বললেন, 'এ দরজা খোলা যাবে না। ঘড়িটা ঘোরানো হয়নি, দরজাটাও সময় মিলিয়ে বন্ধ করা হয়নি।'

আগাথার মা ফের আর্তচিৎকার করে উঠলো, ঠিক মৃগীরোগাক্রান্তের মতো।

'চুপ!' মি· অ্যাডামস তাঁর কম্পিত হাতখানা তুলে বললেন, 'সবাই একটু চুপ করো।' তারপর যথাসাধ্য চিৎকার করে ডাকলেন, 'আগাথা! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

পরবর্তী নৈঃশব্দ্যটুকুতে অন্ধকার ভল্ট থেকে আতঙ্কিত শিশুটির উন্মত্ত আর্তচিৎকারের সামান্য এক টু ক্ষীণ আওয়াজই সকলে শুনতে পেলো।

'আহারে, মানিক আমার!' মেয়েটির মা বিলাপ করতে লাগলো, 'ও তো ভয়েই মরে যাবে! দরজাটা খোলো, ভেঙে ফেলো দরজাটা! তোমরা এতো-গুলো পুরুষমানুষ, কেউ কি কিছুই করতে পারো না?'

'লিটল রকে ওই দরজা খোলার মতো লোক পাওয়া যাবে, তার চাইতে কাছাকাছি আর কেউ নেই,' কাঁপা কাঁপা গলায় মি· অ্যাডামস বললেন। 'হায় ভগবান! স্পেনসার, এখন কি করবো আমরা? বাচ্চাটা—ও তো আর বেশি-ক্ষণ ভেতরের ওই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারবে না! ওখানে তো যথেষ্ট বাতাস নেই আর তা ছাড়া ও তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবে!'

আগাথার মায়ের অবস্থা এখন প্রায় পাগলের মতো, দুহাতে ও ভল্টের দরজায় আঘাত করছে। একজন ডিনামাইট চালাবার মতো একটা অদ্ভুত প্রস্তাব তুললো। অ্যানাবেল জিমির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো—ওর আয়ত চোখ দুটিতে গভীর উদ্বেগ, কিন্তু তাতে হতাশা নেই। মেয়েরা যাকে ভালোবাসে, মনে করে তাদের শক্তির কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

'তুমি কি কিছু করতে পারো না, র‍্যালফ?' ভাখো না, একটু চেষ্টা করে!'

জিমি অ্যানাবেলের দিকে তাকালো। এক অদ্ভুত কোমল হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ চোখ দুটিতে।

'অ্যানাবেল,' জিমি বললো, 'তোমার পোশাকে লাগানো ওই গোলাপটা আমাকে দেবে?'

. কথাটা ঠিক শুনেছে কিনা, বুঝতে পারলো না অ্যানাবেল। তবু নিজের পোশাকের বুকের কাছ থেকে গোলাপ কুঁড়িটা খুলে, ও সেটাকে জিমির হাতে তুলে দিলো। ভেতরের জামার পকেটে ফুলটা রেখে দিলো জিমি। তারপর কোটটা খুলে ফেলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলো। এই কাজটির সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যালফ ডি· স্পেনসার বিদায় নিলো এবং তার জায়গা নিলো জিমি ভ্যালেনটাইন।

'আপনারা দরজাটার কাছ থেকে সরে যান—সবাই,' সংক্ষেপে হুকুম দিলো জিমি।

স্যুটকেসটা টেবিলের ওপরে রেখে, ডালাটা সে পুরোপুরি খুলে রাখলো। তারপর থেকে কারুর উপস্থিতি সম্পর্কেই তার যেন কোনো হুঁশ রইলো না। কাজের সময় সে সর্বদাই যেমনটি করে, তেমনিভাবে মৃদু শিস দিতে দিতে চকচকে বিচিত্র যন্ত্রপাতিগুলোকে সে ক্ষিপ্রহাতে পরপর সাজিয়ে রাখলো। গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সকলে অনড় হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো লক্ষ্য করতে লাগলো মানুষটাকে।

এক মিনিটের মধ্যেই জিমির প্রিয় তুরপুনটা ইস্পাতের দরজাটাতে নির্দ্বিধায় কামড় বসাতে শুরু করলো। এবং দশ মিনিটের মধ্যেই—নিজের সমস্ত পুরনো নজির ভেঙে—জিমি খিলগুলো সরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। প্রায় অচেতন, কিন্তু নিরাপদ অবস্থায় থাকা আগাথাকে তার মা দুহাতে কোলে তুলে নিলো। জিমি নিজের কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলো, তারপর বেষ্টনী পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো সদর দরজাটার দিকে। যেতে যেতে তার মনে হলো, এককালের চেনা কণ্ঠস্বরে কে যেন বহুদূর থেকে তাকে ডাকলো, 'র‍্যালফ!' কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হলো না, একবারের জন্যেও থমকে দাঁড়ালো না।

দরজার কাছে একটা দশাসই চেহারার মানুষ প্রায় তার পথ জুড়ে দাঁড়ালো।

জিমির মুখে তখনও সেই বিচিত্র হাসি। বললো, 'কিহে বেন, শেষ অব্দি তাহলে আসতে পেরেছো? চলো, তাহলে যাওয়া যাক। এখন তাতে আমার আর তেমন কিছু এসে-যাবে না।'

বেন তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো।

'মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় ভুল করেছেন, মি· স্পেনসার।' সে বললো, 'আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না! আপনার গাড়িটা বোধহয়

আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে, তাই নয় কি ?'

তারপর পেছন ফিরে বেন প্রাইস রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলো সামনের দিকে।

ভালোবাসার জন্য

শিল্পকে ভালোবাসলে, তার জন্যে কোনো কাজই তেমন কঠিন বলে মনে হয় না। এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। এই ধারণা থেকেই এই কাহিনীটা একটা পরিণতিতে পৌঁছুবে এবং সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দেবে যে, ধারণাটা আসলে ভুল। যুক্তির দিক দিয়ে এটা নতুন, কিন্তু গল্পের দিক দিয়ে চীনের পাঁচিলের চাইতেও পুরনো।

চিত্রশিল্পে এক চনমনে প্রতিভা নিয়ে মিডল-ওয়েস্টের এক জীর্ণ ফ্ল্যাটে জন্ম নিয়েছিলো জো ল্যারাবি। ছ বছর বয়সে সে একটা ছবি এঁকেছিলো—শহরের জলের পাম্পটার পাশ দিয়ে একজন বিশিষ্ট নাগরিক ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছেন। শস্য খেতের পাশে ওষুধের দোকানটার জানলায় এলোমেলো ভাবে টাঙানো ছবির সারির মধ্যে তার ওই প্রচেষ্টাটিকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। বিশ বছর বয়সে গলায় টাই উড়িয়ে আর একান্ত সঙ্গোপনে কিছু টাকা নিয়ে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হয়েছিলো সে।

ওদিকে দক্ষিণের এক পাইন-ঘেরা গ্রামে ডেলিয়া ক্যারাথার্স তিন সপ্তকে এমন প্রতিশ্রুতিময় গান গাইতো যে আত্মীয়স্বজনরা ওর তালপাতার টুপির তলায় শুধু মন্ত্র গুঁজতো, যাতে ও উত্তরের শহরে গিয়ে গান শেখা শেষ করে। শেষটা তারা দেখেনি, তবে এই কাহিনীতে সেটা আছে।

জো আর ডেলিয়ার দেখা হলো এক শিল্পশালায়। শিল্প আর সঙ্গীতের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সেখানে ছবির আলো-আঁধারি, হ্বাগনার, সঙ্গীত, রেমব্রাণ্টের ছবি, ওয়ালফেল্স, প্রাচীরপত্র, শপাঁ এবং উলাও সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে সমবেত হয়েছিলো।

জো এবং ডেলিয়া একে অন্যকে কিংবা দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলো। এবং সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেলো। কারণ (ওপরে দ্রষ্টব্য), শিল্পকে ভালোবাসলে তার জন্যে কোনো কাজই তেমন কঠিন বলে মনে

হয় না।

মি· ও মিসেস ল্যারাবি একটা ফ্ল্যাটে ঘর-সংসার করতে শুরু করলো। ফ্ল্যাটটা নিরিবিলি, যেন পিয়ানোর বাঁ দিকের শেষ চাবিটি। ওরা সুখী, কারণ ওরা দুজন দুজনকে পেয়েছে। তাছাড়া আছে ওদের শিল্প। ধনী তরুণদের প্রতি আমার উপদেশ—তোমার যা কিছু আছে তা বিক্কিরি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তারপর তোমার শিল্প আর তোমার ডেলিয়াকে নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে সংসার পেতে বসো।

ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবে, একমাত্র তারাই সত্যিকারের সুখী। সুখী গৃহকোণ হলে সেটা কখনই অতিরিক্ত ছোটো বলে মনে হয় না। সাজগোছের টেবিলটাকে উলটে নিলেই বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল। তাপচুল্লির তাকটাকে করে নেওয়া যায় গুছিয়ে রাখার যন্ত্র আর লেখার টেবিলটা একটা বাড়তি শোবার ঘর। মুখ ধোবার বেসিনটাকে মনে করা যায়, যেন একটা সোজা দাঁড় করিয়ে রাখা পিয়ানো। ঘরের চারটে দেয়াল আসুক না কাছাকাছি এগিয়ে—যদিও বা আসে, তুমি আর তোমার ডেলিয়া তো তার মধ্যেই আছো! কিন্তু বাড়িটা যদি অন্য রকম হয়—হোক না লম্বা-চওড়া। তাহলে তুমি গোল্ডেন গেট দিয়ে ঢুকে, হ্যাটেরাসে কোট আর কেপ হর্নে টুপিটা রেখে, সোজা বেরিয়ে যাবে ল্যাব্রাডর দিয়ে।

নামজাদা লোক ম্যাজিস্টারের কাছে আঁকতে শেখে জো। নিজের বৈশিষ্ট্যের জন্যেই ম্যাজিস্টারের অতো খ্যাতি। ওঁর দক্ষিণা বেশি, কিন্তু উনি শেখান কম। ডেলিয়া সঙ্গীতের পাঠ নেয় রোজেনস্টকের কাছে—পিয়ানোর চাবিতে এলোমেলো ঝড় তোলার জন্যে তাঁরও খ্যাতি অনেক।

টাকাকড়ি যতোদিন অব্দি ছিলো ততোদিন ওদের সুখও ছিলো নিবিড়। সর্বত্র তাই-ই হয়। কিন্তু আমি দুঃখবাদীর মতো কথা বলবো না। ওদের লক্ষ্যটা ছিলো ভীষণ স্বচ্ছ আর সুনির্দিষ্ট। জো মনে করতো, খুব শীগগিরি ও এমন ছবি আঁকতে পারবে যে তা কেনার জন্যে পাতলা জুলপি আর মোটা পকেটবুকওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা তার স্টুডিয়োতে হাতাহাতি শুরু করে দেবে। আর ডেলিয়া ভাবতো, ও-ও নাম করবে এবং তারপর গান বাজনার ব্যাপারে ওর এতোই নাক উঁচু হয়ে উঠবে যে তখন বাদকদলের আসন ভরাট না হলে আর বক্সের টিকিট বিক্রি না হলে, ওর গলায় ব্যথা হবে এবং মঞ্চে যাবার বদলে ও তখন ব্যক্তিগত খাওয়ার ঘরে বসে গলদা চিংড়ি চিবোবে।

কিন্তু আমার মতে ছোট্ট ফ্ল্যাটের গার্হস্থ্য জীবনই সব চাইতে সেরা।

দিনভর শিক্ষা গ্রহণের পালা শেষ করে দুজনার আকুল-উচ্ছল আলাপ···রাতে সাধারণ খাবারদাবার আর সকালে সতেজ হালকা প্রাতরাশ···আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাব বিনিময়···একের সঙ্গে অন্যের আশা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া কিংবা না হওয়া···পারস্পরিক সহায়তা আর অনুপ্রেরণা···এবং রাত এগারোটায়—আমার নীরসতাকে উপেক্ষা করবেন—জলপাই আর পনিরের পুর দেওয়া স্যাণ্ডুইচ।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই শিল্প একটু দূরে সরে গেলো। মাঝে মাঝে তাই হয়, কেউ প্রত্যক্ষভাবে কিছু না করলেও হয়। স্থূল রুচিসম্পন্ন মানুষের ভাষায়—সবই বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘরে কিছুই আসছে না। মি· ম্যাজিস্টার আর হের রোজেনস্টকের মাইনে বাকি পড়েছে। কিন্তু শিল্পকে ভালোবাসলে কোনো কাজই তেমন কঠিন বলে মনে হয় না। তাই ডেলিয়া বললো, সংসারের হাল ঠিক রাখার জন্যে ও গান শেখানোর কাজ নেবে।

দু তিন দিন ছাত্র খুঁজে বেড়াবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা ও উৎফুল্ল হয়ে বাড়িতে ফিরলো।

'জানো জো, আমি একটা ছাত্রী পেয়েছি!' উচ্ছলস্বরে ডেলিয়া বললো, 'ওরা ভীষণ ভালো লোক! জেনারেল··জেনারেল এ· বি· পিঙ্কনির মেয়ে—সেভেনটি ফার্স্ট' স্ট্রীটে বাড়ি। কি দারুণ বাড়িটা! সদর দরজাটা যদি তুমি দেখতে···বলতে একেবারে বাইজানটাইন। আর ভেতরটা! ওহ্ জো, এমন সুন্দর বাড়ি আমি কোনোদিনও দেখিনি!···জেনারেলের মেয়ে ক্লিমেন্টিনা আমার ছাত্রী। আমি এর মধ্যেই মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। ভারি নরম-তরম মেয়ে—সর্বদা সাদা পোশাক পরে থাকে—ভারি মিষ্টি আর সাদাসিধে। মাত্র আঠারো বছর বয়েস। সপ্তাহে তিনদিন শেখাবো আর ভেবে ছাখো জো, একদিনের মাইনে পাঁচ ডলার! এমন কাজ করতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কারণ আরও দু-তিনটে ছাত্রী যোগাড় করতে পারলেই আমি আবার হের রোজেনস্টকের কাছে গান শেখা শুরু করতে পারবো। এবারে তোমার ওই কোঁচকানো ভ্রূজোড়া একটু সোজা করে নাও, লক্ষ্মীটি—তারপর এসো, আমরা মজা করে খেয়েনি।'

'তোমার দিক দিয়ে তুমি ঠিকই করেছো,' ছুরি আর কাঁটা দিয়ে একপাত্র কড়াইশুঁটি আক্রমণ করতে করতে জো বললো, 'কিন্তু আমার দিকটা একবার ভেবে ছাখো তো! তুমি কি মনে করেছো, তোমাকে রোজগারের জন্যে খাটা-খাটুনি করতে দিয়ে আমি উচ্চতর শিল্পের রাজত্বে ছিনালি করে বেড়াবো?

কক্ষণো না। আর কিছু না হোক, খবরের কাগজ বিক্রি করে বা রাস্তায় খোয়া বিছিয়ে দু-এক ডলার তো ঘরে আনতে পারবো!'

ডেলিয়া এগিয়ে গিয়ে জোর গলা জড়িয়ে ধরলো, 'বোকামো করে না, জো! তোমাকে শেখার পালা চালিয়ে যেতেই হবে। এমন তো নয় যে আমাকে গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজ করতে যেতে হচ্ছে। শেখাতে শেখাতেও আমি শিখবো। সব সময় আমি তো গান বাজনার মধ্যেই থাকছি। সপ্তাহে পনেরো ডলার দিয়ে আমরা লাখোপতির মতো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবো। মি. ম্যাজিস্টারকে ছাড়ার কথা তুমি কিছুতেই ভাববে না।'

'বেশ,' গোল গোল করে কাটা নীল রঙের সবজির থালাটার দিকে হাত বাড়ালো জো। 'কিন্তু তোমার ওই গান শেখানোর ব্যাপারট আমার বিচ্ছিরি লাগছে। ওটা শিল্প নয়।'

'শিল্পকে ভালোবাসলে কোনো কাজই তেমন কঠিন বলে মনে হয় না,' ডেলিয়া বললো।

'পার্কের মধ্যে আমি যে ছবিটা এঁকেছিলাম তাতে আকাশের দৃশ্যটা দেখে ম্যাজিস্টার খুব প্রশংসা করেছেন,' জো বললো। 'আর টিংকল তার দোকানে কাচের জানলায় গোটা দুই ছবি টাঙিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছে। তেমন কোনো পয়সাওলা গবেটের চোখে যদি ওগুলো ধরে যায়, তাহলে হয়তো ওর মধ্যে একটা ছবি আমি বিক্কিরি করতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই পারবে, আমি জানি,' ডেলিয়া মিষ্টি করে বললো। 'এবারে এসো, জেনারেল পিঙ্কনি আর এই মাংসের রোস্টটার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যাক।'

পরের সপ্তাহে ল্যারাবিরা রোজই বেশ সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে। সকালবেলাকার পরিবেশে সেণ্ট্রাল পার্কে গিয়ে ছবি আঁকায় জোর খুব উৎসাহ। ডেলিয়া তাকে খাইয়ে দাইয়ে, আদর করে, উৎসাহ দিয়ে, সাতটার সময় চুমু দিয়ে বিদায় জানাতো। শিল্পের আকর্ষণ বড়ো তীব্র। তাই জোর বাড়ি ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা সাতটা বেজে যেতো।

সপ্তাহের শেষে ডেলিয়া ওদের ৮×১০ (ফুট) বৈঠকখানা ঘরের ৮×১০ (ইঞ্চি) সেণ্টার টেবিলে মধুর গর্ব আর ঈষৎ ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিজয়িনীর মতো তিনটে পাঁচ ডলারের নোট ছুঁড়ে দিলো।

'মাঝে মাঝে ক্লিমেণ্টিনা আমাকে বড্ড খাটায়,' সামান্য অবসন্ন স্বরে

ডেলিয়া বললো। 'বোধহয় যথেষ্ট রেওয়াজ করে না। প্রায়ই একটা জিনিস বার বার করে দেখাতে হয়। তাছাড়া সব সময়েই একেবারে সাদা পোশাক পরে থাকে—দেখতে বিশ্রী একঘেয়ে লাগে। কিন্তু জেনারেল পিঙ্কনি ভারি ভালো মানুষ! তোমার সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে পারতে। ক্লিমেন্টিনাকে পিয়ানো শেখানোর সময় মাঝে মাঝেই উনি ঘরে এসে হাজির হন। জানোই তো, ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি নিজের সাদা ছাগুলে-দাড়িগুলো টানেন আর সব সময় শুধু জিগেস করেন, 'কি, গলা-কাঁপুনি কেমন এগুচ্ছে?' ওঁদের বৈঠকখানার দেয়ালে কাঠের কাজগুলো যদি তুমি দেখতে! অ্যাস্ট্রাকান গালচেগুলোরই বা কি বাহার! জানো জো, ক্লিমেন্টিনার ছোটো ছোটো কাশিগুলো ভারি মজার। ওকে দেখে যেমন মনে হয়, আশা করি ও তার চাইতে বেশি শক্তপোক্ত। আমি কিন্তু সত্যিই ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। মেযেটা ভারি ভদ্র—অতো উঁচু বংশের মেয়ে! জেনারেল পিঙ্কনির ভাই তো এক সময় বলিভিয়ার মন্ত্রী ছিলেন!'

জো তখন মন্টেক্রিস্টোর মতো মেজাজে পকেট থেকে একটা দশ, একটা পাঁচ, একটা দুই আর একটা এক ডলারের বৈধ নোট ডেলিয়ার নোটগুলোর পাশে নামিয়ে রেখে উচ্ছল সুরে বললো, 'জলরঙে আঁকা সেই ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া চৌকো স্তম্ভের ছবিটা পিয়োরিয়ার এক ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করে দিলাম!'

'আমার সঙ্গে তামাশা করো না, জো—সে পিয়োরিয়ার লোক নয়।'

'পুরোপুরিই তাই। তুমি যদি তাকে দেখতে, ডেল! ইয়া মোটা চেহারা, গলায় পশমী মাফলার আর হাতে একটা পালকের খড়কে। টিংকলের দোকানের জানলায় ছবিটা দেখে সে প্রথমে ভেবেছিলো, ওটা একটা উইণ্ডমিলের ছবি। যাই হোক, ছবিটা সে কিনেছে এবং আরও একটা ছবির ফরমাশ দিয়েছে। লাকাওয়ানার গুদামঘরের ছবি—তেলরঙে আঁকতে হবে—ওটা সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আর গান শেখানো! হ্যাঁ, আমার ধারণা ওর মধ্যেও শিল্প আছে।'

'তুমি যে শিল্পচর্চা চালিয়ে যাচ্ছো, এজন্যে আমি ভীষ-ষণ খুশী।' ডেলিয়া আন্তরিক সুরে বললো, 'তুমি জিতবেই! ওহ্, তেত্রিশ ডলার! খরচ করার জন্যে এর আগে আমরা কোনোদিনও এতো টাকা হাতে পাইনি! আজ রাত্তিরে আমরা ঝিনুক খাবো।'

'আর ফিলি মিনিয়ঁর সঙ্গে শ্যাম্পেন,' বললো জো।

পরের শনিবার সন্ধ্যাবেলা জো আগে বাড়িতে ফিরলো। বৈঠকখানার টেবিলে আঠারোটা ডলার রেখে, সে হাত থেকে বেশ খানিকটা কালচে রঙ ধুয়ে সাফ করে নিলো। আধ ঘণ্টা বাদে ডেলিয়া এসে পৌছলো। ওর ডান হাতে একটা বেঢপ আকৃতির ব্যাণ্ডেজ।

'এসব কি করে হলো?' যথারীতি প্রীতি সম্ভাষণ জানাবার পর জিগেস করলো জো।

ডেলিয়া হাসলো, তবে খুব একটা খুশির হাসি নয়।

'গান বাজনা শেখার পর ক্লিমেন্টিনা আমাকে ওয়েলস র‍্যাবিট খাওয়াবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলো। এমন অদ্ভুত মেয়ে, বিকেল পাঁচটায় বলে কিনা ওয়েলস র‍্যাবিট খেতে! জেনারেলও ছিলেন। চাটু আনার জন্যে ভদ্রলোক কিভাবে ছুটে গেলেন, তুমি যদি দেখতে—যেন বাড়িতে চাকরবাকর কেউ নেই! আমি জানি ক্লিমেন্টিনার শরীরটা ভালো নয়—আর ও ভীষণ নার্ভাস। পরিবেশন করতে গিয়ে ও বেশ খানিকটা ফুটন্ত ঝোল চলকে আমার হাতে ফেলে দিয়েছে। ভীষণ যন্ত্রণা হয়েছিলো। বেচারী মেয়েটাও খুব দুঃখ পেয়েছে। আর জেনারেল পিঙ্কনি···তাঁর তো প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা! এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে উনি এক ধরনের তেল আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জিনিসপত্তরগুলো আমার জন্যে কাকে যেন ওষুধের দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। এখন আর ততোটা যন্ত্রণা হচ্ছে না।'

'এগুলো কি?' আলতো করে ডেলিয়ার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে, ব্যাণ্ডেজের তলায় কয়েকটা সাদা ফেঁসো দেখিয়ে জিগেস করলো জো।

'কি যেন একটা নরম জিনিস—ওগুলোতেই তেলটা লাগিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। আচ্ছা জো, তুমি আরও একটা ছবি বিক্রি করেছো নাকি?' টেবিলে রাখা টাকাগুলো ও আগেই দেখতে পেয়েছিলো।

'বিক্রি করেছি কি না?' জো বললো, 'তা ওই পিওরিয়ার ভদ্রলোককেই জিগেস করে দেখো। আজ সে ওই গুদামঘরের ছবিটা নিয়েছে। এখনও কিছু ঠিক করেনি, তবে একটা পার্ক আর একটা হাডসন নদীর দৃশ্যও নেবে বোধহয়। কিন্তু আজ বিকেলে কটার সময় তোমার হাতটা পুড়লো, ডেল?'

'পাঁচটা বোধ হয়,' ডেল চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো। 'ইস্ত্রিটা·· মানে ঝোলটা মোটামুটি ওই সময়েই উনুন থেকে নেমেছিলো। তখন জেনারেল পিঙ্কনির অবস্থাটা তুমি যদি দেখতে, জো! যখন ··'

'এখানে একটু বসো, ডেল।' হাত ধরে ডেলিয়াকে সোফায় বসিয়ে, জো

ওর পাশে গিয়ে বসলো। তারপর নিজের একখানা হাত ওর কাঁধে রেখে জিগেস বললো, 'গত দু সপ্তাহ ধরে তুমি কি কাজ করছো, ডেল ?'

দু চোখ ভরা প্রেম আর দৃঢ়তা নিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলো ডেলিয়া। তারপর জেনারেল পিঙ্কনির সম্পর্কে অস্ফুটে কি যেন বললো। কিন্তু শেষ অব্দি মাথা নিচু করে চোখের জলে সত্যি কথাটাই বলে ফেললো ও।

'আমি কোনো ছাত্রী পাচ্ছিলাম না, জো!' ডেলিয়া স্বীকার করলো, 'তুমি আঁকতে শেখা ছেড়ে দেবে, তাও সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর ট্যুয়েন্টি-ফোর্থ স্ট্রীটের ওই বড়ো লণ্ড্রিটাতে পোশাক-আশাক ইস্তিরি করার একটা কাজ পেয়ে গেলাম। জেনারেল পিঙ্কনি আর ক্লিমেণ্টেনের ব্যাপারটা আমি বোধহয় ভালোই বানিয়েছিলাম, তাই না ? আজ বিকেলে লণ্ড্রির একটা মেয়ে একটা গরম ইস্ত্রি আমার হাতের ওপরে নামিয়ে রেখেছিলো। বাড়িতে ফেরার সময় সারা রাস্তা ধরে আমি ওই ওয়েলস র‍্যাবিটের গল্পটা বানাতে বানাতে এসেছি। তুমি রাগ করোনি তো, জো ? আমি যদি কাজটা না নিতাম তাহলে তুমিও হয়তো পিওরিয়ার ওই ভদ্রলোকের কাছে তোমার ছবিগুলো বিক্রি করতে পারতে না !'

'তিনি পিওরিয়ার লোক নন,' জো আস্তে আস্তে বললো।

'তিনি যেখানকার লোকই হন, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তুমি কি চালাক, জো!···আমাকে একটা চুমু দাও!··আচ্ছা, তোমার কেন সন্দেহ হলো যে আমি ক্লিমেন্টিনাকে গান শেখাই না ?'

'আজ রাত অব্দি আমি তেমন কোনো সন্দেহ করিনি।' জো বললো, 'তবে আজ বিকেলে ওপরের তলায় একটি মেয়ে ইস্ত্রিতে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে শুনে, আমিই এঞ্জিন ঘর থেকে ওপরে ফেঁসো তুলো আর তেল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গত দু সপ্তাহ ধরে ওই লণ্ড্রির এঞ্জিনটা আমিই চালাচ্ছি।'

'তাহলে তুমি ছবি···'

'আমার পিওরিয়ার খদ্দের আর তোমার জেনারেল পিঙ্কনি—দুজনে একই শিল্পের সৃষ্টি—কিন্তু তা অঙ্কন বা সঙ্গীত শিল্প নয়।'

ওরা দুজনে হাসলো। তারপর জো বলতে শুরু করলো, 'শিল্পকে ভালোবাসলে, তার জন্যে কোনো কাজই···'

'না,' জোর ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে থামিয়ে দিলো ডেলিয়া, 'শুধু 'ভালোবাসলে।'

এক হাজার ডলার,' টলম্যান নামের আইনজীবী ভদ্রলোকটি গম্ভীর ও কঠোর গলায় বললেন, 'এই নিন টাকাটা।'

তরুণ গিলিয়ান স্পষ্টতই যেন মজা পেয়ে হাসলো। করকরে নতুন পঞ্চাশ ডলারের নোট ভর্তি পাতলা বাণ্ডিলটায় আঙুল ঠেকিয়ে সে অমায়িক ভঙ্গিতে উকিল ভদ্রলোকটিকে বুঝিয়ে বললো, 'টাকার অঙ্কটাই বড্ড ঝামেলায় ফেলেছে। অঙ্কটা দশ হাজার হলে, সেটা বাজি পুড়িয়েও খতম করে দেওয়া যায়। আর তাতে নামডাকও হয়। এমন কি এটা পঞ্চাশ ডলার হলেও ঝামেলাটা কম হতো।'

'আপনার কাকার ইষ্টিপত্র আপনাকে পড়ে শোনানো হয়েছে।' টলম্যান পেশাদারী শুকনো গলায় ফের বলতে লাগলেন, 'আমি জানি না, সেটার খুঁটি-নাটিগুলোর দিকে আপনি তেমন মনোযোগ দিয়েছিলেন কি না। তাই আমি একটা জিনিস ফের আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। এই এক হাজার ডলার খরচ করে ফেলা মাত্র, সেটা কিভাবে খরচ করা হলো তার একটা হিসেব আমাদের কাছে আপনাকে দাখিল করতে হবে। ইষ্টিপত্রে এরকম শর্তই লেখা আছে। আমি বিশ্বাস করি, পরলোকগত মি· গিলিয়ানের ইচ্ছে অনু-যায়ী কাজ আপনি করবেন।'

'সে ব্যাপারে আপনি ভরসা রাখতে পারেন,' তরুণ মার্জিত ভঙ্গিতে বললো। 'অবিশ্যি তাতে আবার কিছুটা বাড়তি খরচ হবে। কারণ তাহলে আমাকে একজন সচিব রাখতে হতে পারে। হিসেব নিকেষে আমি কোনো-দিনই খুব একটা ভালো নই কি না!'

নোটের বাণ্ডিলটা কোটের পকেটে গুঁজে, গিলিয়ান তার ক্লাবে গিয়ে ওল্ড ব্রাইসন নামে একটা লোককে খুঁজে বের করলো। ওল্ড ব্রাইসনের বয়েস চল্লিশ, শান্ত এবং নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মানুষ। এক কোণে বসে সে একখানা বই পড়-ছিলো। গিলিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বইটা রেখে দিয়ে চশমাটা খুলে রাখলো।

'জেগে ওঠো, ওল্ড ব্রাইসন,' গিলিয়ান বললো, 'তোমাকে আমি একটা মজার গল্প শোনাবো।'

'বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে গিয়ে অন্য কাউকে সেটা শোনালে ভালো হয়,' ওল্ড ব্রাইসন বললো। 'তুমি তো জানো, তোমার গপ্পোসপ্পো আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

'গল্পটা তোমাকে বলছি শোনো, এটা অন্যগুলোর চাইতে ভালো।' একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে গিলিয়ান বললো, 'আসলে গল্পটা এতো দুঃখের আর এমন মজার যে বিলিয়ার্ড বলের খটখট শব্দের সঙ্গে এটা একেবারেই যাবে না। আমি এখন আমার পরলোকগত কাকার আইন উপদেষ্টাদের অফিস থেকে আসছি। কাকা আমার জন্যে পাক্কা এক হাজার ডলার রেখে গেছেন। আচ্ছা বলো দেখি, এক হাজার ডলার দিয়ে একটা লোক কিই এমন করতে পারে?'

একটা ভিনিগারের বোতলের প্রতি একটা মৌমাছি যতোটুকু আগ্রহ দেখায়, ওল্ড ব্রাইসন ঠিক ততোটুকুই আগ্রহ প্রকাশ করে বললো, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ঈশ্বর সেপটিমাস গিলিয়ান মোটামুটি লাখ পাঁচেকের মালিক ছিলেন।'

'তা ছিলেন, এবং এখানেই হচ্ছে মজা।' গিলিয়ান খুশিয়াল ভঙ্গিতে বললো. 'কাকা তাঁর পুরো মালকড়ি একটা জীবাণুর পেছনে ঢেলে গেছেন। তার মানে হলো: যে ব্যক্তি একটা নতুন রোগ জীবাণু আবিষ্কার করতে পারবে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আর সেই রোগ জীবাণুকে ফের নির্মূল করার জন্যে বাদবাকি অংশটা দিয়ে তৈরি হবে একটা হাসপাতাল। এ-ছাড়া ছুটকোছাটকা আরও দু-একটা দানধ্যান আছেন। বাড়ির খানসামা আর তত্ত্বাবধায়িকা প্রত্যেকে দশ ডলার আর একটা করে তাঁর নাম লেখা আংটি পাবে। ভাইপো পাবে এক হাজার ডলার।'

'খরচ করার জন্যে তুমি তো বরাবরই প্রচুর পয়সা পেয়েছো,' ওল্ড ব্রাইসন মন্তব্য প্রকাশ করলো।

'দেদার পয়সা। আমার হাতখরচের ব্যাপারে কাকা ছিলেন কল্পতরু।'

'ওঁর অন্য কোনো উত্তরাধিকারী আছে নাকি?'

'কেউ নেই,' হাতের সিগরেটটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে গিলিয়ান অস্বস্তিভরে গদি-আঁটা ডিভানটাতে একটা লাথি বসিয়ে দিলো।' 'ও হ্যাঁ, কাকার এক পুষ্যি—মিস হেডেন—কাকার বাড়িতেই থাকতো। মেয়েটি শান্ত-শিষ্ট, ওর বাবা দুর্ভাগ্যক্রমে কাকার বন্ধু ছিলেন। বলতে ভুলে গেছি, কাকার আংটি আর দশ ডলারি রসিকতার মধ্যে ওই মেয়েটিও রয়েছে। আমিও তাই

পেলেই ভালো হতো। তাহলে টাকাটা দিয়ে দু বোতল মাল গিলতাম, তারপর পরিচারককে আংটিটা উপহার দিয়ে সমস্যাটা চুকিয়ে ফেলতাম। না, তুমি অমন হামবড়া ভাব দেখিয়ে আমাকে অপমান করো না ওল্ড ব্রাইসন। বরং বলো, এক হাজার ডলার দিয়ে কি করা যায়।'

চশমাটা মুছে নিয়ে ওল্ড ব্রাইসন মৃদু হাসলো। এবং গিলিয়ান জানে, আক্রমণটা আরও জোরালো করার মতলব আঁটলেই লোকটা অমন করে হাসে।

'এক হাজার ডলার মানে অনেক টাকা, আবার সামান্য টাকাও বটে।' ওল্ড ব্রাইসন বললো, 'একজন ওই টাকায় বাড়ি কিনে সুখের সংসার সাজিয়ে রকফেলারকেও উপহাস করতে পারে। কেউ আবার অসুস্থ স্ত্রীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দক্ষিণ দেশে পাঠিয়ে, স্ত্রীর জীবন রক্ষা করতে পারে। জুন জুলাই আর আগস্ট মাসে এক হাজার ডলার দিয়ে একশো বাচ্চার জন্যে খাঁটি দুধ কিনে, অন্তত পঞ্চাশটা বাচ্চাকে বাঁচানো চলে। আবার আমোদ করার জন্যে ওই টাকা দিয়ে তুমি কেনো সম্ভ্রান্ত জায়গায় গিয়ে আধঘণ্টা তাসের জুয়াও খেলতো পারো। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালক ওটা দিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারে। শুনেছি গতকাল নাকি এক নিলাম থেকে ওই টাকাতেই ফরাসী শিল্পী কারোর একখানা আসল ছবি পাওয়া গেছে। নিউ হ্যাম্পশায়ার শহরে গিয়ে ওই টাকায় তুমি দু বছর দিব্যি সম্ভ্রান্তভাবে বসবাস করতে পারো। আবার একটা সন্ধ্যার জন্যে ম্যাডিসন স্কোয়ার বাগানটা ভাড়া নিয়ে সেখানে ভাবী উত্তরাধিকারীদের সামনে তাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ সম্পর্কে বক্তৃতাও করতে পারো।'

'শোনো হে ওল্ড ব্রাইসন,' সর্বদা অচঞ্চল গিলিয়ান বললো, 'নীতিবাক্য শোনাতে চাইলে কেউ তোমাকে পছন্দ করবে না। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এক হাজার ডলার দিয়ে আমি কি করতে পারি।'

'তুমি?' ব্রাইসন মৃদু হাসলো, 'শোনো বনি গিলিয়ান, ওটা দিয়ে তুমি একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজই করতে পারো। টাকাটা দিয়ে তুমি মিস লোতা লরিয়ারকে একটা হীরের লকেট কিনে দিয়ে, ইডাহোতে গিয়ে একটা পশু প্রজনন খামার খুলে বসতে পারো। আমি তোমাকে ভেড়ার খামার খোলারই পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ বিশেষ করে ভেড়া জীবটা আমার ভীষণ অপছন্দ।'

'ধন্যবাদ,' গিলিয়ান উঠে দাঁড়ালো। 'আমার মনে হয়েছিলো, তোমার ওপরে ভরসা রাখা যায়। তা তুমি সঠিক পরামর্শটাই বাতলে দিয়েছো। টাকাটা

আমি এক ধোকেই খরচ করতে চাইছিলাম, কারণ খরচের একটা হিসেব আমাকে দাখিল করতে হবে। আর বিভিন্ন খাতে খরচের হিসেব রাখা আমার পোষাবে না।'

একটা ট্যাক্সির জন্যে ফোন করলো গিলিয়ান। তারপর ট্যাক্সিচালককে বললো, 'কলম্বাইন থিয়েটারের মঞ্চে ঢোকার দরজায় চলো।'

মিস লোতা লরিয়ার তখন পাউডারের পাফ দিয়ে নিজের মুখখানাকে একটু ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলো। জনাকীর্ণ ম্যাটিনি শোর মঞ্চে ডাক পাবার জন্যে ও তখন প্রায় প্রস্তুত। ইতিমধ্যে বেশবিন্যাসকারী এসে মি· গিলিয়ানের নামটা জানালো।

'ভেতরে আসতে দাও,' মিস লরিয়ার বললো। তারপরে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার, ববি? আমাকে কিন্তু আর দু মিনিটের মধ্যেই মঞ্চে যেতে হবে।'

'তোমার ডান কানটা শুধু একটু এদিকে ঘোরাও,' গিলিয়ান বললো। 'হ্যাঁ, এবারে অনেকটা হয়েছে। দু মিনিট সময়ও আমার লাগবে না। আচ্ছা শোনো, তুমি একটা লকেট নেবে নাকি? সেটার জন্যে আমি একের পিঠে তিনটে শূন্য অব্দি খরচ করতে পারি।'

'তা তুমি যা বলবে,' মিস লরিয়ার সুরেলা গলায় বললো। 'আমার ডান হাতের দস্তানাটা দাও, অ্যাডামস। হ্যাঁ, সেদিন রাত্তিরে ডেলা স্টাসির গলায় যে হারটা ছিলো—তুমি সেটা দেখেছিলে, ববি? ওটা ও টিফানি থেকে বাইশ শো ডলারে কিনেছে। তবে ওটা অবিশ্যি···আমার কাঁধের কাপড়টা একটু বাঁ দিকে টেনে দাও তো, অ্যাডামস!'

'মিস লরিয়ার, এবারে আসুন'—একজন কর্মচারী চিৎকার করে ডাকলো।

গিলিয়ান পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকা ট্যাক্সিটার কাছে গিয়ে হাজির হলো।

'আচ্ছা, তুমি এক হাজার ডলার হাতে পেলে কি করতে, বলো তো?' ট্যাক্সি-চালককে জিগেস করলো সে।

'মৌজ করে বসে গেলার জন্যে একটা মদের দোকান খুলতুম,' ট্যাক্সি-চালক তৎক্ষণাৎ ফ্যাঁসফেসে গলায় জবাব দিলো। 'আমি একটা জায়গা জানি, সেখানে দোকানটা খুললে দু হাতে মাল কামানো যাবে। একটা মোড়ের মাথায় চার-তলা একটা পাকা বাড়ি। আমি সব চিন্তা ভাবনা করে রেখেছি। দোতলায় রেস্তোরাঁ, তিন তলায় হাত আর নখের খিদমতদারি আর চার তলায় জুয়ার আড্ডা। আপনি যদি কিছু মালকড়ি লাগাবার কথা ভেবে থাকেন···'

'আরে না, না।' গিলিয়ান বললো, 'শুধু জানতে ইচ্ছে করছিলো বলেই কথাটা জিগেস করলাম। শোনো, আমি তোমাকে এক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করছি। আমি থামতে না বলা অব্দি তুমি গাড়ি চালিয়ে যাবে।'

ব্রডওয়ে ধরে সামান্য এগুতেই গিলিয়ান ট্যাক্সি থামাতে বললো। পাশপথে একটা টুলের ওপরে বসে একজন অন্ধ পেন্সিল বিক্রি করছিলো। ট্যাক্সি থেকে নেমে গিলিয়ান তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'তোমাকে একটা কথা জিগেস করছি, কিছু মনে করো না,' গিলিয়ান বললো। 'আচ্ছা, তোমার যদি এক হাজার ডলার থাকতো তাহলে তুমি কি করতে ?

'এইমাত্র যে ট্যাক্সিটা এলো, আপনি সেটা থেকেই নামলেন—তাই না ?' জিগেস করলো অন্ধ লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'দিনের বেলা ট্যাক্সি চেপে আপনি বোধহয় ঠিক কাজই করছেন। তা ইচ্ছে হলে আপনি এটা একটু দেখতে পারেন।'

কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা বই বের করে সেটা গিলিয়ানের দিকে এগিয়ে দিলো লোকটা। গিলিয়ান দেখলো, সেটা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার বই এবং তাতে অন্ধ লোকটার নামে এক হাজার সাত শো পঁচিশ ডলার জমা রয়েছে। বইটা লোকটাকে ফিরিয়ে দিলো গিলিয়ান। তারপর ট্যাক্সিতে চেপে বললো, 'একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম—তুমি বরং ব্রডওয়েতে টলম্যান অ্যাণ্ড শার্পের ওকালতি অফিসের দিকে চলো।'

আইনজীবী টলম্যান সোনার ফ্রেমের চশমার ওধার থেকে বিরক্ত এবং প্রশ্নালু দৃষ্টিতে গিলিয়ানের দিকে তাকালেন।

'মাফ করবেন,' গিলিয়ান হাসিমুখে বললো, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন জিগেস করতে পারি ? প্রশ্নটা যে তুচ্ছ নয়, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আচ্ছা, আংটি আর ওই দশটা ডলার ছাড়া আমার কাকা মিস হেডেনকে আর কিছু দিয়ে গেছেন কি ?'

'না, আর কিছু নয়।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

ফের ট্যাক্সিতে চেপে গিলিয়ান ট্যাক্সির চালককে তার পরলোকগত কাকার বাড়ির ঠিকানাটা জানিয়ে দিলো।

মিস হেডেন তখন লাইব্রেরিতে বসে চিঠিপত্র লিখছিলো। ছোট্টখাট্ট ছিপ-

ছিপে চেহারা মিস হেডেনের, পরনে কালো পোশাক। কিন্তু ওর চোখ দুটিকে একটু তাকিয়ে দেখতে হয়। গিলিয়ান এমন ভঙ্গিতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো যেন গোটা দুনিয়াকেই সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

'আমি সোজা টলম্যান বুড়োর কাছ থেকে আসছি। ওঁরা সমস্ত কাগজ-পত্রগুলো ভালো করে পড়ে শুনে দেখছেন। কাকার ইষ্টিপত্রে ওঁরা একটা...' স্মৃতি হাতড়ে সঠিক আইনগত পরিভাষাটা খুঁজে নিয়ে গিলিয়ান বললো, 'ওঁরা একটা সংশোধন কিংবা সংযোজন অথবা ওই ধরনের একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন। মনে হয়, কাকা দ্বিতীয় বার চিন্তা ভাবনা করে একটু দরাজ হয়ে তোমাকে আরও এক হাজার ডলার দিয়ে গেছেন। আমি এদিক দিয়েই যাবো বলে টলম্যান আমাকে দিয়েই টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। এই নাও। গুনে দেখে নাও, ঠিক আছে কিনা।'

টেবিলের ওপরে ওর হাতের পাশে টাকাটা রাখলো গিলিয়ান।

'ওহ্!' মিস হেডেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠে ফের বললো, 'ওহ্!'

গিলিয়ান অর্ধেক ঘুরে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। তারপর নিচু গলায় বললো, 'সম্ভবত তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

'আমি দুঃখিত,' টাকাটা তুলে নিলো মিস হেডেন।

'কোনো আশাই কি নেই?' প্রায় হালকা সুরেই জিগেস করলো গিলিয়ান।

'আমি দুঃখিত,' মিস হেডেন ফের বললো।

'আচ্ছা, আমি একটা জিনিস একটু লিখে নেবো?' হাসি মুখে জিগেস করলো গিলিয়ান। তারপর বিশাল লাইব্রেরি-টেবিলটার সামনে গিয়ে বসলো। মিস হেডেন তাকে কাগজ আর কলম দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে গেলো। গিলিয়ান তখন এক হাজার ডলার খরচের হিসেবটা এইভাবে লিখলো:

'কুলকলঙ্ক রবার্ট গিলিয়ান শাশ্বত সুখের খাতে ঈশ্বরের নামে জগতের শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়তম নারীকে এক হাজার ডলার প্রদান করেছে।'

লেখাটা একটা খামে পুরে, মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো গিলিয়ান। ফের টলম্যান অ্যাণ্ড শার্পের অফিসের সামনে গিয়ে থামলো তার ট্যাক্সিটা।

'ওই হাজার ডলার আমি খরচ করে ফেলেছি,' সোনার চশমা পরা টল-ম্যানকে হাসিমুখে বললো গিলিয়ান। 'তাই আগেকার কথামতো হিসেবটা

দিতে এলাম। বেশ গরম পড়ে গেছে কিন্তু—আপনি কি বলেন, মি· টলম্যান ?' একটা সাদা খাম উকিল বাবুর টেবিলে ছুঁড়ে দিলো সে, 'এর মধ্যেই আপনি হিসেবটা পেয়ে যাবেন, স্যার—টাকাটা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তা ওর মধ্যেই লেখা আছে।'

খামটা স্পর্শ না করে, মি· টলম্যান দরজার কাছে গিয়ে তাঁর অংশীদার শার্পকে ডাকলেন। তারপর দুজনে মিলে বিশাল সিন্দুকটার আনাচে-কানাচে খোঁজাখুঁজি করে, তাঁদেব তল্লাশির পারিতোষিক—মোম দিয়ে সীলমোহর করা একটা বিশাল খাম—টেনে বের করলেন। বলপ্রয়োগে খামটা খুলে, ভেতরের জিনিসটা নিয়ে দুজনে মাথা ঘামালেন খানিকক্ষণ। অবশেষে টলম্যান বললেন, 'মি· গিলিয়ান, আপনার কাকার উইলের একটা ক্রোড়পত্র আছে—সেটা গোপনে আমাদের হাতে দেওয়া হয়ছিলো। আমাদের ওপরে নির্দেশ ছিলো, উইলের শর্ত অনুযায়ী আপনি ওই এক হাজার ডলারের সম্পূর্ণ হিসেব দাখিল না করা পর্যন্ত সেটা যেন খোলা না হয়। ওটার আইনগত পরিভাষার অর্থ বোঝাতে গিয়ে আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে চাই না, তাই শুধু আসল কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

'ক্রোড়পত্রে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে ওই এক হাজার ডলার খরচ করার ধরন দেখে যদি বোঝা যায়, আপনি পুরস্কারযোগ্য কোনো গুণ বা যোগ্যতার অধিকারী তাহলে আরও অনেক সুবিধে আপনি পাবেন। এ ব্যাপারে মি· শার্প এবং আমাকে বিচারক করা হয়েছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমরা সম্পূর্ণ ন্যায্যভাবে এবং উদারতার সঙ্গেই আমাদের কর্তব্য পালন করবো। আপনার প্রতি আমরা আদৌ বিরূপ মনোভাব পোষণ করি না, মি· গিলিয়ান। এবারে ওই ক্রোড়পত্রের কথায় ফিরে আসা যাক। আপনি সুবিবেচিত সুচিন্তিত এবং নিঃস্বার্থভাবে ওই টাকাটা খরচ করলে পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের ঋণপত্র আপনার হাতে তুলে দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। ঋণপত্রগুলি এই উদ্দেশ্যেই আমাদের হেফাজতে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মক্কেল পরলোকগত মি· গিলিয়ান একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন যে অতীতে আপনি যেভাবে টাকা-পয়সা খরচ করেছেন—আমি পরলোকগত মি· গিলিয়ানের উক্তি উদ্ধৃত করে বলছি—কুসংসর্গে মিশে নিন্দনীয় আমোদ-প্রমোদে অহেতুক অর্থ অপচয় করেছেন—এ টাকাটাও যদি তেমনি ভাবেই খরচ করেন, তাহলে ঋণপত্রগুলো অবিলম্বে পরলোকগত মি· গিলিযানের পোষ্য মিরিয়াম হেডেনকে দিযে দিতে হবে। অতএব মি· গিলিয়ান,

মি· শার্প এবং আমি আপনার ওই হাজার ডলারের হিসেবটা পরীক্ষা করে দেখবো। আমার বিশ্বাস, হিসেবটা আপনি লিখিতভাবেই পেশ করেছেন। এবং আমি আশা করি, আমাদের সিদ্ধান্ত আপনার আস্থা অর্জন করবে।'

মি· টলম্যান খামটার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু গিলিয়ান সামান্ত ক্ষিপ্র হাতে তাঁর আগেই সেটা তুলে নিলো। তারপর হিসেবসুদ্ধ খামটা ধীরেসুস্থে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে, টুকরোগুলো নিজের পকেটে রেখে দিলো।

'ঠিক আছে,' মৃদু হাসলো গিলিয়ান। 'এটা দিয়ে আপনাদের বিব্রত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে বিভিন্ন খাতে লেখা খরচের হিসেব আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় না। এক হাজার ডলার আমি ঘোড-দৌড়ের মাঠে খুইয়েছি। আচ্ছা, আমি তা হলে চলি—বিদায় ভদ্রমহোদয়-গণ!'

গিলিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর টলম্যান ও শার্প পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শোকার্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। কারণ তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন, হলঘরের পথে লিফটের জন্তে অপেক্ষা করতে করতে গিলিয়ান তখন মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে।

প্রতীক্ষার প্রদীপ

প্রশ্নটার দুটো দিকই আছে। অন্য দিকটার কথা একটু তোলা যাক। প্রায়ই আমরা 'দোকানী-মেয়ে' কথাটা শুনতে পাই। এদের কিন্তু কোনো অস্তিত্বই নেই। কিছু মেয়ে আছে যারা দোকানে কাজ করে। দোকানে চাকরি করেই ওরা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু ওদের পেশাটাকে বিশেষণ করে দেওয়া হবে কেন? ওদের সম্পর্কে আমাদের বিচার-বিবেচনাটা একটু ন্যায্য হওয়া উচিত। যে সমস্ত মেয়েরা ফিফ্থ অ্যাভিনিউতে থাকে, তাদের তো আমরা 'বিয়ের মেয়ে' বলে উল্লেখ করি না!

লাও আর ন্যানসি দুজনে প্রাণের বন্ধু। গ্রামের বাড়িতে খাবারদাবার তেমন জুটতো না বলে ওরা চাকরি খোঁজার জন্তে এই বড়ো শহরটাতে এসে হাজির হয়েছিলো। ন্যানসির বয়েস তখন উনিশ, আর লাওয়ের কুড়ি। দুজনেই সুন্দরী, কর্মঠ, গ্রামের মেয়ে। মঞ্চে অভিনয় করার কোনো উচ্চাশাই

• ওদের ছিলো না। নিয়তিই একটা সস্তা সম্ভ্রান্ত বোর্ডিং হাউসে ওদের এনে তোলে। দুজনেই চাকরি পেয়ে যায়, দুজনেই রোজগার করতে থাকে। তখনও ওরা পরস্পরের বন্ধু। এইভাবে ছ মাস কেটে যাবার পর, ওদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি আপনাদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবো। ইনি হচ্ছেন সুধী পাঠক: আর এরা আমার দুই বান্ধবী—মিস ন্যানসি আর মিস লাও। করমর্দন করার অবকাশে দয়া করে ওদের পোশাক-আশাকটা একটু লক্ষ্য করুন। সাবধানে। হাঁ, সাবধানে—কারণ ঘোড়ার প্রদর্শনীতে মহার্ঘ আসনে বসে থাকা মহিলার মতো ওরাও ওদের দিকে কারুর তাকিয়ে থাকাটা পছন্দ করে না।

লাও একটা ধোবিখানায় ইস্ত্রি করে—কটা পোশাক ইস্ত্রি করলো, সেই হিসেবে মাইনে পায় ও। ওর পরনে লাল রঙের একটা বেঢপ পোশাক, টুপির পালকটা ইঞ্চি চারেক বেশি লম্বা। কিন্তু বেজির লোমে তৈরি ওর দস্তানা আর স্কার্ফটার দাম পঁচিশ ডলার। শীতকাল শেষ হবার আগেই বিভিন্ন দোকানের জানলায় কাচের আড়ালে ওই ধরনের জিনিসগুলোর গায়ে ৭·৯৮ ডলার দাম লেখা টিকিট ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। লাওয়ের গাল দুটো গোলাপী, হালকা নীল রঙের চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল। ওর সমস্ত অস্তিত্বেই পরিতৃপ্তির প্রকাশ।

ন্যানসিকে আপনি দোকানী মেয়েই বলবেন—কারণ ওই অভ্যেসটি আপনার আছে। 'বিশেষ নমুনা' বলতে আসলে কিন্তু কিছুই নেই। অথচ বিকৃত প্রজন্ম সর্বদাই একটা বিশেষ নমুনা খুঁজে বেড়ায়। তাই ওর চেহারার নমুনাটা দিয়ে রাখি। ওর খোঁপাটা খুব উঁচুতে তুলে বাঁধা, বুক অতিরিক্ত উত্তুঙ্গ। পরনের স্কার্টটা সস্তা, কিন্তু সঠিক মাপের। শীতের তীক্ষ্ণ বাতাস আটকাবার জন্যে লোমের তৈরি কোনো পোশাক ওর নেই। কিন্তু মোটা কাপড়ে তৈরি খাটো ঝুলের জ্যাকেটটা ও এমন খোশ মেজাজে পরে থাকে যে মনে হয় ওটা পারস্যের ভেড়ার চামড়ায় তৈরি। ওর চোখে-মুখে খাঁটি দোকানী মেয়ের অভিব্যক্তি। তাতে নারীত্বের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঘৃণা মেশানো নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং প্রতিশোধের বিষণ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী লুকিয়ে থাকে। ও সব চাইতে জোরে হেসে উঠলেও ওই অভিব্যক্তিটা থেকেই যায়। রুশ কৃষকদের চোখেও ওই অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। গ্যাব্রিয়েল যেদিন আমাদের পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে আসবে, সেদিন আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা গ্যাব্রিয়েলের মুখেও ওই অভিব্যক্তি দেখতে পাবে। ওই অভিব্যক্তিতে পুরুষমানুষের নির্জীব ও লজ্জিত হয়ে ওঠা উচিত, কিন্তু তারা কৃত্রিম হাসি হেসে

ওদের হাতে ফুল তুলে দিতে চায়—সুতোয় গাঁথা ফুল।

এবারে আপনি ওদের বিদায় অভিবাদন জানিয়ে, মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে চলে আসুন। লাও এবারে সহৃদয় ভঙ্গিতে বলবে, 'আবার দেখা হবে।' আর ন্যানসি ব্যঙ্গ মিশিয়ে একটু মিষ্টি করে হাসবে—ফলে আপনার মনে হবে আপনাকে বিদায় দিতে ওর খারাপ লাগছে—এবং তারপরেই ও নক্ষত্র-লোকে উড়ে যাওয়া একটা সাদা মথের মতো যেন নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে ড্যানের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ড্যান লাওয়ের বিশেষ বন্ধু। কিন্তু খুব বিশ্বস্ত কি? না, তবে হাতের পাঁচ তো বটেই!

'তোর ঠাণ্ডা লাগছে না, ন্যানসি?' লাও জিগেস করলো। 'হপ্তায় আট ডলারের জন্যে তুই কেন যে ওই ঠাণ্ডা দোকান-ঘরটাতে কাজ করিস। অথচ গত হপ্তায় আমি সাড়ে আঠারো ডলার রোজগার করেছি। ইস্ত্রি করাটা অবিশ্যি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লেস বিক্রি করার মতো সুখের চাকরি না, তবে এতে পয়সা আছে। আমরা যারা ইস্ত্রি করি, কেউই দশ ডলারের কম রোজগার করি না। আর এটাকে আমি একটুও কম সম্মানজনক কাজ বলে মনে করি না।'

'তোর ইচ্ছে থাকলে তুই তাই কর,' ন্যানসি ওপরের দিকে নাকটা তুলে বললো। 'তবে আমার কাছে হপ্তায় এই আট ডলারের কাজটাই বেশি ভালো। আমি ভালো ভালো জিনিসপত্র আর ভদ্রলোকজনের মধ্যে থাকতে ভালোবাসি। এই তো সেদিনই, আমাদের দোকানের একটি মেয়ের সঙ্গে পিটসবার্গের একটা লোকের বিয়ে হয়ে গেলো। লোকটার ইস্পাতের কারখানা কিংবা কামারশালা বা ওই ধরনেরই কিছু একটা আছে—দুদিন বাদেই লক্ষপতি হয়ে যাবে। একদিন আমিও ওই ধরনের একটা লোককে পাকড়ে ফেলবো। আমি আমার চেহারা বা অন্য কিছুর জন্যে গর্ব করছি না—তবে বড়োসড়ো পুরস্কারের টোপ থাকলে, তেমন সুযোগ আমি ছাড়বো না। কিন্তু ধোবিখানায় একটা মেয়ে তেমন সুযোগ পাবে কি করে?'

'কেন, ড্যানের সঙ্গে তো আমার সেখানেই আলাপ হয়েছিলো!' লাও বিজয়িনীর মতো বললো, 'ও রোববারের জন্যে জামা আর কলার ইস্ত্রি করাতে এসে আমাকে দেখতে পায়। আমি তখন প্রথম টেবিলটাতে ইস্ত্রি করছিলাম। কাজ করার জন্যে আমরা প্রত্যেকেই ওই টেবিলটা পেতে চাই। সেদিন এলা ম্যাগিনিস অসুস্থ ছিলো বলে আমি ওর জায়গাটা পেয়েছিলাম। ড্যান বলেছে,

প্রথমে সে আমার হাত দুটো লক্ষ্য করেছিলো। কি নিটোল আর ফর্সা হাত! আমার হাতা দুটো তখন গোটানো ছিলো। ধোবিখানায় কিছু কিছু ভালো লোকও আসে। স্যুটকেসে করে পোশাক-আশাক নিয়ে আসা আর চট করে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খোলার ধরন দেখলেই তাদের চিনতে পারা যায়।'

'তুই ওই বেল্টটা কি করে পরিস রে, লাও?' ন্যানসি ওর চোখ দুটোতে এক টুকরো মিঠে তাচ্ছিল্য ফুটিযে আপত্তিকর জিনিসটার দিকে তাকালো। 'দেখলেই মনে হয়, রুচিটা জঘন্য।'

'এটা?' লাওয়ের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, 'কি বলছিল তুই? এটা আমি ষোলো ডলার দিয়ে কিনেছি, কিন্তু আসলে এটার দাম পঁচিশ ডলার! এক মহিলা এটাকে ইস্ত্রি করতে দিয়ে গিয়েছিলো, আর ফেরত নিতে আসেনি। তখন আমাদের মালিক এটা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এটাতে কতোটা সুতোর কাজ করা আছে দেখেছিস? তুই বরং নিজেরটার দিকে তাকিয়ে ছাখ—সাদামাঠা, বিচ্ছিরি দেখতে।'

'মিসেস ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশার এই রকম বেল্টই ব্যবহার করেন,' ন্যানসি ঠাণ্ডা গলায় বললো। 'এই সাদামাঠা বিচ্ছিরি বেল্টটা ওঁর বেল্টেরই অনুকরণ। দোকানের মেয়েরা বলেছে, গত বছর উনি আমাদের দোকান থেকে বারো হাজার ডলারের জিনিস কিনেছিলেন। আর এটা আমি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি, খরচ পড়েছে দেড় ডলার। দশ ফুট দূর থেকে তুই এটার সঙ্গে ওঁর জিনিসটার কোনো তফাত বুঝতে পারবি না।'

'ভালো কথা!' লাও ভালোমানুষের মতো বললো, 'তুই যদি উপোসী থেকে এ ধরনের কেতা করতে চাস তো কর। তবে আমি ভাই নিজের কাজ-টাতেই লেগে থাকবো, তাতে রোজগার বেশি। দিনভর খাটাখাটনি করে নিজের সামর্থ্য মতো যা কিনতে পারবো, আমি তাই পরেই সাজবো।'

কিন্তু ঠিক তখুনি ড্যান এসে হাজির হলো। ড্যান গম্ভীর স্বভাবের যুবক, শহরের অন্যান্য ছেলেছোকরাদের ছ্যাবলামোর মধ্যে সে নেই। সে একজন বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি, রোজগার সপ্তাহে তিরিশ ডলার। ড্যানের গলায় দোকান থেকে কেনা একটা টাই বাঁধা। লাওয়ের দিকে সে রোমিওর মতো করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। তার মনে হলো, লাওয়ের কোমরে বাঁধা ছুঁচের কাজ করা বেল্টটা যেন একটা মাকড়সার জাল এবং যে কোনো পতঙ্গই ওখানে ধরা পড়তে পারলে খুশি হবে।

'এই হচ্ছে আমার বন্ধু, মি. আওয়েনস।' লাও বললো, 'এবারে সে মিস

ড্যানফোর্থের হাতে হাত মেলাচ্ছে।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস ড্যানফোর্থ।' ড্যান তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'লাওকে প্রায়ই আপনার কথা বলতে শুনি।'

'ধন্যবাদ,' উত্তাপহীন আন্তরিকতাবর্জিত হাতে শুধু ড্যানের আঙুলগুলো স্পর্শ করলো ন্যানসি। 'আমিও লাওয়ের মুখে কয়েকবার আপনার কথা শুনেছি।'

লাও খিলখিলিয়ে হাসলো, 'ন্যানস, তুই মিসেস ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশারের কাছ থেকে ওভাবে হাত মেলাতে শিখেছিস নাকি?'

'যদি শিখেই থাকি, তাহলে তুইও নিশ্চিন্ত মনে এটা শিখে নিতে পারিস।'

'রক্ষে করো বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না! আমার পক্ষে ওটা বড্ড বেশি কেতাদোরস্ত। হীরের আংটি পরা হাতে ওসব মানায়। দাঁড়া, আগে কয়েকটা হীরের আংটি গড়াই—তারপর ওটা শিখে নেবার চেষ্টা করবো।'

'আগেই শিখে নে, তাহলেই বরঞ্চ ওসব হবে।'

'আপনাদের তর্কের ফয়শলায় আমি একটা প্রস্তাব রাখছি।' ড্যান হাসি মুখে বললো, 'আপনাদের দুজনকে টিফানিতে নিয়ে গিয়ে ওসব কিনে দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কাজেই তার চাইতে বরং একটা নাটক দেখতে গেলে কেমন হয়? আমার কাছে টিকিট আছে। সত্যিকারের হীরের আংটি পরে আমরা যখন হাত মেলাতে পারছি না, তখন মঞ্চের হীরে-মোতিই না হয় দেখা যাক?'

বিশ্বস্ত পথসঙ্গীটি রাস্তার বাইরের দিক ঘেঁষে চলতে লাগলো। তার পাশে লাও—ঝলমলে সুন্দর পোশাকে ঠিক যেন একটি ময়ূরী। একেবারে ভেতরের ধারে ন্যানসি। ছিপছিপে চেহারা, পরনে সাধারণ পোশাক—ঠিক যেন চড়ুই পাখিটি, কিন্তু চলার ধরন একেবারে ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশারের মতো। এইভাবে সান্ধ্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ওরা।

আমার ধারণা, বড়োসড়ো বিভাগীয় বিপণীকে কেউই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না। কিন্তু ন্যানসি যে দোকানটাতে কাজ করে, সেটা ওর কাছে অনেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই মতো। সেখানে সুরুচি আর সূক্ষ্মতায় ভরা সুন্দর সুন্দর জিনিস ওকে সর্বদা ঘিরে রাখে। নিজের পয়সায় হোক বা অন্য কারুর পয়সায় হোক, বিলাসিতার পরিবেশে থাকলে মানুষ বিলাসী হয়ে ওঠে। যে সমস্ত মহিলা ন্যানসির কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতে আসেন তাঁদের অধিকাংশেরই পোশাক-আশাক, চালচলন এবং মানমর্যাদা সমাজজীবনে উল্লেখ

করার মতো। তাঁদের কাছ থেকেই ও শিক্ষা নিতে শুরু করে—প্রত্যেকের মধ্যে যে জিনিসটা ওর সব চাইতে সেরা বলে মনে হতো, সেটাই ও নিজের বলে গ্রহণ করতো। ও একজনের কাছ থেকে ভাবভঙ্গি নকল করে নিয়েছে, আর একজনের কাছ থেকে শিখেছে একটা ভ্রূ উঁচুতে তুলে তাকানো। অন্যদের মধ্যে কারুর কাছে শিখেছে হাঁটার ভঙ্গি, কারুর কাছে টাকা-পয়সার থলি বয়ে নেবার কায়দা কিংবা হাসির ধরন অথবা বন্ধুদের প্রীতি-সম্ভাষণ করা আর 'নিচু তলার' লোকজনের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম। ওর আদর্শ মহিলা মিসেস ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশারের কাছ থেকে ও শিখেছে ওই অপূর্ব বাচনভঙ্গিমা—নরম, মৃদু কণ্ঠস্বর অথচ তা থ্রাশ পাখির গানের মতোই নিখুঁত ও সুস্পষ্ট। উঁচু সমাজের সুসংস্কৃত পরিবেশে থেকে থেকে ওই সমাজের গভীরতর প্রভাবটা কাটিয়ে ওঠা এখন ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সুনীতির চাইতে সু-অভ্যেস যেমন ভালো, সু-অভ্যেসের চাইতে হয়তো সু-আচরণও তেমনি ভালো। বাপ-মায়ের শিক্ষা হয়তো আপনার নিউ ইংলণ্ডীয় বিবেক বোধে বেঁচে থাকবে না, কিন্তু একটা সোজা পিঠের কুর্সিতে বসে চল্লিশ বার 'তীর্থ' আর 'ত্রিপার্শ্ব-কাচ' শব্দ দুটো পুনরাবৃত্তি করলে আপনার মাথা থেকে ভূত পালাতে বাধ্য। ন্যানসিও যখন ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশারের মতো কণ্ঠস্বরে কথা বলে, তখন ও নিজের হাড়ে হাড়ে সম্ভ্রান্ত-সমাজের রোমাঞ্চকর শিহরণ অনুভব করে।

ওই বিশাল বিভাগীয় শিক্ষালয়ে শিক্ষার আরও একটা উৎস আছে। যখনই দেখবেন তিন-চারটি দোকানী মেয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে এবং তাদের আপাত তুচ্ছ অসার আলোচনার সঙ্গত হিসেবে নিজেদের হাতের চুড়িগুলোকে ঝনঝনিয়ে বাজাচ্ছে, তখন মনে করবেন না যে ইথেলের চুল বাঁধার সমালোচনা করার জন্যেই ওরা অমনভাবে একজোট হয়েছে। হয়তো ওদের ওই সমাবেশে পুরুষদের সভার মতো সচেষ্ট গাম্ভীর্য থাকে না—কিন্তু অ্যাডামকে ঘর-সংসারে তার প্রকৃত জায়গাটা বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে আদিম মানবী ঈভ আর তার প্রথমা কন্যা যে গুরুত্ব নিয়ে প্রথম দুই মাথা এক করে আলাপ-আলোচনা করেছিলো, ওদের ওই সমস্ত সমাবেশেও সেই গুরুত্বটুকু থাকে। ওগুলো হচ্ছে সাধারণ প্রতিরোধ এবং পৃথিবীর ওপরে আক্রমণ ও আক্রমণ প্রতিহত করার রণকৌশল সম্পর্কিত মত বিনিময়ের মহিলা সম্মেলন। আসলে পৃথিবী একটা মঞ্চ আর পুরুষমানুষ ক্রমাগত সেখানে মেয়েদের দিকে ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দিতে চায়। এ পৃথিবীতে মেয়েরা যে কোনো জীবের ছানার চাইতেও বেশি অসহায়। ওদের মধ্যে হরিণ-শিশুর মাধুর্য আছে, কিন্তু তেমন

দ্রুত-ধারণ ক্ষমতা নেই। পাখির মতো সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তেমন উড়ে যাবার সামর্থ্য নেই। মৌমাছির মতো মিষ্টত্বের বোঝা আছে, কিন্তু তেমন···কি বলে যেন···নাঃ, ওই উপামাটা বরঞ্চ থাক—কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্যিই হুল বিদ্ধ হয়েছেন।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত আলোচনা-সভায় ওরা একে অন্যের কাছে অস্ত্র চালান করে। নিজেদের জীবন থেকে শেখা বা আবিষ্কার করা রণকৌশলেরও লেন দেন হয়।

স্যাডি বললো, 'আমি তখন তাকে বললাম : তুমি যে আমাকে এ ধরনের একটা কথা বললে, তুমি কি জানো আমি কে?'

তখন বাদামী, কালো, লাল, হলদে, ফাঁপানো চুল, বব চুল—সব কটা মাথা এক হলো। জবাবটা দেওয়া হয়েছে—সভাস্থ সকলেই স্থির করলো, পথে-ঘাটে ওরা প্রত্যেকেই প্রয়োজন হলে ওদের সাধারণ শত্রু পুরুষমানুষের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রটা প্রয়োগ করবে।

ন্যানসি এভাবেই আত্মরক্ষার কায়দাকানুন শিখেছে এবং একজন মহিলার কাছে সফল প্রতিরোধের অর্থই হলো জয়।

একটা বিভাগীয় বিপণীতে শেখার জিনিস অনেক। ন্যানসির জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো, একটা চমৎকার বর জোটানো। সম্ভবত আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ওকে ওই উদ্দেশ্য সফল করার মতো উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারতো না। দোকানের যে বিভাগটাতে ও কাজ করে, সেটা ওর খুবই মনোমতো। সঙ্গীত বিভাগটা যথেষ্ট কাছাকাছি থাকায় ও শুনে শুনে শ্রেষ্ঠ সুরকারদের কীর্তি-গুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। যে সমাজে একটু ঠাঁই করে নেবার জন্যে ওর অমন ব্যাকুল বাসনা, সেই সমাজে মেলামেশার পক্ষে অন্তত এটুকু জানা নিতান্তই জরুরী। অপরূপ শিল্প-সামগ্রী, মহার্ঘ আর সৌখিন পোশাক-আশাক এবং সুন্দর অলঙ্কার—যেগুলো মেয়েদের কাছে প্রায় সংস্কৃতিরই নামান্তর, সেগুলোর শিক্ষণীয় প্রভাবের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতো ন্যানসি।

অন্য মেয়েরা খুব শীগগিরি ন্যানসির ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জেনে ফেললো। তেমন হোমড়া-চোমড়া গোছের কাউকে ওর কাউন্টারের দিকে যেতে দেখলেই মেয়েরা ওকে ডেকে বলতো, 'ন্যানসি, ওই যে আসছে তোর লাখোপতি।' মহিলারা যখন দোকানে ঢুকে কেনাকাটা করতো তখন তাদের সঙ্গী-ভদ্রলোকরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে করতে অনিবার্যভাবেই রুমালের কাউন্টারে গিয়ে হাজির হতো, অথবা মিহি কাপড়ের পোশাক-আশাক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করতো। আসলে স্যানসির মেকী আভিজাত্য আর অকৃত্রিম সৌন্দর্যই তাদের আকৃষ্ট করতো। অনেকেই নিজেদের ঐশ্বর্য-আভিজরাত্য জাহির করার জন্যে ওইভাবে ওর কাছে এগিয়ে যেতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্যিই লাখোপতি, কিন্তু অন্যেরা অবশ্যই জালি-মাল ছাড়া আর কিছু নয়। স্যানসি তাদের আলাদা করে চিনতে শিখে গিয়েছিলো। রুমালের কাউন্টারের শেষ প্রান্তে একটা জানলা ছিলো। ওই জানলা দিয়েই বাইরের রাস্তায় ভেতরের খদ্দেরদের জন্যে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি গাড়িগুলোকে দেখে দেখে ও বুঝে গিয়েছিলো, গাড়িগুলোর মতো ওদের মালিকদের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে।

একদিন এক আকর্ষণীয় চেহারার ভদ্রলোক চার ডজন রুমাল কিনে কাউ-ণ্টারের ওধারে দাঁড়িয়েই অভিজাত ভঙ্গিতে স্যানসির সঙ্গে আলাপসালাপ করছিলেন। ভদ্রলোক চলে যাবার পর ওদের মধ্যে একটি মেয়ে জিগেস করলো, 'কি রে স্যানস, তুই ভদ্রলোককে তেমন করে পাত্তা দিলি না কেন, বলতো ? দেখে তো মনে হলো দিব্যি মালদার লোক!'

'ওই লোকটা ?' স্যানসি ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশারের মতো চরম শীতল, পরম মধুর আর নিবিড় নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো। 'ওতে আমার চলবে না, ভাই। আমি বাইরে ওর গাড়িটাকে দেখেছি—বারো অশ্বশক্তির গাড়ি, সঙ্গে আবার আইরিশ চালক! আর লোকটা কি ধরনের রুমাল কিনেছে দেখেছিস—রেশমী রুমাল! আমি বাপু খাঁটি জিনিস নেবো, নয়তো নেবো না।'

দোকানের সব চাইতে 'সুরুচি সম্পন্ন' মহিলাদের মধ্যে দুজনের—ওদের সর্দার দিদি আর খাজাঞ্চি দিদির—কয়েকজন 'মালদার ভদ্রলোক বন্ধু' ছিলো। তাদের সঙ্গে ওরা প্রায়ই বাইরে রাতের খানা খেতে যেতো। একদিন ওরা স্যানসিকে ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলো। যে দুর্দান্ত কাফেটাতে ওরা খেলো, নববর্ষের আগের রাতে সেখানে খেতে হলে এক বছর আগে থেকে টেবিল-সংরক্ষণ করতে হয়। ভদ্রলোক দুজনের মধ্যে একজনের মাথায় একটাও চুল নেই—আসলে বড়োলোক হলে চুল উঠে যায় এবং এটা আমরা প্রমাণও করতে পারি। অন্যজন তরুণ—দুটি কারণে তাঁর অর্থ এবং আভিজাত্যের প্রকাশকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়—উনি চাইছিলেন মদের বোতলগুলো যেন ছিপি লাগানো অবস্থায় আনা হয় এবং ওঁর হাতার বোতামগুলো ছিলো হীরের। এই তরুণটি স্যানসির মধ্যে বহু দুর্নিবার গুণাবলীর সন্ধান পেলেন।

এমনিতেই দোকানী মেয়েদের তাঁর ভালো লাগে, তার ওপরে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আর ভাবভঙ্গি একেবারে বড়োঘরের মেয়েদের মতো। কাজেই পরের দিন এক বাক্স ঝালর-লাগানো রুমাল দেখার অবকাশে তিনি ন্যানসিকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন, কিন্তু ন্যানসি তা প্রত্যাখ্যান করলো। দশ ফুট দূর থেকে বাদামী খোঁপাওলা একটি মেয়ে ওদের দিকে নিজের চোখ-কান খুলে রেখেছিলো। প্রত্যাখ্যাত তরুণটি দোকান থেকে চলে যেতেই ও ন্যানসিকে যথেচ্ছ গালাগাল দিতে শুরু করলো।

'কি প্রচণ্ড আকাট রে তুই! লোকটা লাখোপতি—স্বয়ং ভ্যান স্কিটিলসের নিজের ভাইপো। কথাবার্তাও সেই ভাবেই বলছিলো। 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি, ন্যানসি?'

'আমি?' ন্যানসি বললো, 'ত্যাখ, লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। তা ছাড়া তুই ওকে যতোটা ভেবেছিস, ও কিন্তু সত্যিই ততোটা বড়োলোক নয়। সংসার থেকে ও বছরে মাত্র বিশ হাজার ডলার হাতখরচা পায়। খাওয়ার সময় টেকো ভদ্রলোক তো তাই নিয়েই ওকে ঠাট্টা করছিলেন।'

বাদামী খোঁপা আরও কাছাকাছি এসে সরু চোখে ন্যানসির দিকে তাকালো। তারপর চুয়িং-গামের অভাবে কর্কশ হয়ে ওঠা কণ্ঠস্বরে বললো, 'আচ্ছা, তুই কি চাস বলতো? বিশ হাজার ডলারও কি তোর পক্ষে যথেষ্ট নয়? তুই কি রকফেলার, গ্ল্যাডস্টোন ডোই আর স্পেনের রাজাকে বিয়ে করতে চাস নাকি?'

মেয়েটির কালো ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টিতে ন্যানসি ঈষৎ লাল হয়ে উঠলো. 'এটা পুরোপুরি টাকার প্রশ্ন নয়, ক্যারি। তখন খেতে খেতে ওর বন্ধু ওর একটা মিথ্যে কথা ধরে ফেলেছিলো। কোন্ একটা মেয়েকে ও নাকি থিয়েটারে নিয়ে যায়নি বলেছিলো, কিন্তু কথাটা মিথ্যে। মিথ্যেবাদীকে আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে। সব মিলিয়ে লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না—ব্যাস। বিয়ে যখন করবো, কোনো আপোস করে করবো না। যাকে বিয়ে করবো, সে হবে সত্যিকারের পুরুষমানুষ। হ্যাঁ, আমি একটা শাঁসালো লোকের সন্ধানে আছি—কিন্তু সে ফুটো কাপ্তান হলে চলবে না।

'হাসপাতালই তোর সত্যিকারের জায়গা,' চলে যেতে যেতে ফোড়ন কেটেছে বাদামী-খোঁপা।

উচ্চ আদর্শ না হলেও এই সমস্ত উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়েই ন্যানসি ওর হপ্তায় আট ডলারের চাকরিটা চালিয়ে যেতে লাগলো। শুকনো রুটি খেয়ে

আর অজানা শাঁসালো শিকারটির পথ চেয়ে ওর দিন কাটে। ক্রমশ ওর কোমরবন্ধটা আরও আঁট করে বাঁধতে হয়। আসন্ন পুরুষ-শিকার উপলক্ষে এক অস্পষ্ট, সৈনিকসুলভ, মধুর-বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে ওর সারা মুখে। দোকানটা ওর অরণ্য। বহুবারই বড়ো শিকার মনে করে ও রাইফেল তুলেছে। কিন্তু প্রতিবারই এক অভ্রান্ত সহজাত প্রবৃত্তি—হয়তো শিকারী কিংবা হয়তো রমণীর প্রবৃত্তি—ওকে গুলি ছুঁড়তে বাধা দিয়েছে। ফের নিজের লক্ষ্যের দিকে মন দিয়ে প্রতীক্ষার পুরনো পথে ফিরে গেছে ম্যানসি।

ওদিকে ধোবিখানায় লাওয়ের উন্নতি হচ্ছিলো। ওর হপ্তায় সাড়ে আঠারো ডলার আয় থেকে ও থাকা-খাওয়ার জন্যে ছ ডলার খরচ করে। বাকিটা বেশির ভাগই চলে যায় পোশাক-আশাকের পেছনে। ওর রুচি এবং আচার-ব্যবহারে উন্নতি করার সুযোগ ম্যানসির চাইতে কম। ধূমায়িত ধোবি-খানায় কাজ ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু কাজ আর কাজ আর আসন্ন সন্ধ্যায়, ছুটির পরে, একটু আনন্দ-ফূর্তি করার চিন্তা। বহু দামী দামী বাহারি পোশাক ওর ইস্ত্রির তলা দিয়ে গলে যায়। পোশাকের প্রতি ওর প্রীতি-আকর্ষণ হয়তো এইভাবে ইস্ত্রির ভেতর দিয়েই ওর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

দিনের কাজ শেষ করে ড্যান ওর জন্যে বাইরে অপেক্ষা করতো। ওর জীবনের সামান্য আলোটুকুতে ড্যানই ওর একমাত্র বিশ্বস্ত ছায়া। মাঝে মাঝে ড্যান আন্তরিক ও বিব্রত দৃষ্টিতে লাওয়ের পোশাকের দিকে তাকাতো। তেমন কেতাসম্পন্ন না হলেও ওর পোশাক যেন বড্ড উচ্চকিত। এতে তার বিশ্বস্ততার অবিশ্যি ঘাটতি হতো না—কিন্তু ওই পোশাকের খাতিরে লাও রাস্তায় যেভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, সেটা তার পছন্দ হতো না।

লাও ওর বান্ধবীর প্রতি যে কম বিশ্বস্ত ছিলো তা নয়। ওরা একটা নিয়ম করে নিয়েছিলো যে ওরা কোথাও বেড়াতে গেলে, ম্যানসিও ওদের সঙ্গে যাবে। এই বাড়তি বোঝাটা ড্যান খুশি মনেই বইতো। বলা যেতে পারে, আমোদসন্ধানী এই ত্রয়ীর মধ্যে লাও ছিলো রঙ, ম্যানসি ছিলো সুর আর ড্যান ছিলো ভার। পরিচ্ছন্ন কিন্তু স্পষ্টতই রেডিমেড টাই আর পোশাকে ভূষিত ড্যান কখনও কথা দিয়ে আসতে ভুল করতো না, তার মুখে হাসিঠাট্টা লেগেই থাকতো, কখনও সে ওদের চমকে দিতো না বা বিরোধীতাও করতো না। যারা কাছে থাকলে মানুষ তাদের উপস্থিতির কথা ভুলে থাকতে পারে, অথচ দূরে চলে গেলে যাদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে—ড্যান ছিলো সেই শ্রেণীর সুজন।

ফ্যানসির উন্নত রুচির কাছে এই সমস্ত সাধারণ আমোদপ্রমোদ মাঝে-মাঝে একটু তেতো ঠেকতো। কিন্তু ওর বয়েসটা কম এবং যৌবন চিরদিনই আমোদ-বিলাসী।

'ড্যান এক্ষুণি আমাকে বিয়ে করতে চায়,' লাও একদিন ফ্যানসিকে বললো। 'সব সময়েই ও বিয়ের কথা বলে। কিন্তু আমি কেন তা করবো? আমি স্বাধীন। আমি যা রোজগার করি তা আমি নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি। কিন্তু বিয়ের পরে ও কিছুতেই আমাকে চাকরি করতে দিতে রাজি হবে না। আচ্ছা ফ্যানসি, তুই এমন আধপেটা খেয়ে, বাজে পোশাক পরে কেন এখনও ওই পচা দোকানটাতে পড়ে আছিস বল তো? তুই চাইলে আমি এক্ষুণি আমাদের ধোবিখানায় তোর একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি। আমার মনে হয় তুই যদি দুটো পয়সা বেশি রোজগার করতি তাহলে হয়তো মানুষের সঙ্গে একটু বেশি মন খুলে মেলামেশা করতে পারতি।'

'আমার তো মনে হয় না, আমি নিজেকে আলাদা করে রাখি। কিন্তু আধপেটা খেলেও আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকবো। হয়তো এটাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আসলে আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। চিরদিনই আমি ওই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কাজ করবো বলে মনে করি না। প্রতিদিনই আমি কিছু কিছু নতুন জিনিস শিখছি। ফরমাশ খাটতে হলেও, সর্বক্ষণ আমাকে রুচিশীল আর অর্থবান মানুষদের মুখোমুখি হতে হয়। চারদিকে যা কিছু হয়, তার কিছুই আমার নজর এড়ায় না।'

'তা তোর লাখোপতিটিকে পাওড়াও করেছিস কি?' লাও পরিহাসের হাসি ছড়িয়ে প্রশ্ন করলো।

'এখনও কাউকে ঠিক করিনি—বাছাই করছি।'

'হে ভগবান, বলে কি না বাছাই করছি! শোন ফ্যানস, একটু কম বড়োলোক বলে তুই যেন কাউকে হাতছাড়া করিস না, ভাই। তবে তুই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছিস—লাখোপতিরা আমাদের মতো খেটে-খাওয়া মেয়েদের কথা ভেবেও দেখে না!'

'ভাবলে ভালোই করতো,' উত্তাপহীন ভঙ্গিতে ফ্যানসি বললো। 'আমাদের মতো মেয়ে হলে ওদের শিখিয়ে দিতে পারতো, কি করে টাকা-পয়সার দিকে নজর রাখতে হয়।'

'ওদের কেউ আমাকে প্রস্তাব দিলে, আমি তক্ষুণি রাজি হয়ে যাবো,' লাও হাসলো।

'ওদের কাউকে জানিস না বলেই তুই এমন কথা বলছিস। বড়লোকদের সঙ্গে অন্যদের একমাত্র তফাত হলো, ওদের একটু বেশি নজর দিয়ে লক্ষ্য করতে হয়। আচ্ছা লাও, তোর কি মনে হয় ওই কোটটার পক্ষে ওই লাল রেশমের লাইনিংটা একটু বেশি কটকটে লাগছে?'

বান্ধবীর সাদামাঠা হালকা জলপাই রঙের জ্যাকেটটার দিকে তাকালো, লাও, 'না, তেমন কিছু মনে হচ্ছে না তো। তবে তোর গায়ের ওই ফ্যাকাশে রঙের জামাটার সঙ্গে একটু কটকটে লাগতে পারে।'

'মিসেস ভ্যান অ্যালস্টাইন ফিশার সেদিন একটা জ্যাকেট পরে এসেছিলেন। আমার জ্যাকেটটার ছাঁটকাট ঠিক ওঁর সেই জ্যাকেটটার মতো। আমারটার দাম পড়েছে তিন ডলার আটানব্বুই সেন্ট আর ওঁরটা বোধহয় আরও একশো ডলার বেশি।'

'তোর ওই জ্যাকেটটাকে লাখোপতি পাকড়াও করার মতো উপযুক্ত টোপ বলে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না', লাও হালকা সুরে বললো। 'কে জানে, হয়তো তোর আগে আমিই কোনো লাখোপতিকে গেঁথে ফেলবো!'

সত্যি বলতে কি, এই দুই বান্ধবীর দুটি ভিন্ন মতবাদের গুণাগুণ বিচার করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব। স্বল্প জীবিকার জন্যে যে সমস্ত মেয়েরা দোকানে বা অফিসে কাজ করে তাদের মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কার আর সূক্ষ্ম রুচিবোধ থাকে, যেটা লাওয়ের মধ্যে নেই। ধোবিখানার গোলমাল আর দম-আটকানো পরিবেশে ও মনের আনন্দে ইস্ত্রিটা নিয়ে দাপটে কাজ করে। ওর যা রোজগার, তা ওকে স্বাচ্ছন্দ্যের সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূরে নিয়ে যায়। তাই ওর পোশাক-আশাকেরও উন্নতি হতে থাকে—শুধু মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি হয় ধৈর্য হারিয়ে ড্যানের দিকে অপাঙ্গে তাকালে, ড্যানের পরিচ্ছন্ন কিন্তু সৌষ্ঠবহীন পোশাকের দিকে নজর পড়লে। ড্যান সত্যিই এক অবিচলিত, অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব।

ওদিকে ন্যানসির অবস্থা হাজারে দশজনের মতো। রেশম, জরোয়া, লেস, অলঙ্কার, সুগন্ধি, সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর সঙ্গীত—এ সমস্ত মেয়েদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলোতে ওরও ন্যায্য অধিকার আছে। ওর কাছে এগুলো জীবনের অংশবিশেষ, তাই ও এগুলোর কাছাকাছি থাকতে চায় এবং থাকবে বলে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের কাছে ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। ওর আয় খুবই কম, কিন্তু ওগুলোর ওপরে ওর জন্মগত অধিকার আছে।

ন্যানসি এই পরিবেশেরই মানুষ। এর মধ্যেই ও সতেজ হয়ে উঠেছে। এর,

মধ্যেই ও নিজেব সামান্য খাবারটুকু খায় আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত মন নিয়ে নিজের সস্তা পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে পরিকল্পনা করে। মেয়েদের ও ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছে, এখন পযবেক্ষণ করছে পুরুষদের। বুঝতে চেষ্টা করছে পুরুষ নামক জীবটির অভ্যেস এবং যোগ্যতা—দুইই। একদিন নিজের এই খেলা ও নিজেই শেষ করে দেবে। তবে চুনোপুঁটি নয়, নিজেব বিচার-বিবেচনা মতো সব চাইতে বড়োসড়ো এবং সব চাইতে সেরা শিকারটিকেই সে গ্রহণ করবে—এ বিষয়ে ও নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এইভাবে ন্যানসি ওর প্রতীক্ষার প্রদীপটিকে সাজিয়ে রাখতো, জেলে রাখতো ওর বরকে বরণ করে নেবে বলে।

কিন্তু আব একটা শিক্ষাও ও পেয়ে গেলো—হয়তো নিজের অজান্তেই ওব মূল্যবোধের মান বদলে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে ওর চোখের সামনে ডলারের ছবিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গিয়ে সেখানে কয়েকটা শব্দ ফুটে উঠতো—কখনও সেখানে লেখা থাকতো 'সত্য' আর 'সম্মান', আবার কখনও বা শুধু 'দয়া'। এ ব্যাপারটার সঙ্গে গভীব অরণ্যে চমরী গাই বা হরিণের সন্ধানে যাওয়া শিকারীব একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেতে যেতে শেওলা আর ছায়া ভবা ছোট্ট একটা উপত্যকা দেখতে পায় শিকারী। সেখানে তিরতির করে বয়ে চলা এক শীর্ণ নদী অস্ফুট কলতানে তাকে বিশ্রাম আর আয়েসের আহ্বান জানায়—আর অতি বড়ো শিকারীর শানিত অস্ত্রও তখন ভোঁতা হয়ে ওঠে।

তাই ন্যানসিও মাঝে মাঝে ভাবে, পারস্যের ভেড়ার লোমে তৈবি পোশাক পরা মহিলারা তাদের পোশাকের যে দাম বলে তা আদপেই আসল দাম কিনা।

এক বৃহস্পতিবাব সন্ধ্যায় ন্যানসি দোকান থেকে সিক্সথ অ্যাভিনিউ দিয়ে পশ্চিমে লাওয়ের ধোবিখানার দিকে যাচ্ছিলো। লাও আব ড্যানের সঙ্গে সেদিন ওর একটা সঙ্গীতমুখর নাটক দেখতে যাবার কথা। ও যখন গিয়ে পৌঁছলো, ড্যান ঠিক তখুনি ধোবিখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। ড্যানের মুখে এক অদ্ভুত ক্লান্ত অভিব্যক্তি।

'ভাবলাম এরা লাওয়েব কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছে কিনা, একটু জেনে যাই।' ড্যান বললো।

'কার খবব?' ন্যানসি জিগেস করলো, 'কেন, লাও এখানে নেই?'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি খবরটা জানো। সোমবার থেকে ও এখানে নেই বা ওর বাড়িতেও নেই। যে বাড়িতে ও থাকতো, সেখান থেকে ও নিজেব সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। শুধু ধোবিখানার একটি মেয়েকে বলে গেছে, ও হয়তো ইউরোপে চলে যেতে পারে।'

'এর মধ্যে ওকে কি কেউ কোথাও দেখতে পায়নি ?'

ড্যান বিষণ্ণ মুখে ন্যানসির দিকে তাকালো। তার ধূসর চোখ দুটি'তে অস্ফুট অশ্রুর আভাস।

'ধোবিখানা থেকে বললো, ওরা গতকাল লাওকে এখান দিয়ে একটা মোটর গাড়িতে চেপে যেতে দেখেছে।' ড্যান ফ্যাঁশফেশে গলায় বললো, 'সঙ্গে সম্ভবত কোনো লাখোপতি ছিলো। তুমি আর লাও তো চিরদিনই লাখোপতি নিয়ে মাথা ঘামাও!'

এই প্রথম ন্যানসি একজন পুরুষমানুষের কাছে নিস্তেজ হয়ে উঠলো। নিজের সামান্য কেঁপে কেঁপে ওঠা হাতখানা ড্যানের হাতে রাখলো ও, 'আমাকে এমন কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই, ড্যান—আমার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই!'

'আমি সেভাবে কথাটা বলিনি,' ড্যানের কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে ওঠে। নিজেকে ভারমুক্ত দেখাবার আপ্রাণ প্রয়াসে বুক-পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলে,'আমার কাছে আজ রাত্তিরের টিকিট কাটা রয়েছে। তুমি যদি...'

কোথাও 'মনের জোর' দেখতে পেলে, ন্যানসি সর্বদাই শ্রদ্ধা অনুভব করে।

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো ড্যান,' জবাব দেয় ও।

তিন মাস বাদে লাওয়ের সঙ্গে দেখা হলো ন্যানসির।

সেদিন সান্ধ্য-গোধূলিতে দোকানী মেয়ে ন্যানসি ছোট্ট একটা নির্জন পার্কের পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরছিলো। হঠাৎ ও শুনতে পেলো, কে যেন ওর নাম ধরে ডাকলো। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে আসা লাওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ও।

প্রথম আলিঙ্গনের রেশ কেটে যাবার পর আক্রমণ অথবা সম্বোধনের জন্যে প্রস্তুত সর্পিনীর মতো হাজারো প্রশ্নে ছলছলিয়ে ওঠা জিভ নিয়ে ওরা দুজনেই নিজেদের মাথা একটু পেছনে হেলিয়ে নিলো এবং ন্যানসি তখনই লক্ষ্য করলো, লাওয়ের সর্বাঙ্গে সমৃদ্ধির স্পর্শ লেগেছে—ওর পরনে ভালো দর্জির তৈরি মহার্ঘ ফারের পোশাক আর ঝলমলে জড়োয়ার অলঙ্কার।

'বোকা মেয়ে!' স্নেহের সুরে সরবে মুখর হয়ে উঠলো লাও, 'তুই তাহলে এখনও সেই দোকানটাতেই কাজ করে যাচ্ছিস, এখনও সেই আগের মতোই সাদামাঠা রয়ে গেছিস! তা তোর সেই বড়ো শিকার ধরার কি হলো! এখনও কিছু হয়নি বোধহয় ?'

এবং তারপরেই লাও লক্ষ্য করলো, সমৃদ্ধির চাইতেও সুন্দর কিসের যেন ছোঁয়া

লেগেছে ন্যানসির সারা অস্তিত্বে—যা জড়োয়ার চাইতেও উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে ওর চোখ দুটিতে, গোলাপের চাইতেও রক্তিম করে তুলেছে ওর দুটি গাল আর জিভ থেকে ছাড়া পাবার অপেক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছে নৃত্যপরা বিজলির মতো।

'হ্যাঁ, আমি এখনও সেই দোকানেই কাজ করছি,' ন্যানসি বললো। 'তবে আসছে সপ্তাহে কাজটা ছেড়ে দেবো। আমি আমার শিকার পাকড়াও করেছি—পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সেরা আমার শিকার। তুই কিছু মনে করিস না লাও, কেমন? আমি ড্যানকে বিয়ে করছি···ড্যানকে! সে এখন আমার ড্যান! বুঝেছিস কিছু?'

পার্কের কোণের দিকে দলে নতুন যোগ দেওয়া একটি তরুণ পুলিস পায়চারি করছিলো। এরা আছে বলেই পুলিসের দলটাকে খানিকটা সহ্য করা যায়—অন্তত দেখে ভালো লাগে। লোকটা দেখলো, ফারের দামী কোট আর হীরের আংটি পরা এক মহিলা পার্কের লোহার বেষ্টনীটার ওপরে ঝুঁকে আকুল হয়ে কাঁদছে আর সাদাসিধে পোশাক পরা ছিপছিপে চেহারার একটি খেটেখাওয়া মেয়ে তার দিকে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। নতুন যুগের পুলিস বলে লোকটা এসব না দেখার ভান করে সোজা চলে গেলো—কারণ এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে যে সে সুদূর নক্ষত্রলোকে পৌঁছে দেবার মতো শব্দ তুলে পাশপথে তার লাঠি ঠোকে বটে, কিন্তু এসমস্ত ক্ষেত্রে কিছু করার মতো ক্ষমতা তার নেই।

বৃত্ত

'ফর্টি-ফার্স্ট স্ট্রীট···আগে নামতে দিন,' নীল পোশাক পরা মেষপালক চিৎকার করে উঠলো।

একপাল নাগরিক-ভেড়া গুঁতোগুঁতি করে নেমে এলো, আর একপাল উঠে পড়লো হুড়োহুড়ি করে। টুং-টাং! ম্যানহাট্টানের নির্দিষ্ট উঁচু পথ ধরে গবাদিপশুর গাড়িটা ঝনঝন শব্দে চলে গেলো। ছাড়া পাওয়া দলটার ভিড়ে গা ভাসিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো জন পারকিন্স।

ধীরেসুস্থে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটছিলো জন। ধীরেসুস্থে—কারণ, তার দৈনন্দিন জীবনের অভিধানে 'হয়তো' বলে কোনো শব্দের অস্তিত্ব নেই। দু বছর

হলো বিবাহিত এবং ফ্ল্যাটের বাসিন্দা—এমন মানুষের জন্যে কোনোদিনই কোনো বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে না। হাঁটতে হাঁটতে জন পারকিন্স হতাশ ও বিষণ্ণ মনে আজকের একঘেয়ে দিনটার সম্পর্কেও সেই একই পুরনো সিদ্ধান্ত কের নিজেকে জানিয়ে দিচ্ছিলো।

দরজার কাছে কোল্ড ক্রিম আর বাটার-স্কচের গন্ধমেশা চুমু সহযোগে কেটি তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। সে কোট খুলবে, তারপর খোয়া-বাঁধানো লাউঞ্জে বসে সান্ধ্য-পত্রিকায় ভয়ঙ্কর লাইনো টাইপে রুশ ও জাপানীদের খুনোখুনির খবর পড়বে। রাতের খানায় থাকবে রোস্ট, সুগন্ধি স্যালাড, সবজির সুরুয়া আর গায়ে সাঁটা রাসায়নিক বিশুদ্ধতার লেবেলে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠা এক বোতল স্ট্রবেরি মার্মালেড। সাড়ে সাতটার সময় ওরা আসবাবপত্রগুলোর ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে দেবে, যাতে ওপর তলার মোটা লোকটা শারীরিক ব্যায়ামাদি করতে শুরু করলে খসে পড়া পলেস্তারার টুকরোগুলো কাগজের ওপরে এসে পড়ে। কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় হলঘরের বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটে হিকি অ্যাণ্ড মুনি নামক নাচগানের দলটা (বেকার) মৃদু মাদকের প্রভাবে মনে করবে হ্যামার স্টেইন তাদের সপ্তাহে পাঁচশো ডলারে চুক্তিবদ্ধ করার জন্যে সাধাসাধি করছে, তাই তারা তখন ঘরের কুর্সিগুলোকে উলটে ফেলতে শুরু করবে। তারপর বাতাস চলাচলের পথটার উলটো দিকের জানলায় এক ভদ্রলোক তাঁর বাঁশি বের করবেন। এবং এইভাবেই চলতে থাকবে ফ্রগমোর ফ্ল্যাটের সান্ধ্য কার্যপরম্পরা।

জন পারকিন্স জানতো, এগুলোই ঘটবে। এবং সে জানতো, সোয়া আটটায় সময় নিজের স্নায়ুগুলোকে সচকিত করে সে টুপিটা তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবে এবং তখন তার স্ত্রী অভিযোগের সুরে বলবে, 'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো, আমি জানতে চাই জন পারকিন্স।'

'ভাবছিলাম ম্যাকক্লসকির ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দু-এক দান বিলিয়ার্ড খেলবো,' সে জবাব দেবে।

ইদানিং এরকমই অভ্যেস হয়েছে জন পারকিন্সের। দশটা-এগারোটা নাগাদ সে ফিরে আসে। কেটি কখনও ঘুমিয়ে থাকে, কখনও বা রাগারাগির মাধ্যমে একঘেয়ে দাম্পত্য সম্পর্কটার মধ্যে একটু মাধুর্য আনার জন্যে জেগে বসে থাকে। ফ্রগমোর ফ্ল্যাটের এই শিকার দুটির সঙ্গে বিচারের এজলাশে দাঁড়িয়ে একদিন মদনদেবকে অবশ্যই এজন্যে জবাবদিহি দিতে হবে।

কিন্তু আজ রাতে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে জন পারকিন্স এক তুমুল ব্যতিক্রমের মুখোমুখি হলো। মমতা আর মিঠাই মাখানো চুমু নিয়ে কেটি

দোরগোড়ায় এলো না। তিনটে ঘরই অস্বাভাবিক এলোমেলো। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওর জিনিসপত্র। মেঝের মাঝখানে জুতোগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে। চুল কোঁকড়ানোর ক্লিপ, ফিতে, কিমোনো আর পাউডারের কৌটো একসঙ্গে জড়ো হয়ে রয়েছে সাজগোছের টেবিল আর কুর্সিগুলোতে। কেটির স্বভাব মোটেই এ রকম নয়। চিরুনির দাঁতে জড়ানো ওর বাদামী চুলের একরাশ তরঙ্গিত মেঘ দেখে জনের মনটা দমে গেলো। নিশ্চয়ই কোনো অস্বাভাবিক তাড়া এবং অস্থিরতা ওকে পেয়ে বসেছিলো, কারণ চিরদিনই ও চিরুনিকে জড়িয়ে থাকা চুলগুলোকে সযত্নে তাপচুল্লির তাকে একটা নীল পাত্রের মধ্যে জমিয়ে রেখে দেয়।

গ্যাসের মুখটার কাছে চোখে পড়ার মতো অবস্থায় এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা ছিলো। এক ঝটকায় কাগজটা তুলে নিলো জন। ওতে তার স্ত্রী লিখেছে :

প্রিয় জন,

এই মাত্র একটা তার পেয়ে জানলাম, মা ভীষণ অসুস্থ। আমি চারটে তিরিশের ট্রেনটা ধরতে যাচ্ছি। আমার ভাই স্যাম ওখানকার ডিপোতে আমার জন্যে থাকবে। বরফের বাক্সটাতে ঠাণ্ডা মাংস রইলো। আশা করি মায়ের টনসিলে আবার পুঁজ-টুঁজ জমেনি। গয়লাকে পঞ্চাশটা সেণ্ট দিয়ে দিও। গতবার বসন্তকালেই মা খুব ভুগেছিলো। ভালো কথা, গ্যাসমিটারের ব্যাপারে কোম্পানিকে লিখতে ভুলো না যেন। তোমার ভালো মোজাগুলো ওপরের দেরাজে রইলো।

কাল আবার লিখবো। এখন বড্ড তাড়া।

কেটি।

দুবছরের দাম্পত্য জীবনে সে আর কেটি কখনও একটা রাতের জন্যেও আলাদা থাকেনি। হতভম্বের মতো জন বারবার করে চিঠিটা পড়লো। ব্যাপারটা তার সর্বদা অপরিবর্তিত জীবনযাত্রায় একটা আকস্মিক বিরতি এনে দিয়েছে এবং এটাই তাকে বিমূঢ় করে তুললো।

লালের ওপরে কালো ফুটকিওলা যে অঙ্গাবরণীটা কেটি খাবারদাবার যোগাড় করার সময় সর্বদা পরে থাকে, সেটা চুপসানো অবস্থায় করুণভাবে একটা কুর্সির পিঠে ঝুলছে। এ সপ্তাহের পোশাক-আশাকগুলো তাড়াহুড়োয় এখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওর প্রিয় বাটার-স্কচের একটা কাগুজে ব্যাগ পড়ে রয়েছে অনাদৃতের মতো—সুতো কেটে সেটার মুখটা পর্যন্ত খোলা হয়নি। একটা দৈনিক পত্রিকা মেঝের ওপরে ছড়ানো, তার মধ্যে থেকে ট্রেনের সময়সূচীটা চৌকো করে

কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘরের সমস্ত কিছুতেই যেন সব-হারানোর কাহিনী—হারিয়ে গেছে ঘরটার সৌরভ, আত্মা আর প্রাণ। বুকের মধ্যে এক আশ্চর্য নির্জনতার অনুভূতি নিয়ে ঘরের প্রাণহীন অবশিষ্টাংশগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো জন পারকিন্স।

ঘরটাকে যথাসাধ্য গোছগাছ করতে শুরু করলো সে। কেটির পোশাক-আশাকগুলো স্পর্শ করতেই আতঙ্কের মতো একটা শিহরণ ছুটে গেলো তার শরীরের ভেতর দিয়ে। কেটিকে ছাড়া জীবনটা কেমন হতে পারে তা সে কোনোদিন ভেবেও দেখেনি। কেটি তার জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে যে এখন ও তার নিঃশ্বাসের বাতাসের মতো হয়ে উঠেছে—যা প্রয়োজনীয়, কিন্তু যা কেউ তেমন লক্ষ্যও করে না। এখন, কোনোরকম সাবধানী সংকেত না দিয়েই, ও চলে গেছে, উধাও হয়ে গেছে—যেন কোনোদিন ওর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। অবিশ্যি এটা তো সামান্য কয়েকটা দিন, বড়োজোর দু-একটা সপ্তাহের জন্যে। কিন্তু জন পারকিন্সের মনে হলো, মৃত্যু যেন তার এই নিশ্চিন্ত আর ঘটনাহীন ঘর-সংসারটার দিকে আঙুল তুলে রেখেছে।

জন বরফের বাক্স থেকে ঠাণ্ডা মাংসটা টেনে বের করলো, কফি বানালো, তারপর একা একা স্ট্রবেরি মার্মালেডের বিশুদ্ধতার নির্লজ্জ লেবেলটার মুখোমুখি হয়ে খেতে বসলো। তার ঘর ভেঙে গেছে। অসুস্থ শাশুড়ি তার গৃহদেবতাকে শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছেন। নিঃসঙ্গ ভোজনপর্ব শেষ করে জন জানলার সামনে গিয়ে বসলো। তার ধূমপান করতে ইচ্ছে করছিলো না। বাইরের শহরটা উচ্চকিত কলরোলে তাকে নাচ গান আর আনন্দের আসরে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে। রাতটা তার। যে কোনো ফুর্তিবাজ অবিবাহিত মানুষের মতো সেও স্বচ্ছন্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আনন্দের তারে ঝঙ্কার তুলতে পারে—কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবে না। ইচ্ছে করলে সে ভোর অব্দি মদ খেয়ে, হুল্লোড়ে ভরা আমোদ-ফুর্তি করে, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারে। আনন্দের তলানি পড়ে থাকা পানপাত্র নিয়ে আজ আর কোনো ক্রুদ্ধ কেটি তার জন্যে অপেক্ষায় বসে থাকবে না। ইচ্ছে হলে ম্যাকক্লসকির বাড়িতে গিয়ে তার আমুদে বন্ধুদের সঙ্গে উষার আলো বিজলি বাতির বালবগুলোকে ম্লান করে না তোলা অব্দি সে মনের আনন্দে বিলিয়ার্ডও খেলতে পারে। ফ্রগমোর ফ্ল্যাট যখন তার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হতো, তখন দাম্পত্যের বাঁধন সর্বদাই তাকে বেপরোয়া হতে বাধা দিতো। কিন্তু আজ সে বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। কেটি নেই—কেটি চলে গেছে!

জন পারকিন্স তার আবেগ-অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু

কেটিবিহীন ১০ × ১০ মাপের বৈঠকখানায় বসে থাকতে থাকতে সে অভ্রান্তভাবে নিজের অস্বস্তির কারণটা বুঝতে পারলো। এবারে সে অনুভব করলো, তার সুখের জন্যে কেটিকে তার প্রয়োজন। কেটির সম্পর্কে তার যে অনুভূতিটা সাংসারিক জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিকতার দোলায় অচেতন স্তরে লীন হয়ে গিয়েছিলো, ওর উপস্থিতির অভাবে এখন সেটাই আবার আচমকা নড়েচড়ে সজাগ হয়ে উঠেছে। কেন—প্রবাদ, নীতিবাক্য আর নীতি-গল্পের মাধ্যমে আমাদের কি এ কথাটা গেলানো হয়নি যে, মধুকণ্ঠি পাখিটা উড়ে না যাওয়া অব্দি আমরা কক্ষণো তার গানের দাম দিই না ?

'আমি একটা হতচ্ছাড়া গাড়ল,' জন পারকিন্স ভাবলো। 'কেটির সঙ্গে আমি কি বিশ্রী ব্যবহারটাই না করেছি ! ওর সঙ্গে বাড়িতে না থেকে, প্রতিটা রাত আমি বিলিয়ার্ড খেলতে আর আড্ডা মারতে বাইরে বেরিয়ে গেছি। বেচারী একা একা এখানে পড়ে রয়েছে, আনন্দ করার মতো কিচ্ছু পায়নি—আর আমি ওই রকম কাণ্ড করেছি। জন পারকিন্স, তোমার মতো বাজে লোক আর দুটি হয় না ! নাঃ, এবারে আমি ওর সমস্ত দুঃখ পুষিয়ে দেবো। ওকে নিয়ে বেরুবো, কয়েকটা অনুষ্ঠান দেখাবো ; আর এই মুহূর্ত থেকে আমি ম্যাকক্লসকিদের দলটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম।'

হ্যাঁ, বাইরের শহরটা নাচের আসরে যোগ দেবার জন্যে সগর্জনে জন পারকিন্সকে আহ্বান জানাচ্ছে। ম্যাকক্লসকির সাঙ্গপাঙ্গরা বিলিয়ার্ডের বলগুলোকে টোকা মেরে পকেটে ফেলছে। কিন্তু কোনো গোলাপ-বেছানো পথ বা বিলিয়ার্ডের কোনো ছন্দিত দণ্ডই এখন শোকার্ত পারকিন্সের বিষণ্ণ হৃদয়টাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারবে না। যে জিনিসটা তার নিজস্ব ছিলো, যাকে সে আধো অবজ্ঞাভরে হালকাভাবে নিজের কাছে ধরে রেখেছিলো—আজ তাকে দূরে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং জন এখন তাকে ফিরে পেতে চায়। অতীত যুগের কোনো এক অ্যাডাম, যে নন্দন কানন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলো, সে আজ বিষণ্ণ পারকিন্সের মধ্যে নিজের উত্তরসূরির সন্ধান পেতে পারে।

জন পারকিন্সের ঠিক ডান হাতের কাছে একটা কুর্সি। কুর্সির পিঠে কেটির নীল রঙের একটা ছোট্ট জামা। জামাটাতে এখনও ওর খানিকটা দেহরেখা ফুটে রয়েছে। হাতার মাঝামাঝি জায়গায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটা সূক্ষ্ম ভাঁজ—জনের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কাজ করার সময় ওর হাতের আন্দোলনে জামায় ওই ভাঁজগুলো পড়েছে। ব্লু বেলের একটা মৃদু অথচ মধুর সুগন্ধ ভেসে আসছে জামাটা থেকে। জামাটা হাতে তুলে নিলো জন, তারপর অনেকক্ষণ ধরে প্রশান্ত দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলো ওই মূক বস্তুটার দিকে। কেটি কিন্তু কোনোদিনও এমন সাড়া না দিয়ে থাকেনি। অশ্রু…হ্যাঁ, অশ্রু ফুটে উঠলো জন পারকিন্সের চোখ দুটোতে। কেটি ফিরে এলে এবার সমস্ত কিছুই বদলে যাবে। এতোদিনের অবহেলা আর উপেক্ষা সবই পুষিয়ে দেবে জন পারকিন্স। ওকে ছাড়া কি অর্থ আছে এই জীবনের ?

দরজাটা খুলে গেলো। ছোট্ট একটা ঝুলি হাতে নিয়ে কেটি ঘরে এসে ঢুকলো। জন বোকার মতো তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

'ওফ্, ভাগ্যি ভালো ফিরে আসতে পেরেছি।' কেটি বললো, 'মা তেমন কিছু অসুস্থ হয়নি। শ্যাম ডিপোতেই ছিলো। আমাকে বললো, মা সামান্য একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো—ওরা আমাকে তার পাঠাবার পরেই পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে। আমি তাই পরের ট্রেনেই ফিরে এলাম। এখন এক কাপ কফি না হলে আর পারছি না।'

খাঁজ-কাটা চাকাগুলোর ঝন-ঝনৎকার কেউ শুনতে পায়নি, কিন্তু পুরনো নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে চারতলা উঁচু ফ্রগমোর ফ্ল্যাটের যন্ত্রদানবটা ততোক্ষণে ফের চালু হয়ে গেছে। একটা শেকল নিচে নেমে এলো, একটা স্প্রিং-এ ছোঁয়া লাগলো, গিয়ারটা যথাস্থানে আনা হলো এবং তারপরেই চাকাগুলো ফের পুরনো কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করলো।

জন পারকিন্স দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালো। আটটা বেজে পনেরো। হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো, আমি জানতে চাই জন পারকিন্স,' কেটি কলহের সুরে প্রশ্ন করলো।

'ভাবছি ম্যাকক্লসকির ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দু-এক দান বিলিয়ার্ড খেলবো,' জবাব দিলো জন।

প্রার্থনা

ম্যাডিসন স্কোয়ারে নিজের বেঞ্চিটাতে সোপি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠলো। রাত্রি-বেলা বনহংসীরা যখন উঁচু গলায় ডাকে, যে সমস্ত মহিলাদের সীল মাছের চামড়ায় তৈরি কোট নেই তাঁরা যখন নিজেদের স্বামীর প্রতি সদয় হয়ে ওঠেন এবং সোপি

যখন পার্কে নিজের বেঞ্চিটাতে অস্বস্তিতে নড়াচড়া করে তখনই ধরে নেওয়া যায় যে শীত প্রায় এসে গেছে।

একটা নিষ্প্রাণ পাতা সোপির কোলে খসে পড়লো। ওটা শ্রীযুক্ত তুষারের চিঠি। ম্যাডিসন স্কোয়ারের নিয়মিত বাসিন্দাদের প্রতি উনি খুবই সদয়, নিজের বৎসরান্তিক আগমন সম্পর্কে উনি যথাসময়েই তাদের কাছে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেন। চৌরাস্তার মোড়ে উত্তুরে বাতাসের মারফত খবর পাঠান পথচারী আর আবাসিকদের কাছে, যাতে তখন থেকেই সকলে প্রস্তুতি নিতে পারে।

সোপি বুঝতে পারছিলো, আগতপ্রায় শীতের শিহরণের বিরুদ্ধে তার একক প্রস্তুতি নেবার সময় এসে গেছে এবং তাই সে নিজের বেঞ্চিতে অমন অস্বস্তিভরে নড়াচড়া করছিলো।

সোপির শীতযাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা তেমন সাংঘাতিব ধরনের উঁচু নয়। সেখানে ভূমধ্যসাগরের বুকে জাহাজে প্রমোদ ভ্রমণ, ঘুমঘুম দক্ষিণী আকাশ বা ভিসুভিয়াসের উপসাগরে ভেসে বেড়াবার কোনো চিন্তা নেই। তার প্রাণের আকুল কামনা, তিনটে মাস দ্বীপান্তরে কাটানো। উত্তুরে বাতাস আর পুলিসের কবল থেকে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় তিন মাস থাকা ও খাওয়ার আশ্বাস এবং সমগোত্রীয় মানুষের সঙ্গই যেন তার আকাঙ্ক্ষার সারবস্তু।

বেশ কয়েক বছর ধরে ব্ল্যাকওয়েলের অতিথিবৎসল কয়েদখানাটাই তার শীতকালীন আবাসস্থল। তার চাইতে অধিক ভাগ্যবান নিউইয়র্কবাসীরা প্রতি শীতে যখন পাম বিচ আর রিভিয়েরার টিকিট কিনেছে, সোপিও তখন তার বাৎসরিক দ্বীপ-যাত্রার সামান্য আয়োজনটুকু সেরে ফেলেছে। এখন আবার সেই সময়টা এসেছে। আগের দিন রাত্রিবেলা প্রাচীন পার্কটার উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার কাছে নির্দিষ্ট বেঞ্চটাতে শুয়ে ঘুমোবার সময় নিজের কোটের তলায়, গোড়ালির চতুর্দিকে আর কোলের কাছে তিনটে রবিবাসরীয় পত্রিকা মেলে রেখেও সে শীতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তাই দ্বীপের কথাটাই সোপির মনে সঠিক সময়ে এবং খুব বড়ো হয়ে, মরীচিকার মতো জেগে উঠছিলো। শহরের উপার্জনহীনদের জন্যে দাতব্যের নামে যেটুকু বন্দোবস্ত আছে, তার প্রতি সোপির তীব্র অনীহা। তার মতে বদান্যতার চাইতে আইন অনেক বেশি সদয়। পৌর প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের দানের ওপরে নির্ভরশীল এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে গেলে সে সাধারণ জীবনযাত্রার উপযোগী আশ্রয় ও খাদ্য পেয়ে যাবে। কিন্তু সোপির মতো একজন অহঙ্কারী মানুষের কাছে দয়ার দান বড়ো বিড়ম্বনার বস্তু। কারণ অর্থ দিয়ে না হলেও, আত্মার অবমাননা দিয়ে সদাশয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিটি

আনুকূল্যের মূল্য শোধ করতে হয়। সিজারের সঙ্গে যেমন ব্রুটাস তেমনি দাতব্যের প্রতিটি শয্যার সঙ্গেও স্নান করার শুল্ক, প্রতিটি পাঁউরুটির বদলে ব্যক্তিগত ও গোপন জেরার বন্দোবস্ত অবশ্যই জড়িত থাকে। কাজেই সেদিক দিয়ে বরঞ্চ আইনের আতিথ্য গ্রহণ করাই ভালো—কারণ সেখানে নিয়ম-কানুন থাকলেও, অহেতুক কোনো ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনধিকার চর্চা করা হয় না।

দ্বীপে যাবে বলে মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই সোপি তার বাসনাকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে লেগে পড়লো। এর অনেকগুলো সহজ পথ আছে। সব চাইতে মধুর পথ হচ্ছে, কোনো দামী রেস্তোরাঁয় ঢুকে সখ মিটিয়ে খাওয়া এবং তারপর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে, কোনো রকম সোরগোল না তুলে, নিঃশব্দে পুলিসের কাছে গ্রেফতার বরণ করা। তাহলেই একজন সদাশয় হাকিম বাকি কাজটুকু করে দেবেন।

বেঞ্চি থেকে উঠে পায়ে পায়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে এলো সোপি। বাঁধানো সড়কের সমতল সমুদ্র পেরিয়ে সে যেখানে এসে হাজির হলো, সেখানে ব্রডওয়ে আর ফিফথ অ্যাভিনিউ এক হয়ে মিশে গেছে। ব্রডওয়ের দিকে মোড় ঘুরে একটা আলো-ঝলমলে কাফের সামনে থমকে দাঁড়ালো সে। প্রতি রাত্রে সমাজের সবটুকু এই কাফেতে এসে জড়ো হয়।

নিজের সম্পর্কে সোপির ভীষণ আস্থা—জামার সব চাইতে নিচের বোতাম থেকে একেবারে ওপর পর্যন্ত। দাড়িটা কামানো। কোটটাও সুন্দর। গলায় বাঁধা নিখুঁত কালো রঙের টাইটা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার বিশেষ দিনটিতে একজন মিশনারি মহিলার কাছে থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া। কারুর মনে কোনো রকম সন্দেহ না জাগিয়ে যদি সে রেস্তোরাঁর একটা টেবিলের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে, তাহলেই অনিবার্য সিদ্ধিলাভ। টেবিলের ওপর থেকে তার শরীরের যে অংশটুকু দেখা যাবে, তা পরিচারকের মনে কোনো সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে না। সোপি ভাবলো এক বোতল সুরা সহযোগে একটা ঝলসানো বুনো হাঁস, তারপর খানিকটা পনির, ছোট্ট করে এক পেয়ালা কালো কফি আর একটা চুরুট—এতেই কাজ হয়ে যাবে। চুরুটটা বেশি হলে এক ডলার। সব মিলিয়ে এমন কিছু সাংঘাতিক খরচ হবে না যাতে কাফের কর্তৃপক্ষকে একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করতে হবে, অথচ তাতেই সে ভরপেট মাংস খেয়ে খুশি মনে শীতকালীন আবাসের জন্যে রওনা হতে পারবে।

কিন্তু সোপি রেস্তোরাঁর দরজা দিয়ে ভেতরে পা রাখতেই প্রধান পরিচারকের দৃষ্টি তার পুরনো পাতলুন আর জীর্ণ জুতোর ওপরে গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে

কয়েকটি বলিষ্ঠ ও তৎপর হাত তাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে বাইরের পথ বাতলে দিলো এবং বুনোহাঁসটার মতো দুঃখজনক পরিণতি এড়িয়ে সোপিও দ্রুত পায়ে পাশপথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। মোড় ঘুরে ব্রডওয়ে থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। মনে মনে ভাবলো, ভোগবাদের পথ ধরে সে তার আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপে যেতে পারবে না। কয়েদখানার নরকে যাবার জন্যে তাঁকে অন্য কোনো পথ ভেবে বের করতে হবে।

সিক্সথ অ্যাভিনিউর মোড়ে বিদ্যুতের আলো আর কাচের ওধারে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা কিছু জিনিসপত্র একটা দোকানের জানলাকে রীতিমতো আকর্ষণীয় করে রেখেছে। সোপি একটা ঢিল তুলে নিয়ে কাচটার গায়ে ছুঁড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক দিয়ে লোকজন ছুটে এলো, সকলের আগে আগে একজন পুলিস। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোপি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আর পুলিসটাকে দেখে হাসতে লাগলো মিটিমিটি।

'যে লোকটা এ কাজ করেছে, সে কোথায়?' অফিসারটি উত্তেজিত ভঙ্গিতে জিগেস করলো।

'আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারি?' বিদ্রূপের স্বরে নয়, সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাবার মতো আন্তরিক হৃদ্যতার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো সোপি।

কিন্তু একটা সূত্র হিসেবেও সোপির কথাটা মেনে নিতে পুলিসটির মন রাজি হলো না। যারা জানলা ভাঙে তারা আইনের গোলামদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবে বলে দাঁড়িয়ে থাকে না, ছুটে পালায়। পুলিসটি দেখলো, একটু দূরেই একটা লোক একটা গাড়ি ধরার জন্যে ছুটছে। লাঠি বাগিয়ে সেও লোকটার পেছন পেছন ছুটলো। দুবারের বিফলতায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে ফের এগিয়ে চললো সোপি।

রাস্তার বিপরীত দিকেই একটা সাধারণ মানের রেস্তোরাঁ। ওরা স্বল্প দামে সুপ্রচুর খানা দেয়। ওখানকার বাসনপত্র আর পরিবেশটা ভারি, সুরুয়া আর টেবিলের ঢাকনাগুলো পাতলা। আপত্তিজনক জুতো আর জীর্ণ পাতলুন নিয়ে সোপি বিনা বাধায় ওই রেস্তোরাঁতেই গিয়ে ঢুকলো। একটা টেবিলে বসে বিফস্টেক, ফ্ল্যাপ জ্যাক, ডাউনাটস আর পাই খেলো। এবং তারপর পরিচারককে ভেঙে বললো যে তার সঙ্গে একটি পয়সারও কোনো সংস্রব নেই।

'এবারে তুমি ঝটপট একটা পুলিস ডেকে নিয়ে এসো,' সোপি বললো, 'একজন ভদ্রলোককে আর অনর্থক বসিয়ে রেখো না।'

'তোমার জন্যে পুলিস নয়,' মাখন-কেকের মতো নরম কণ্ঠস্বর আর ম্যানহাটান

ককটেইলের চেরির মতো লাল চোখ নিয়ে পরিচারকটি বললো। তারপর একজন সহকর্মীকে ডেকে বললো, 'এই, শোন তো এদিকে!'

বাঁ কানে নিখুঁত মোচড় মেরে সোপিকে ওরা দুজনে বাইরের কঠিন পাশপথে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ছুতোরদের গজকাঠি যেমন ভাঁজে ভাঁজে খোলে, সোপিও তেমনি করে রয়েসয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর পোশাক-আশাক থেকে ধুলো ঝেড়ে নিলো। পুলিসের হাতে গ্রেফতার হওয়াটা যেন একটা গোলাপী স্বপ্ন বলে মনে হলো তার। দ্বীপে যাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। দুটো বাড়ির পরে একটা ওষুধের দোকানের কাছে একটা পুলিস দাঁড়িয়েছিলো। ঘটনাটা লক্ষ্য করে সে একটু হাসলো, তারপর রাস্তা ধরে বিপরীত দিকে হেঁটে চলে গেলো।

গোটা পাঁচেক বাড়ি পেরিয়ে আসার পর সোপি ফের গ্রেফতার হবার ব্যাপারে চেষ্টা-চরিত্র করার মতো সাহস ফিরে পেলো। এবারে যে সুযোগটা এলো সেটাকে সে বোকার মতো 'অবধারিত' বলেই মনে করলো। সাধারণ এবং মোটামুটি সুন্দর পোশাক-আশাক পরা এক তরুণী একটা দোকানের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা দাড়ি-কামাবার মগ আর দোয়াত-দানিগুলোকে দারুণ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিলো। আর জানলাটার দু-গজ দূরেই একটা জলের কলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বিশাল চেহারার ভয়ঙ্কর এক পুলিস।

একটা জঘন্য ঘৃণ্য চরিত্রহীনের ভূমিকা নেবে বলে মতলব আঁটলো সোপি। মেয়েটির ভদ্র সম্ভ্রান্ত চেহারা এবং বিবেকবান পুলিসটির সান্নিধ্য তাকে ভাবতে ভরসা দিলো যে খুব শীগগিরি পুলিসটা এসে তার হাত চেপে ধরবে এবং তার ফলে শীতের দিনগুলোতে দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয়ও একেবারে সুনিশ্চিত হবে।

মহিলা মিশনারির দেওয়া টাইটা সোজা করে, জামার কুঁচকে থাকা হাতাটা টেনেটুনে ঠিক করে, মাথার টুপিটা ঢালু করে নিয়ে সোপি তরুণীটির দিকে এগিয়ে গেলো। মেয়েটির দিকে সে লোভীর মতো তাকালো, আচমকা অকারণে একটু কাশলো, হাসলো এবং লম্পটের মতো বেহায়া ভাবভঙ্গি করতে লাগলো। আড় চোখে সে দেখে নিলো, পুলিসটা একদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছে। মেয়েটি কয়েক পা সরে গিয়ে, ফের দাড়ি কামাবার মগগুলোর দিকে নিবিড় মনোযোগ মেলে দিলো। সোপিও ওকে অনুসরণ করলো। সাহসী ভঙ্গিমায় মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে, নিজের মাথা থেকে টুপিটা তুলে সে জিগেস করলো, 'কি গো সুন্দরী! আমার বাড়িতে গিয়ে একটু খেলবে নাকি?'

পুলিসটা তখনও তাকিয়ে রয়েছে। অসহায়া তরুণীটি তাকে একটা আঙুল

তুলে ডাকলেই সোপি তার নির্জন স্বর্গের পথে রওনা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই সে। কল্পনায় কয়েদখানার নিবিড় উষ্ণতা অনুভব করতে শুরু করেছে। কিন্তু তরুণীটি সোপির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর হাত বাড়িয়ে সোপির কোটের হাতাটা আঁকড়ে ধরে খুশিয়াল ভঙ্গিতে বললো, 'যাবো বই কি, সোনা! তুমি আমাকে মজা লুটতে দিলে, আমি নিশ্চয়ই যাবো! আমি অনেক আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলতুম। কিন্তু ওই পুলিসটা আমাদের লক্ষ্য করেছিলো যে!'

সোপি যেন একটা ওক গাছ, আর তরুণীটি তাকে জড়িয়ে থাকা আইভি লতা। ওকে নিয়ে পুলিসটাকে পেরিয়ে যেতে যেতে সোপির মন বিষাদে ভরে উঠলো। সোপির মনে হচ্ছিলো, তার আর মুক্তি নেই। কিন্তু রাস্তার পরবর্তী মোড়টায় পৌঁছেই সে তার সঙ্গিনীটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। যেখানে গিয়ে থামলো, সেখানকার পথঘাট আলোয় আলোময়। আলোকিত সেই হালকা পরিবেশে সেখানকার হৃদয়, প্রতিশ্রুতি আর নাটকের পালা—সবই হালকা। হিমেল বাতাসেও মহিলারা সেখানে ফারের পোশাক আর পুরুষরা ওভার কোট গায়ে চড়িয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবু এক আকস্মিক আতঙ্কে সোপির মন ভয়ে উঠলো। তার মনে হলো, ভয়ঙ্কর এক মন্ত্রশক্তি তাকে গ্রেফতারের হাত থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। কথাটা মনে হতেই সামান্য উদ্বেগ অনুভব করলো সোপি এবং তাই ঝলমলে একটা নাটশালার সামনে একটা পুলিসকে বীরদর্পে ঘোরাঘুরি করতে দেখে 'উচ্ছৃঙ্খল আচরণ' নামক খড়কুটোটাকেই সে সঙ্গে সঙ্গে আঁকড়ে ধরলো।

পাশপথে দাঁড়িয়ে সোপি কর্কশ কণ্ঠে তারস্বরে মাতালের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে অর্থহীন চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগলো। নেচে, চেঁচিয়ে, রাগারাগি করে পুরো পরিবেশটাই সে বিক্ষুব্ধ করে তুললো।

পুলিসটি নিজের লাঠি গুটিয়ে সোপির দিক থেকে পেছনে ফিরে, একজন নাগরিককে বললো, 'এ ছোকরাটা ইয়েলের। হার্টফোর্ড কলেজকে ওরা এক হাত নিয়েছে বলে একটু আনন্দ-ফুর্তি করছে। একটু চিৎকার-চেঁচামেচি করছে বটে, তবে কারুর কোনো ক্ষতি করবে না। আমাদের ওপরে নির্দেশ দেওয়া আছে, যাতে ওদের কিছু বলা না হয়।'

হতাশ হয়ে সোপি তার অনর্থক প্রচেষ্টা বন্ধ করলে। কোনো পুলিস কি কোনোদিনই তাকে ধরবে না? কল্পনায় দ্বীপটাকে তার মনে হলো যেন এক অধরা স্বর্গরাজ্য। ঠাণ্ডা বাতাস এড়াতে নিজের পাতলা কোটটার বোতামগুলো এঁটে নিলো সে।

সোপি দেখলো, চুরুটের দোকানে একজন সুবেশ ভদ্রলোক ঝোলানো আগুন থেকে চুরুট ধরাচ্ছেন। নিজের রেশমি ছাতাটা উনি দোকানে ঢুকেই ঠিক দরজার কাছটিতে রেখে দিয়েছেন। সোপি ভেতরে ঢুকে ছাতাটা তুলে নিয়ে, আস্তে সুস্থে বাইরে বেরিয়ে এলো। চুরুট ধরাতে থাকা ভদ্রলোকও দ্রুত অনুসরণ করলেন সোপিকে।

'ওটা আমার ছাতা,' ভদ্রলোক কড়া স্বরে বললেন।

'অ, তাই বুঝি?' ছিঁচকে চুরির সঙ্গে অপমানজনক ভঙ্গিমা জুড়ে সোপি খিঁচিয়ে উঠলো, 'তাহলে আপনি একটা পুলিস ডাকুন না? হ্যাঁ, আমি নিয়েছি। আপনার ছাতা, তা আপনি ডাকুন পুলিস! ওই তো, ওই মোড়েই তো একটা পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

ছাতার মালিক চলার গতি কমিয়ে দিলেন। সোপিও তাই—কারণ তার কেমন যেন আশঙ্কা হলো, ভাগ্য এবারেও তার প্রতি বিরূপ হবে। আর পুলিসটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওদের দুজনের দিকে।

'বটেই তো, তা বটেই তো,' ছাতাওলা ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝতেই পারছেন—মানে এ ধরনের ভুল তো হয়েই থাকে! আমি···মানে এটা যদি আপনার ছাতা হয়, তো আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আজ সকালেই আমি একটা রেঁস্তোরা থেকে এটাকে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি এটাকে নিজের ছাতা বলে চিনতে পেরে থাকেন তাহলে···মানে আমি আশা করি আপনি···'

'এটা অবশ্যই আমার,' সোপি ঝাঁজ ছড়িয়ে বললো।

ছাতার পূর্বতন মালিকটি সরে পড়লেন। একটু দূরে একটা গাড়ির সামনে দিয়ে একটি মহিলা রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিলেন। মহিলার পরনে সান্ধ্য-পোশাক, মাথায় সোনালি চুল, লম্বা ফর্সা চেহারা। পুলিসটি মহিলাকে সাহায্য করার জন্যে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো। মেরামতির কাজে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে থাকা একটা রাস্তা ধরে সোপি এবারে পুব দিকে এগিয়ে চললো। রাগ করে ছাতাটাকে সে একটা খুঁড়ে রাখা জায়গায় সজোরে গুঁজে দিলো। যাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ আর হাতে লাঠি, তাদের বিরুদ্ধে সে বিড়বিড় করে অনেক কটুকথাই বলছিলো। কারণ সোপি তাদের খপ্পরে ধরা পড়তে চায়, অথচ সোপিকে তারা যেন একটা রাজা-মহারাজা বলে মনে করছে, যার দ্বারা কোনো অন্যায়ই করা সম্ভব নয়।

অবশেষে সোপি পূর্বগামী এমন একটা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলো যেখানে আলোর ঝলকানি আর ভিড়ের কলরোল বেশ ক্ষীণ। এই রাস্তাটার দিকে মুখ

নামিয়ে সে ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকেই এগিয়ে চললো, কারণ বাড়িতে ফেরার সহজাত প্রবৃত্তিটা ঠিকই টিকে থাকে—এমন কি বাড়ি বলতে যদি পার্কের একটা বেঞ্চি হয়, তাহলেও।

কিন্তু একটা অস্বাভাবিক শান্ত নিস্তব্ধ মোড়ে গিয়ে সোপি একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনেই অদ্ভুত ধরনের একটা প্রাচীন গির্জা, দেয়ালের শীর্ষ অংশ একটা ত্রিকোণের মতো হয়ে কানাওলা ছাদের দিকে উঠে গেছে। বেগনী রঙের জানলায় একটা মৃদু আলোর আভা। ভেতরে নিঃসন্দেহে একজন বাদক অর্গানের চাবিগুলো টিপে টিপে এক মনে মহড়া দিয়ে চলেছে—আগামী রোববারের প্রার্থনাসঙ্গীতে নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চাইছে মানুষটা। কারণ অর্গানের সেই মধুর সুর সোপির কানে ভেসে এসেছে, তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে লোহার জটিল বেষ্টনীর কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

মাথার ওপরে চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ। রাস্তায় যানবাহন আর পথচারীর সংখ্যা খুবই কম। ছাদের প্রলম্বিত অংশের নিচে চড়ুই পাখিরা ঘুমঘুম সুরে কিচিরমিচির করছে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে এটা কোনো গ্রামীণ গির্জার দৃশ্য বলেও মনে হতে পারে। অর্গান-বাদকের বাজানো প্রার্থনাগীতির সুরটা সোপিকে লোহার বেষ্টনীর সঙ্গে একেবারে সেঁটে রাখে, কারণ ওই সুর তার অনেক দিনের চেনা—যে দিনগুলোতে তার জীবনে মা ছিলো, গোলাপ ফুল ছিলো, উচ্চাশা আর বন্ধুবান্ধব ছিলো আর ছিলো অকলঙ্ক পবিত্র চিন্তাধারা।

সোপির মনের ভাবগ্রাহী অবস্থা আর ওই প্রাচীন গির্জার প্রভাব, এই দুয়ে মিলে তার আত্মায় এক আকস্মিক এবং আশ্চয পরিবর্তন এনে দেয়। চকিত আতঙ্কে সে বুঝতে পারে, কোন্ অনন্ত গহ্বরে সে গড়িয়ে পড়েছে —বুঝতে পারে তার হীনস্তরের ঘৃণ্য দিনগুলোকে—তার মূল্যহীন আকাঙ্ক্ষা, মৃত আশা, ধ্বংস হয়ে যাওয়া গুণাবলী আর মূল উদ্দেশ্যগুলোকে—যা তার অস্তিত্বকে গড়ে তুলেছে। এবং মুহূর্তের মধ্যে তার হৃদয়ও রোমাঞ্চিত হয়ে এই অভিনব নতুন অনুভূতিতে সাড়া দেয়। এক তাৎক্ষণিক এবং বলিষ্ঠ আবেগ তাকে নিজের হতাশ ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। এই পঙ্কিলতা থেকে সে নিজেকে টেনে তুলবে, নিজেকে আবার একটা মানুষ করে গড়ে তুলবে, যে অশুভ শক্তি তাকে গ্রাস করে ফেলেছিলো তাকে সে জয় করবে। এখনও সময় আছে। এখনও অনেকের তুলনায় সে বয়সে নবীন—পুরনো দিনের উদগ্র উচ্চাশা-গুলোকে সে আবার জাগিয়ে তুলবে এবং নির্দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করবে। অর্গানের ওই গম্ভীর;অথচ সুমিষ্ট সুর তার মধ্যে একটা বিপ্লব জাগিয়ে দিয়েছে।

আগামীকালই সে সদর অঞ্চলে গিয়ে কাজ খুঁজবে। লোমওলা পশুর চামড়ার এক আমদানিকারক একবার তাকে গাড়ি চালাবার কাজ দিতে চেয়েছিলেন। আসছে কালই সোপি তাঁকে খুঁজে বের করে ওই চাকরিটা চাইবে। সে দুনিয়ার একজন হবে। সে…

সোপি অনুভব করলো, কে যেন তার বাহুতে হাত রেখেছে। দ্রুত ঘুরে তাকাতেই সে একটা পুলিসের চওড়া মুখখানা দেখতে পেলো।

'এখানে কি করছিস?' পুলিসটা জিগেস করলো।

'কিছু না,' জবাব দিলো সোপি।

'তাহলে আয় আমার সঙ্গে।'

পরের দিন সকালবেলা পুলিস-কাছারিতে হাকিম রায় দিলেন, 'তিন মাসের জন্যে দ্বীপে চালান।'

গোয়েন্দার সন্ধানে

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত সিঁদেল চোর, লুটেরা এবং খুনে গুণ্ডা অ্যাভেরি নাইটের সঙ্গে আমি সেণ্ট্রাল পার্কে হাঁটছিলাম।

'কিন্তু নাইট,' আমি ওকে বললাম, 'ব্যাপারটা ভীষণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। আধুনিক অপরাধের দুনিয়ায় যতোটুকু জানা গেছে তাতে তোমার পেশায় তুমি নিঃসন্দেহে কিছু কিছু দুর্দান্ত খেল দেখিয়েছো। পুলিসের একেবারে নাকের ডগায় তুমি কতকগুলো আশ্চর্যজনক কাজ করেছো—দুঃসাহসিকভাবে কয়েকজন লাখোপতির ঘরে ঢুকে, তাদের স্রেফ একটা ফাঁকা বন্দুক দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখে, তাদের সোনাদানা জহরত নিয়ে কেটে পড়েছো…ব্রডওয়েতে ঝলমলে বিজলি আলোর মধ্যে নাগরিকদের পিটিয়ে চিড়ে-চ্যাপটা করেছো…একেবারে প্রকাশ্যে খুনখারাবি আর রাহাজানি করেও দিব্যি অব্যাহতি পেয়ে গেছো। কিন্তু তুমি যে গর্ব করে বলছো, একটা খুন করার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে, যে গোয়েন্দাকে তোমাকে ধরার কাজে লাগানো হবে, আমাকে তুমি তার মুখোমুখি নিয়ে হাজির করবে—এটাতে কিন্তু আমার দস্তুরমতো সন্দেহ হচ্ছে। মনে রেখো, তুমি নিউ ইয়র্কে রয়েছো।'

অ্যাভেরি নাইট অসংযত ভঙ্গিতে হাসলো। তারপর গায়ে জ্বালা ধরানোর

সুরে বললো, 'তুমি আমার পেশাদারী অহঙ্কারে ঘা দিচ্ছো, ডাক্তার। আচ্ছা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বো।'

আমাদের প্রায় গজ বারো আগে একটি সমৃদ্ধ-দর্শন নাগরিক মোড়ের কাছাকাছি একরাশ ঝোপের পাশ দিয়ে ঘুরছিলো। হঠাৎ রিভলভার বের করে নাইট লোকটার পিঠে গুলি করলো। বেচারা পড়লো, আর নড়লো না।

নামজাদা খুনেটা তখন ধীরেসুস্থে লোকটার কাছে গিয়ে তার পোশাক-আশাক থেকে টাকা-পয়সা, ঘড়ি, একটা দামী আংটি আর গলার রুমালে লাগানো পিনটা নিয়ে নিলো। তারপর আমার কাছে ফিরে এসে সে প্রশান্ত ভঙ্গিতে একটু হাসলো —আমরা ফের চলতে শুরু করলাম।

দশ পা এগুতেই একটা পুলিসের সঙ্গে দেখা। গুলিটা যেখানে ছোড়া হয়েছিলো, পুলিসটা সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে। অ্যাভেরি নাইট তাকে থামিয়ে গম্ভীর মুখে বললো, 'এইমাত্র আমি একটা লোককে খুন করে তার যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছি।

'ভাগ এখান থেকে, নয়তো এক্ষুণি তোকে ফাটকে পুরে দেবো!' পুলিসটা রেগেমেগে বললো, 'তুই পত্রিকায় নিজের নামটা দেখতে চাস, তাই না? বাপের জন্মে শুনিনি, কেউ গুলি করে এসে এতো তাড়াতাড়ি ধরা দিয়েছে। এক্ষুণি বেরো পার্ক থেকে, নয়তো মজাটা বের করে দেবো!'

হাঁটতে হাঁটতে আমি তর্কের খাতিরে নাইটকে বললাম, 'তুমি যা করলে, সেটা কিন্তু সহজ ব্যাপার। তবে তোমার পিছু নেবার জন্যে ওরা যে গোয়েন্দাটিকে পাঠাবে, তার খোঁজ করতে গেলে দেখবে— তুমি একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছো।'

'হয়তো তাই,' নাইট হালকা চালে বললো। 'স্বীকার করছি, আমি কতোটা সফল হবো তা নির্ভর করবে, ওরা কোন্ ধরনের লোক আমার পেছনে লাগাবে— তার ওপরে সে যদি একটা সাধারণ সাদা পোশাকের লোক হয় তাহলে আমি হয়তো তাকে নজরই করতে পারবো না। আর ওরা যদি ওদের একটা নামজাদা টিকটিকিকে ব্যাপারটার ভার দিয়ে আমাকে সম্মানিত করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমার আরোহ পদ্ধতির ধূর্ততা এবং ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে আমি একটুও ভয় পাবো না।'

পরের দিন বিকেলে নাইট তার তীক্ষ্ণ মুখে একটা তৃপ্তির অভিব্যক্তি নিয়ে আমার অফিসে এসে ঢুকলো।

'কিহে, সেই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডটার কি খবর?' আমি জিগেস করলাম।

'যেমন হয়ে থাকে,' নাইট মৃদু হাসলো। 'আজ সকালে আমি পুলিস ফাঁড়ি আর করোনারের বিচারে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে আমার নাম ধাম লেখা কার্ডে বোঝাই একটা বাক্স লাশটার কাছে পাওয়া গেছে। ওরা তিনজন সাক্ষী পেয়েছে

•যারা গুলি করার দৃশ্যটা দেখেছে। তারা আমার চেহারাটার বর্ণনাও পুলিসকে দিয়েছে। বিখ্যাত গোয়েন্দা স্যামরক জোনসকে মামলাটার ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি কাজটা নিয়ে সাড়ে এগারোটার সময় সদর দফতর থেকে বেরিয়ে গেছেন। উনি যেতে পারেন ভেবে আমি দুটো অব্দি আমার ঠিকানায় অপেক্ষা করেছি।'

'দু তিন সপ্তাহ না যেতে, মানে এই খুনের ব্যাপারটা সবাই যতোক্ষণ না ভুলছে, ততোক্ষণ তুমি কিছুতেই জোনসের দেখা পাবে না।' আমি ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে হাসলাম, 'তোমার বিচক্ষণতা সম্পর্কে আমার অভিমতটা আরও উচ্চবর্গের ছিলো, নাইট। যে সাড়ে-তিন ঘণ্টা তুমি অপেক্ষা করেছ, তার মধ্যে সে তোমার জ্ঞানের সামানা পেরিয়ে গেছে। এখন সে খাঁটি আরোহ পদ্ধতিতে তোমার পেছনে লেগেছে এবং এভাবে কাজে লাগার পর কোনো অপরাধী আজ অব্দি, তার কাছে হাজির হতে পেরেছে বলে জানা যায়নি। কাজেই আমার পরামর্শ শুনে তুমি সে চেষ্টা ছেড়ে দাও।

'শোনো ডাক্তার, তার ধূসর চোখ দুটোতে এক চাকত দীপ্তি নিয়ে, চিবুক শক্ত করে নাইট বললো, 'যদিও তোমার শহরে এমন নজির আছে যে মোটামুটি ডজন খানেক হত্যাকারী তাদের অপকর্মটি করে ফেলার পর থেকে তাদের মামলার ভারপ্রাপ্ত টিকটিকির সঙ্গে আর দেখা করতে পারেনি, তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি— আমি সেই নজির ভেঙে দেবো। আসছে কালই আমি তোমাকে স্যামরক জোনসের কাছে নিয়ে যাবো— তোমার সামনে আমি তার মুখোশ খুলে দেবো এবং প্রমাণ করে দেবো যে তোমাদের শহরের আইনের একজন অধিকারিক এবং একজন হত্যাকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানোটা অসম্ভব কিছু নয়।'

'করো প্রমাণ, আমি বললাম। 'তাহলে তুমি পুলিস বিভাগের আন্তরিক ধন্যবাদ পাবে।'

পরের দিন নাইট একটা ট্যাক্সিতে চেপে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললো, 'জানো ডাক্তার, ইতিমধ্যে আমি দু একবার ভুল পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম। গোয়েন্দাদের কিছু কিছু পদ্ধতি আমার জানা আছে এবং সেই মতো কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তাতে করে শেষ অব্দি গিয়ে জোনসের দেখা পাবো। পিস্তলটা •৪৫ ক্যালিবারের ছিলো বলে ভেবেছিলাম, নির্ঘাৎ দেখবো জোনস সেই সূত্রটা নিয়ে ফর্টি-ফিফথ্ স্ট্রীটে কাজ করছে। তারপর আবার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গোয়েন্দাটির খোঁজ-খবর করলাম —তার কারণ লোকটার পিঠে গুলি করা হয়েছিলো তার মানে তখন কুয়াশা ছিলো। কিন্তু আমি কোথাও তার পাত্তা পাইনি।'

'পাবেও না', আমি জোর দিয়ে বললাম।

'সাধারণ পদ্ধতিতে পাবো না,' নাইট বললো। 'হয়তো একটা মাস আমি বিনা সফলতায় ব্রডওয়ের এধার থেকে ওধারে পায়চারি করে বেড়াবো। কিন্তু তুমি আমার অহঙ্কারে আঘাত দিয়েছো, ডাক্তার। আজই আমি যদি তোমায় স্যামবক জোনসকে দেখাতে না পারি তাহলে কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিনও আমি তোমাদের শহরে খুনখারাবি বা লুটতরাজ করবো না।'

'তুমি নির্বোধ,' আমি বললাম। 'আমাদের শহরের চোর-ছ্যাঁচোরবা আমাদের বাড়িতে ঢুকে বিনীত ভঙ্গিমায় হাজার হাজার ডলারের দামী দামী হীরে-জহরত দাবি করে। তারপর যাবার আগে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে তারা দু-এক ঘণ্টা ঝমাঝম করে পিয়ানো বাজিয়ে, তারপর বিদায় নেয়। তুমি তো নিছক একটা খুনে — কাজেই যে গোয়েন্দা তোমাকে খুঁজছে, তুমি তার সংস্পর্শে আসতে পারবে বলে কি করে আশা করো?'

অ্যাভেরি নাইট খানিকক্ষণ চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলো।

'পেয়ে গেছি!' শেষে অদ্ভি ঝলমলে চোখ তুলে তাকালো মানুষটা। 'টুপিটা মাথায় চড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে এসো। কথা দিচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি গিয়ে স্যামবক জোনসের মুখোমুখি দাঁড়াবে।'

অ্যাভেরি নাইটের সঙ্গে আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। চালককে সে কি নির্দেশ দিয়েছিলো, আমি শুনিনি। কিন্তু গাড়িটা সপ্রতিভ গতিতে ব্রডওয়ে দিয়ে যেতে যেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মোড় ঘুরে ফিফথ অ্যাভেনিউতে ঢুকে, শেষে উত্তর দিকে এগুতে লাগলো। দ্রুত স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে আমি চলেছি এক আশ্চর্য এবং সহজাত গুণসম্পন্ন হত্যাকারীর সঙ্গে—যার বিশ্লেষণী প্রতিভা এবং চমৎকার আত্মবিশ্বাস আমার কাছে তাকে দিয়ে এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে, একই সঙ্গে একজন হত্যাকারী এবং তার অনুসন্ধানকারী নিউ ইয়র্কের এক গোয়েন্দার সঙ্গে সে আমার মুলাকাত করিয়ে দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অমন একটা কাণ্ড সম্ভব হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

'তুমি কোনো ফাঁদে গিয়ে পড়বে না তো?' আমি বললাম, 'ধরো তোমার সূত্রটা, তা সে যা-ই হোক না কেন, যদি আমাদের স্বয়ং পুলিস কমিশনার আর ডজন খানেক পুলিসের সামনে নিয়ে হাজির করায়?'

'প্রিয় ডাক্তার,' নাইট সামান্য আড়ষ্ট গলায় বললো, 'আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমি জুয়াড়ি নই।'

'মাফ করো ভাই,' আমি বললাম, 'তবে আমার মনে হয় না, তুমি জোনসের দেখা পাবে।'

অ্যাভিনিউর একটা অন্যতম সুন্দর বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা থামলো। বাড়ির সামনে লম্বা লাল মোচওলা একটা লোক ক্রমাগত পায়চারি করছিলো। তার কোটের বুকের কাছে গোয়েন্দাদের পরিচয়-চিহ্নটা লাগানো। মুখ মোছার জন্যে সে মাঝে মাঝেই মোচটা খুলছিলো এবং নিউ ইয়র্কের নামজাদা গোয়েন্দাটির সুপরিচিত মুখটা আমি তখন দেখেই চিনে ফেললাম। বাড়িটার জানলা-দরজাগুলোর দিকে জোনস তখন কড়া নজর রাখছিলো।

'তাহলে দেখলে তো, ডাক্তার?' নাইট তার কণ্ঠস্বরে জয়ের সুর আর চেপে রাখতে পারলো না।

'আশ্চর্য···অদ্ভুত!' ট্যাক্সিটা ফিরতি পথে রওনা হতেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। 'কিন্তু এটা তুমি কি করে করলে? আরোহনের কোন পদ্ধতিতে···'

'প্রিয় ডাক্তার,' নামজাদা খুনীটি আমাকে বাধা দিয়ে বললো, 'গোয়েন্দারা আরোহ পদ্ধতিটা ব্যবহার করে। কিন্তু আমার পদ্ধতি আরও আধুনিক। ছোটো-খাটো সূত্র থেকে রহস্য সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় নিদারুণ মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে না গিয়ে, আমি অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে পদ্ধতিটা কাজে লাগালাম, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। প্রথমত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবারিত দিবালোকে প্রকাশ্য জায়গায় একটা অদ্ভুত নৃশংস পরিবেশে অপরাধটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যেহেতু সব চাইতে সুদক্ষ গোয়েন্দাটিকেই এ ব্যাপারে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে—অতএব অপকর্মকারীকে কোনোদিনই আবিষ্কার করা যাবে না। অতীতের নজির অনুসারে তোমার কি মনে হয় আমার সিদ্ধান্তটা যথার্থ?'

'হয়তো তাই,' আমি নাছোড়ের মতো বললাম, 'কিন্তু ধরো যদি বিগ বিল ডেভ···'

'থামো তো!' মৃদু হেসে নাইট আমাকে থামিয়ে দিলো, 'ও সব আমি অনেক শুনেছি। ওসব পুরনো হয়ে গেছে। তারপর আমি বলছি, শোনো।

'আমার যুক্তি হলো, সেরা গোয়েন্দা-প্রতিভাদের কাজে লাগানো সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কের হত্যাকারীরা যদি অনাবিষ্কৃতই থেকে যায় তাহলে এ কথা অবশ্যই সত্যি যে গোয়েন্দারা ভুল পথ ধরে তাদের কাজে এগুচ্ছে। এবং শুধু ভুল পথেই নয়, তারা এগুচ্ছে সঠিক পথের একেবারে বিপরীত দিকে। এটাই হচ্ছে আমার সূত্র।

'লোকটাকে আমি সেন্ট্রাল পার্কে খুন করেছিলাম। এবারে আমি তোমার কাছে নিজের একটা বর্ণনা দিচ্ছি।

'আমি লম্বা, মুখে কালো দাড়ি এবং প্রচারে আমার বিতৃষ্ণা। মুখ করে বলার

মতো টাকাকড়ি আমার নেই। জইয়ের খাবার আমার পছন্দ নয় এবং আমার জীবনের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা হলো, বড়োলোক হয়ে মরা। আমি স্বভাবে শীতল এবং হৃদয়হীন। স্বগোত্রের মানুষের জন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই এবং ভিখিরিদের আমি কক্ষণো একটা পয়সাও দিই না বা দানধ্যানও করি না।

'বুঝলে ডাক্তার, এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের বর্ণনা—যাকে ওই ধূর্ত গোয়ান্দাটির সন্ধান করার কথা। নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক অপরাধ জগতের ইতিহাসের সঙ্গে তুমি পরিচিত, কাজেই এই অনুসন্ধানের ফলাফল তোমার আগে থেকেই বলতে পারা উচিত। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে টিকটিকিকে আমার পেছনে লাগানো হয়েছে, তোমার অবিশ্বাসী দৃষ্টির সামনে আমি তাকে হাজির করবো তখন তুমি আমাকে উপহাস করেছিলে- কারণ তুমি বলেছিলে, নিউ ইয়র্কে গোয়েন্দা এবং খুনেদের মধ্যে কক্ষণো মুলাকাত হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়ে দিলাম, সেটা সম্ভব।'

কিন্তু তুমি কি করে এটা করলে?' আমি ফের জিগেস করলাম।

'খুবই সহজ.' নামজাদা খুনীটি জবাব দিলো। 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম, গোয়েন্দাটা যে সূত্রগুলো পেয়েছে তার ঠিক উলটো দিকে ছুটবে। আমি তোমাকে নিজের একটা বর্ণনা দিয়েছি। কাজেই গোয়েন্দাটা অবশ্যই এমন একজনের সন্ধানে কাজে লাগবে যার চেহারাটা বেঁটেখাটো, মুখে সাদা দাড়ি. যে পত্রিকার খবর হতে ভালোবাসে, ভীষণ বড়োলোক, জইয়ের খাবার পছন্দ করে, গরীব হিসেবে মরতে চায় এবং ভীষণ উদার ও সদাশয় প্রকৃতির মানুষ। এই অব্দি পৌঁছে যাবার পর আমার মনটা আর একটুকুও দ্বিধা করলো না। তাই আমি তক্ষুণি তোমাকে জানিয়ে দিলাম, শ্যামরক জোনস কোথায় অ্যানড্রু কার্নেগির বাড়ির কাছে তাল ঠুকছে।'

'নাইট, তুমি সত্যিই অদ্ভুত!' আমি বললাম, 'তোমার সংশোধনের আশঙ্কা না থাকলে, উনিশ নম্বর পুলিস-ফাঁড়ির পক্ষে তুমি সত্যি কি চমৎকার চামচাই না হতে।'

ছবি

পার্কের কাছে কার্লসন চ্যামাসের ফ্ল্যাটবাড়ি। ফিলিপস তাঁকে সন্ধ্যার ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো দিয়ে গিয়েছিলো। নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ চিঠিগুলো বাদে দুটো

চিঠিতে বিদেশী ডাকঘরের ছাপ—একই জায়গা থেকে এসেছে চিঠি দুটো। একটাতে একটি মহিলার ছবি। অন্যটাতে একটা সুদীর্ঘ চিঠি। কার্লসন বহুক্ষণ ধরে চিঠিটার মধ্যে ডুবে রইলেন। চিঠিটা অন্য একটি মহিলার কাছ থেকে এসেছে এবং তাতে ওই ছবির মহিলাটির সম্পর্কে মধুতে ডোবানো অনেক বিষাক্ত হুল আর বাঁকা বাঁকা অনেক শ্লেষাত্মক কথা সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা।

কার্লসন চিঠিটাকে হাজার টুকরো করে ছিঁড়ে, বারবার সেটার ওপর দিয়ে পায়চারি করতে করতে নিজের মহার্ঘ গালচেটাকে জীর্ণ করে তুলতে শুরু করলেন। বনের জন্তুকে খাঁচায় পুরলে সে ঠিক এমনটিই করে—আর করে সংশয়ের অরণ্যে বন্দী হয়ে থাকা মানুষ।

আস্তে আস্তে চ্যামার্সের অস্থিরতা দূর হলো। গালচেটা মন্ত্রপূত নয়। তার ওপর দিয়ে ষোলো ফুট হাঁটা যায়, কিন্তু তিন হাজার মাইল নিয়ে যাবার ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করা তার সাধ্যের অতীত।

ঘরে ফিলিপসের আবির্ভাব হলো। সে কখনো ঘরে এসে ঢোকে না, অনিবার্য-ভাবে তার আবির্ভাব হয়—ঠিক একটা চটপটে ভূতের মতো।

'রাত্তিরে কি আপনি এখানেই খাবেন, স্যার ? না বাইরে ?' জিগেস করলো সে।

'এখানে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে,' জবাব দিলেন চ্যামার্স। বিষণ্ন মনে তিনি শুনছিলেন, জানুয়ারী মাসের দমকা বাতাস বাইরের ফাঁকা রাস্তায় যেন গ্রীক বায়ু-দেবতা ঈওল্যাসের বাঁশি হয়ে বাজছে।

'শোনো,' অদৃশ্য হতে থাকা ভূতটির উদ্দেশে চ্যামার্স ফের বললেন, 'পার্কের পাশ দিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় দেখলাম, অনেক লোক সেখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা লোক উঁচু মতো একটা কিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে। ওরা কেন ওখানে অমন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জানো ?'

'ওদের ঘরবাড়ি নেই, স্যার।' ফিলিপস বললো, 'বাক্সের ওপরে দাঁড়ানো মানুষটি রাতটার মতো ওদের জন্যে একটা বাসস্থান জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যাঁরা ওঁর কথা শুনতে জড়ো হন, তাঁরা ওঁকে কিছু কিছু টাকা-পয়সা দেন। উনি তখন সেই টাকায় ওদের মধ্যে যতোজনকে সম্ভব কোনো বাসাবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তাই ওরা অমন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। যে যেমন আগে আসে, সে তেমন আগে আগে শোবার জায়গা পায়।'

'খাবার দেবার সময় হলে ওদের মধ্যে একজনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' চ্যামার্স বললেন, 'সে আমার সঙ্গে এখানে বসে রাতের খানা খাবে।'

'ইয়ে…মানে, কাকে…' চাকরি-জীবনে ফিলিপস এই প্রথম আমতা-আমতা করতে শুরু করলো।

'যাকে ইচ্ছে হবে,' চ্যামার্স বললেন। 'দেখে নিতে পারো, লোকটা মোটামুটি ভদ্রগোছের কি না। আর একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে ভালো। ব্যাস, আর কিছু নয়।'

কার্লসন চ্যামার্সের পক্ষে এমন খলিফার মতো আচরণ নেহাতই অস্বাভাবিক। কিন্তু ওই দিন রাত্রে তিনি অনুভব করছিলেন, প্রচলিত কোনো ওষুধবিষুধেই তার মনের বিষণ্নতা কাটবার নয়। মন-মেজাজ ভালো করতে হলে খানিকটা খামখেয়ালী বেহিসাবী এবং উদ্ভট কাজকর্ম তাকে করতেই হবে।

সেই আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিলিপস আশ্চর্য প্রদীপের ক্রীতদাসের মতো সমস্ত কাজকর্ম সেরে ফেললো। নিচের রেস্তোরাঁ থেকে পরিচারকরা ঝটিতি ওপরে চমৎকার খাবারদাবার পৌঁছে দিলো। গোলাপী ঢাকনা দেওয়া মোমবাতির আভায় মনোরম হয়ে উঠলো দুজনের জন্যে সাজানো খাওয়ার টেবিলটা। এবং তারপরেই একজন কার্ডিনালকে সসম্ভ্রমে নিয়ে আসার মতো ভঙ্গিতে কিংবা একটা সিঁদেল চোরকে ধরে রাখার মতো ভঙ্গিমায় ফিলিপস থরথর করে কাঁপতে থাকা অতিথিটিকে ঘরে নিয়ে এলো—আশ্রয়প্রার্থী ভিখারীদের সারি থেকে এই লোকটাকে সে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

সাধারণ ভাষায় এই সমস্ত লোককে ধ্বংসস্তূপই বলা হয়। তুলনাটা এখানে ব্যবহার করলে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা চলে, লোকটা যেন আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো বস্তুর পরিত্যক্ত অবশিষ্ট অংশ। কিন্তু এখনও কিছু কিছু চমকিত স্ফুলিঙ্গ তার কাঠামোটাকে আলোকিত করে রেখেছে। লোকটা সবেমাত্র হাত মুখ ধুয়ে এসেছে—বলি দেবার আগে রীতি অনুযায়ী যেমনটি করানো হয়, ফিলিপস জোরজার করে ওকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়েছে। মোমবাতির আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা সুন্দর আসবাবে সাজানো ঘরের মধ্যে ঠিক যেন একটা মূর্তিমান বিচ্যুতি। মুখটা অসুস্থ মানুষের মতো ফ্যাকাশে। প্রায় চোখ অব্দি সারা মুখে লাল রঙের আইরিশ কুত্তার চামড়ার মতো খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি। ফিলিপসের চিরুনি লোকটার হালকা বাদামী চুলগুলোকে বশে আনার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে—দীর্ঘ দিন আগেই চুলগুলো জট পাকিয়ে অনবরত পরে মাথায় থাকা জীর্ণ টুপিটার একটা ছাঁচ হয়ে গেছে। কোণঠাসা খেঁকি কুকুরের মতো লোকটার চোখ দুটো হতাশা আর অবজ্ঞায় ভরা। গায়ের মলিন কোটটা একেবারে গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো, কিন্তু সিকি ইঞ্চিটাক কলার ওপর দিক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। খাওয়ার

গোল টেবিলটার ওধারে চ্যামার্স নিজের কুর্সি থেকে উঠে দাঁড়াবার পরেও লোকটার ভাবভঙ্গি অদ্ভুত অকুন্ঠিতই রয়ে গেলো।

'আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে খেলে আমি খুশি হবো,' গৃহস্বামী বললো।

'আমার নাম প্লুমার,' রাজপথের অতিথিটি কর্কশ আর আগ্রাসী কণ্ঠে বললো। 'আপনি যদি আমার মতো হন, তাহলে আপনি যার সঙ্গে খাবেন তার নামটা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন।'

'আমি এখুনি বলতে যাচ্ছিলাম আমার নাম চ্যামার্স,' চ্যামার্স খানিকটা তাড়াহুড়ো করে বললেন। 'তুমি আমার উলটো দিকে এসে বসবে?'

প্লুমার নিজের হাঁটু দুটো একটু বাঁকালো, যাতে ফিলিপস তার বসার জন্যে কুর্সিটা ঠেলে দেয়। তার ভাবভঙ্গিতে মনে হয়, এর আগেও বিভিন্ন ভোজসভায় সে যোগ দিয়েছে। ইতিমধ্যে ফিলিপস কুঁচো মাছ আর জলপাই দিয়ে পরিবেশন শুরু করলো।

'চমৎকার!' প্লুমার চেঁচিয়ে উঠলো, 'একটা একটা করে খাবার দেওয়া হবে, তাই না? বহুত আচ্ছা, বাগদাদের অধিপতি! খড়কে কাঠি পরিবেশন করা অব্দি আমি আপনার শাহেরজাদ। শীত পড়ার পর থেকে সত্যিকারের প্রাচ্যের গন্ধ মাখা একজন খলিফার সঙ্গে এই আমার প্রথম মুলাকাত। কি ভাগ্য আমার! সারিতে আমি ছিলাম তেতাল্লিশ নম্বর। সবেমাত্র মাথা গোনা শেষ করেছি, এমন সময় আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্যে আপনার দূত গিয়ে হাজির। পরের বার প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে আমার যতোটুকু আশা আছে, আজ রাতে একটা বিছানা পাবার জন্যেও আমার ঠিক ততোটুকুই আশা ছিলো। তা আমার জীবনের করুণ কাহিনী আপনি কিভাবে শুনবেন, মি. আল রসিদ—এক একটা পদের সঙ্গে এক একটা অধ্যায়, নাকি খাওয়াদাওয়া শেষ করে চুরুট আর কফি সহযোগে একসঙ্গে একটা গোটা সংস্করণ?'

'এই পরিস্থিতিটা তোমার কাছে অভিনব নয় বলেই মনে হচ্ছে,' চ্যামার্স মৃদু হাসলেন।

'আজ্ঞে না, দিব্যি কেটে বলছি! বাগদাদে যেমন মাছি, নিউ ইয়র্কও তেমনি ছোটোখাটো হারুণ অল রসিদে বোঝাই। আমার গপ্পো শোনার জন্যে বার কুড়ি পেট পুরে খাওয়ার কথা মাথায় ঢুকিয়ে আমাকে আটকে রাখা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে আপনি এমন একটা লোককে পাকড়াও করুন তো যে মাগনায় আপনাকে কিছু না কিছু দেবে! ওরা একই সঙ্গে কৌতূহল আর বদান্যতার বেসাতি করে। অনেকেই সামান্য এক ডলার বাজি রেখে কাজ হাসিল করতে চায়। আর অল্প কয়েকজন

আবার খলিফার ভূমিকায় নেমে ভালো ভালো জিনিস খাওয়ায়। কিন্তু ওরা প্রত্যেকেই পাদটিকা, পরিশিষ্ট আর অপ্রকাশিত অংশ সমেত পুরো আত্মজীবনীটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের না করা অব্দি আপনার কাছে তদ্বির তদারক চালিয়ে যাবে। পাতাল পথের প্রাচীন বাগদাদে খাওয়াদাওয়ার হাতছানি কাছে আসছে দেখলে কি করতে হবে, আমি জানি। শান বাঁধানো রাস্তায় তিনবার কপাল ঠুকে, আমি তখন খাদ্যের বিনিময়ে গল্পের জাল বোনার জন্যে তৈরি হই। ওদের কাছে আমি নিজেকে পরলোকগত টমি টাকারের বংশধর বলে দাবী জানাই—যিনি হজম হয়ে যাওয়া খাদ্যের বদলে নিজের কণ্ঠের সুর অন্যের কাছে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

'আমি তোমার কাহিনী শুনতে চাই না,' চ্যামার্স বললেন। 'তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, রাতে একসঙ্গে বসে খাবো' বলে হঠাৎ খেয়ালের বশে আমি কোনো অজানা-অচেনা লোককে ডেকে আনতে বলেছিলাম। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার কোনো রকম কৌতূহলের জন্যে তোমার কোনো ভোগান্তি হবে না।'

'আরে ধুস!' উৎসাহী আগ্রহে সুরুয়াটা আক্রমণ করতে করতে অতিথি বললে, 'ওতে আমি কিছু মনে করি না। আসলে আমরা, যারা বিছানার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়াই, এ সমস্ত ব্যাপারের জন্যে আমাদের একটা বাঁধা দর আছে। প্রায়ই কেউ না কেউ থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চায়, কি করে আমাদের এমন দুরবস্থা হলো। তখন একটা স্যাণ্ডুইচ আর এক গ্লাস বিয়ার পেলে বলি, মদই আমার এই সর্বনাশ করেছে। যারা কর্নড বিফ, বাঁধাকপি আর এক পেয়ালা কফি খাওয়ায়, তাদের বলি নিষ্ঠুর জমিদার—ছ মাস হাসপাতালে পড়ে থাকা আর চাকরি খোয়ানোর গপ্পো। ভালো মাংসের স্টেক আর শোবার বন্দোবস্ত করার জন্যে যারা হাতে নগদে পয়সা দেয়, তারা শুনতে পায় ওয়াল স্ট্রীটের করুণ কাহিনী—ভাগ্যের দোষে ব্যাঙ্ক উঠে যাবার পর থেকে অবস্থার এই অধোগতি। কিন্তু এমন ধারা খাবারদাবার এই প্রথম জুটলো, তাই এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বলার মতো কোনো গল্পও আমার ঘটে নেই। সুতরাং বলছিলাম কি, মি চ্যামার্স, আপনি যদি শোনেন তো আমি আপনাকে এর সত্যিকারের কারণটাই বলবো। তবে বানানো গল্পের চাইতে সেটা আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা আরও কঠিন হবে।'

এক ঘণ্টা বাদে ফিলিপস টেবিল সাফ করে চুরুট আর কফি নিয়ে এলো। বিচিত্র অতিথিটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে কুর্সিতে ঠেস দিয়ে বসলো। তারপর মুখে এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে জিগেস করলো, 'আপনি কখনও শেরার্ড প্লুমারের নাম শুনেছেন?'

'নামটা মনে পড়ছে,' চ্যামার্স বললেন। 'ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন। কয়েক বছর আগে বেশ নামডাকও ছিলো বোধহয়।'

'পাঁচ বছর আগে।' অতিথিটি বললো, 'তারপর এক টুকরো সীসের মতো আমি তলিয়ে গেলাম। শেষ প্রতিকৃতিটা আমি দুহাজার ডলারে বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু তারপর কেউ মাগনাতেও আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে চায়নি।'

'কেন, কি এমন হলো? চ্যামার্স জিগেস না করে পারলেন না।

'মজার ব্যাপার,' প্লামার বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বললো। 'ব্যাপারটা আমিও ঠিক সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। কিছুদিন আমি একটা ছিপির মতো ভেসে রইলাম, অসংখ্য মানুষের মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়লো, প্রচুর কাজকর্ম পেতে লাগলাম। খবরের কাগজগুলো কায়দা-দোরস্ত চিত্রকর হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করলো। এবং তারপরেই মজার ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো। আমি কোনো ছবি আঁকা শেষ করলেই লোকে সেটা দেখতে এসে ফিসফাস করে কথা বলতো, পরস্পরের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাতো। খুব শীগগিরি বুঝতে পারলাম গোলমালটা কোথায়।

'আমার একটা সহজাত দক্ষতা ছিলো—প্রতিকৃতির মুখে আমি আসল মানুষটার গোপন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতাম। কি করে করতাম তা জানি না—আমি যা দেখতাম তাই আঁকতাম—অথচ ব্যাপারটা হয়ে যেতো। যারা ছবি আঁকাতো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভীষণ রেগে যেতো, ছবি নিতে চাইতো না। একবার আমি উঁচু তলার সমাজে জনপ্রিয় এক দারুণ সুন্দরী মহিলার ছবি এঁকেছিলাম। ছবিটা শেষ হবার পর মহিলার স্বামী সারা মুখে এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং পরের সপ্তাহেই তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে আদালতে আবেদন করলেন।

'মনে আছে, একবার এক নামজাদা ব্যাঙ্কের মালিক ছবি আঁকাবার জন্যে আমার সামনে বসেছিলেন। তাঁর ছবিটা আমি আমার চিত্রশালার প্রদর্শনীতে রেখেছিলাম। একদিন তার পরিচিত এক ভদ্রলোক ছবিটা দেখতে এসে বলে ফেললেন, 'হে ভগবান! লোকটা কি সত্যি সত্যি এই রকমই দেখতে নাকি'? আমি ভদ্রলোককে বললাম যে ছবিটা একেবারে যথাযথভাবেই আঁকা হয়েছে। তিনি বললেন, 'কিন্তু লোকটার চোখে অমন অভিব্যক্তি তো আমি আগে কখনও লক্ষ্য করিনি! ভাবছি আজই যাবার পথে অফিস-পাড়ায় নেমে, আমি আমার অ্যাকাউন্টটা অন্য কোনো ব্যাঙ্কে বদলি করে নেবো'। সেদিন অফিস পাড়ায় উনি নেমেছিলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা হাপিস হয়ে গিয়েছিলো এবং সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের মালিকও।

'আমার ব্যবসাটা লাটে উঠতে বেশি সময় লাগলো না। আসলে কোনো মানুষই ছবিতে তার গোপন নিচ প্রবৃত্তিগুলোর প্রকাশ দেখতে চায় না। মানুষ হেসে বা নিজেদের মুখ বিকৃত করে আপনাকে ঠকাতে পারে, কিন্তু ছবি তা পারে না। ছবি আঁকার জন্যে আর কোনো ফরমাশই আমি পাচ্ছিলাম না, তাই ছবি আঁকা আমাকে ছেড়ে দিতে হলো। কিছুদিন একটা পত্রিকায় শিল্পী হিসেবে কাজ করলাম, তারপর নিলাম ছবির ব্লক খোদাইয়ের কাজ। কিন্তু তাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও আমাকে সেই একই সমস্যায় পড়তে হলো। কোনো আলোকচিত্র থেকে ছবি আঁকলে, আমার আঁকায় এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আর অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো যেগুলো ফটোতে খুঁজে পাওয়া যেতো না—কিন্তু আসল মানুষটার মধ্যে হয়তো তা থাকতো। খদ্দেররা এই নিয়ে ভীষণ সোরগোল করতো, বিশেষ করে মহিলারা—তাই কোনো চাকরিই আমি বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখতে পারতাম না। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আমি তখন সুরার বুকে ক্লান্ত মাথাটা গুঁজে রাখতে শুরু করলাম এবং খুব শীগগিরি বিনা পয়সায় শোবার জায়গা খোঁজা লোকগুলোর সারিতে গিয়ে ভিড়লাম। সেই সঙ্গে খাবার সংগ্রহের চেষ্টায় গল্পও বলতে লাগলাম মুখে মুখে তৈরি করে। হে খলিফা, আমার এই সত্যনিষ্ঠ বিবৃতি কি আপনাকে ক্লান্ত করে তুললো? আপনি চাইলে, আমি আমার কাহিনীটা ওয়াল স্ট্রিটের সেই সর্বনাশা ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সেজন্যে এক ফোঁটা অশ্রুপাতের প্রয়োজন আছে এবং আমার আশঙ্কা, এমন চমৎকার খাওয়াদাওয়ার পর সেটা আমি হুটপাট করে আনতে পারবো না।'

'না না, তোমার কথা আমার ভীষণ ভালো লাগছে,' চ্যামার্স বললেন। 'আচ্ছা, তোমার সব ছবিতেই কি মানুষের কিছু কিছু অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো না কি তার ব্যতিক্রমও থাকতো?'

'হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতো—সাধারণভাবে শিশু, অনেক মহিলা আর বেশ কিছু পুরুষমানুষের বেলাতেও তা হতো। সব মানুষই খারাপ নয়, বুঝলেন! তারা ভালো হলে আমার ছবিও তেমনি হতো। আপনাকে যা বলেছি, তা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না—কিন্তু আপনাকে আমি সত্যি কথাটাই বলেছি।'

ওই দিনই বিদেশ থেকে ডাকে পাওয়া আলোক চিত্রটা চ্যামার্সের লেখার টেবিলে পড়েছিলো। দশ মিনিট বাদে তিনি প্লুমারকে সেটা দেখে দেখে রঙিন পেন্সিলে একটা রেখাচিত্র আঁকার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টা বাদে শিল্পী উঠে দাঁড়ালো। তারপর শ্রান্ত ভঙ্গিতে হাত-পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাই তুলে বললো, 'হয়ে গেছে। এতোটা সময় নিলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আসলে কাজটার মধ্যে

আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাল রাতে শোবার জায়গা জোটেনি, বুঝলেন। তাই এবারে আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।'

চ্যামার্স দরজা অব্দি লোকটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিলেন।

'দিন, যা পাওয়া যায়!' প্লুমার বললো, 'ধন্যবাদ। রাতের তোফা খাবারটার জন্যেও ধন্যবাদ। আজ রাতে আমি পালকের বিছানায় শুয়ে বাগদাদের স্বপ্ন দেখবো। আশা করি আসছে কাল সকালে উঠে দেখবো না যে আজকের এই ঘটনাটা আসলে একটা স্বপ্ন। বিদায় খলিফা।'

চ্যামার্স ফের তাঁর গালচের ওপরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কিন্তু যে টেবিলের ওপরে প্লুমারের আঁকা ছবিটা পড়ে ছিলো, সেটার থেকে যতোটা দূর দিয়ে সম্ভব তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন। দুবার, তিন বার তিনি টেবিলটার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পারলেন না। ছবির সোনালী, মেটে আর বাদামী রঙগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু ছবিটাকে ঘিরে রাখা একটা আতঙ্কের পাঁচিল তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখছিলো। খানিকক্ষণ বসে থেকে চ্যামার্স নিজেকে শান্ত করে তোলার চেষ্টা করলেন। তারপর লাফিয়ে উঠে ঘণ্টি বাজিয়ে ফিলিপসকে ডাকলেন।

'এই বাড়িতে মি. রেইনম্যান বলে একজন অল্পবয়সী শিল্পী থাকেন,' চ্যামার্স বললেন। 'তুমি তাঁর ফ্ল্যাটটা চেনো?'

'একেবারে ওপরের তলায় সামনের দিকের ফ্ল্যাটটা, স্যার।' ফিলিপস জবাব দিলো।

'তুমি গিয়ে তাকে বলো, তিনি যেন দয়া করে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে আমার এখানে একটু আসেন।'

রেইনম্যান তক্ষুণি এসে হাজির হলো। চ্যামার্স তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'মি. রেইনম্যান, ওই টেবিলটাতে প্যাস্টেলে আঁকা একটা ছবি রয়েছে। আপনি একটা ছবি হিসেবে এবং ওটার শিল্পসম্মত গুণাগুণ সম্পর্কে আমাকে আপনার অভিমতটা জানালে, আমি খুশি হবো।'

তরুণ শিল্পীটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবিটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। চ্যামার্স অন্য দিকে অর্ধেক ঘুরে, নিজের কুর্সিটার পিঠে ঝুঁকে রইলেন।

'ওটা…ওটা আপনার কেমন লাগছে?' আস্তে আস্তে জিগেস করলেন চ্যামার্স।

'আঁকা হিসেবে আমার কোনো প্রশংসাই ছবিটার পক্ষে যথেষ্ট নয়,' শিল্পী

বললো। 'এ এক মহান শিল্পীর হাতের কাজ—যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সূক্ষ্ম আর বিশ্বস্ত। ছবিটা আমাকে একটু বিহ্বল করে দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে প্যাস্টেলের এতো ভালো কাজ আমি দেখিনি।'

'ছবির মুখ…মানে বিষয়টা…মানে ছবি দেখে আসল মানুষটার সম্পর্কে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'এ মুখ যেন ঈশ্বরের এক আপন দূতের মুখ। জিগেস করতে পারি কি, কে এই…'

'আমার স্ত্রী!' চিৎকার করে উঠলেন চ্যামার্স, তারপর বোঁ করে ঘুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ শিল্পীর ওপরে। এক হাতে রেইনম্যানের হাত দুটো আঁকড়ে ধরে, অন্য হাতে তার পিঠে চাপড় মারতে মারতে তিনি বললেন, 'ও এখন ইউরোপ সফর করছে। ওই ছবিটা আপনি নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে ওটার থেকে আপনার জীবনের সেরা ছবিটা আঁকুন। আর তার দামের প্রশ্নটা আপনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।'

মনের মতো

টেক্সাসের ক্যাকটাস সিটি একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা। ওখানে জ্বর আর সর্দি-কাশির আপদ বালাই নেই। ওখানকার 'ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাট' নামে শুকনো জিনিসপত্রের দোকানটাও নেহাৎ হেলাফেলা করার মতো নয়।

ক্যাকটাস সিটির বিশ হাজার মানুষ নিজেদের পছন্দমতো জিনিস কেনার জন্যে মুক্তহস্তে পয়সা খরচ করে। এই টাকা-পয়সার মোটা অংশটাই চলে যায় ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাটে। যতোটা জায়গা জুড়ে ওদের বিশাল পাকাবাড়িটা গড়ে উঠেছে, সেখানে এক ডজন ভেড়ার পাল স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে পারে। ওখানে আপনি সাপের চামড়ার টাই, মোটর গাড়ি বা পঁচাশি ডলারে বিশ রকম রঙে মেয়েদের আধুনিকতম কেতার কোট কিনতে পাবেন। কলর‍্যাডোর নদীর পশ্চিমে ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাটাই প্রথম পেনির প্রচলন শুরু করে। দোকানের বড়ো কর্তাদের এককালে গবাদি পশুর খামার ছিলো। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিনি-পয়সার ঘাস একদিন ফুরিয়ে গেলেও পৃথিবীর অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে না।

প্রতি বছর বসন্তকালে দোকানের বড়ো শরিক ন্যাভারো—বয়েস পঞ্চান্ন,

জন্মসূত্রে অর্ধেক ইস্পাহানি, সক্ষম এবং মার্জিত রুচিসম্মত মানুষ—জিনিপত্র কেনা-কাটা করতে নিউ ইয়র্কে যান। কিন্তু এ বছরে তাঁর আর অতোটা দূরের পথে যেতে ইচ্ছে করছিলো না। নিঃসন্দেহে ওঁর বয়েস হচ্ছে। আজকাল দিবানিদ্রার সময় হওয়ার আগে উনি বেশ কয়েকবারই নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকান।

'টিম,' ছোটো শরিককে ডেকে উনি বললেন, 'এ বছরে তুমিই কেনাকাটা করতে যাবে।'

'শুনেছি নিউ ইয়র্ক একটা সম্পূর্ণ প্রাণহীন শহর,' প্ল্যাটকে ক্লান্ত দেখালো। 'কিন্তু তাহলেও আমি যাবো। পথে কয়েক দিনের জন্যে স্যান অ্যান্টোনিয়োতে গিয়ে না হয় একটু ফুর্তিটুর্তি করবো।'

দু সপ্তাহ বাদে পুরোপুরি টেক্সাসের পোশাকে– গায়ে কালো ফ্রক কোট, মাথায় চওড়া-কানার নরম সাদা টুপি, জামার তিন-চার ইঞ্চি উঁচু কলারে কালো টাই বাঁধা—এক ভদ্রলোক লোয়ার ব্রডওয়েতে পাইকারি স্যুটের দোকান জিজবাম অ্যাণ্ড সনে গিয়ে ঢুকলেন।

বুড়ো জিজবামের চোখ দুটো বকের মতো তীক্ষ্ণ আর স্মৃতিশক্তি মাতঙ্গের মতো। ওঁর মনটা ছুতোরদের গজকাঠির মতো তিন ধাপে খোলতাই হয়। একটা পিঙ্গল বর্ণের মেরু ভালুকের মতো সামনে এগিয়ে গিয়ে উনি প্ল্যাটের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

'মি. ন্যাভারো কেমন আছেন?' উনি জিগেস করলেন, 'এ বছরে এই সফরটা তাঁর কাছে খুব বেশি লম্বা বলে মনে হলো বুঝি? ঠিক আছে, তাঁর বদলে আমরা মি. প্ল্যাটকেই স্বাগত জানাচ্ছি।'

'একেবারে ঠিক ধরেছেন,' প্ল্যাট বললো। 'কিন্তু কি করে বুঝলেন তা জানার জন্যে আমি চল্লিশ একর জলসেচ বিহীন জমি দিয়ে দিতে রাজি আছি।'

'আমি জানি, 'জিজবাম মৃদু হাসলেন। 'যেমন জানি, এ বছর এল প্যাসোতে সাড়ে আঠাশ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে যা স্বাভাবিকের চাইতে পনেরো ইঞ্চি বেশি এবং তার ফলে শুধু বছরের বরাদ্দ দশ হাজার ডলারের বদলে এবারের বসন্তে ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাট পনেরো হাজার ডলারের স্যুট খরিদ করবে। কিন্তু সেসব কথাবার্তা কাল হবে। প্রথমে আপনি আমার ব্যক্তিগত অফিস ঘরে বসে একটা চুরুট ধরান, সেটা আপনার মুখের ভেতর থেকে রায়ো গ্রাঁদ দিয়ে চোরাই-চালান করা চুরুটের স্বাদ মুছে দেবে।'

তখন শেষ-বিকেল, সেদিনের মতো কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। একটা আধপোড়া চুরুট নিয়ে জিজবাম নিজের ব্যক্তিগত অফিস ঘরে প্ল্যাটকে রেখে

ছেলের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ছেলে তখন অফিস থেকে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে স্কার্ফে লাগাবার হীরে বসানো পিনটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

জিজবাম বললেন, 'অ্যাবে, আজ রাতে তোমায় একটু মি. প্ল্যাটকে নিয়ে বেরুতে হবে। ওঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবকিছু দেখিয়ে আনবে। গত দশ বছর ধরে ওঁরা আমাদের খদ্দের। মি. ন্যাভারো যখনই এসেছেন, আমি একটু সময় পেলেই তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছি। কিন্তু মি. প্ল্যাটের বয়েস কম, এই প্রথম উনি নিউ ইয়র্কে এলেন—ওঁকে সহজেই আনন্দ দিতে পারা উচিত।'

'ঠিক আছে, আমি ওঁকে নিয়ে বেরুবো।' পিনটার মুখ আঁট করে লাগিয়ে অ্যাবে বললো, 'হোটেল অ্যাস্টরে খাওয়াদাওয়া সেরে গানবাজনা শুনতে শুনতেই সাড়ে দশটা বেজে যাবে। আমাদের টেক্সাস মশাই ততোক্ষণে কম্বলের নিচে গুটিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। তারপর রাত সাড়ে-এগারোটায় আমার আবার একটা নেমন্তন্ন আছে।'

পরের দিন সকাল দশটায় কাজের জন্যে তৈরি হয়ে প্ল্যাট দোকানে গিয়ে ঢুকলো। তার কোটের সামনের দিকে ভাঁজ করা অংশটাতে এক গুচ্ছ হাইয়াসিনথ ফুল পিন দিয়ে সাঁটা। জিজবাম নিজে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাট ভালো খদ্দের, নগদ দাম মিটিয়ে প্রতিবার ওরা ছাড়ের সুযোগ নেয়।

'আমাদের ছোট্ট শহরটাকে আপনার কেমন লাগলো?' জিগেস করলেন জিজবাম। ওঁর মুখে ম্যানহাট্টানের বৈশিষ্ট্যময় বোকাবোকা মৃদু হাসি।

'গতকাল রাতে আপনার ছেলে আর আমি জায়গাটা একটু ঘুরেফিরে দেখলাম। তবে আমি এখানে থাকতে রাজি নই। আপনাদের এখানকার জলটা ভালো, কিন্তু ক্যাকটাস সিটিতে আলো অনেক বেশি।'

'আমাদের ব্রডওয়েতে তো বেশ আলো, তাই নয় কি?'

'ছায়াও অনেক,' প্ল্যাট বললো। 'আপনাদের এখানকার ঘোড়াগুলোকেই আমার সব চাইতে বেশি ভালো লাগলো।'

স্যুটের নমুনা দেখাতে জিজবাম ওকে ওপরের তলায় নিয়ে গেলেন। তারপর একটি কেরানীকে বললেন, 'মিস অ্যাশারকে এখানে আসতে বলো।'

মিশ অ্যাশার ঘরে এসে ঢুকলো এবং ন্যাভারো অ্যাণ্ড প্ল্যাট কোম্পানীর প্ল্যাট এই প্রথম রোম্যান্সের আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোর স্পর্শ অনুভব করলো। কলোরাডোর ধারে দাঁড়ানো গ্রানাইট পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে সে বিস্ফারিত চোখে ওর

দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক। তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে সামান্য লাল হয়ে উঠলো মেয়েটি, যেটা ওর রীতিবিরুদ্ধ।

জিজবাম অ্যাণ্ড সনের সেরা মডেল এই মিস অ্যাশার। মাথায় সোনালি চুল, শরীরের মাপ নির্ধারিত চাহিদা আটত্রিশ-পঁচিশ-বিয়াল্লিশের চাইতে একটু ভালো। দু বছর ধরে ও জিজবামদের কাজ করছে এবং নিজের কাজটা ও ভালোমতোই বোঝে। ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল কিন্তু শীতল। ইচ্ছে করলেই ও এমনভাবে তাকাতে পারে যাতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা পুরুষমানুষের দৃষ্টি দ্রুত কেঁপে উঠে নরম হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, খদ্দেরদের ও দেখেই চিনতে পারে।

'মি. প্ল্যাট, এবারে আমি আপনাকে এই হালকা রঙের প্রিনসেস গাউনগুলো দেখাতে চাই।' জিজবাম বললেন, 'এগুলো আপনার দেশের আবহাওয়ার পক্ষে আদর্শ। মিস অ্যাশার, তুমি আগে এইটে দেখাও।'

চট করে সাজঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এলো সুন্দরী মডেলটি। যতোবার ও সাজ-বদলে আসে, প্রতিবারই নতুন পোশাকে ওকে যেন আরও অপরূপা বলে মনে হয়। নিজের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিমূঢ় খদ্দেরটির সামনে এসে দাঁড়ায়, খদ্দেরটি নিশ্চল আর হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে আর জিজবাম পোশাকটার কেতা-কায়দা সম্পর্কে নানান স্তুতিবাদ বলে যেতে থাকেন। মডেলটির মুখে এক টুকরো ক্ষীণ, নৈর্ব্যক্তিক, পেশাদারী হাসি—হাসিটা যেন ক্লান্তি বা অবজ্ঞার মতো কোনো অভিব্যক্তিকে আড়াল করে রেখেছে।

পোশাক দেখানোর পালা শেষ হয়ে যাবার পর প্ল্যাটকে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো। খদ্দেরটি হয়তো অন্য কোথাও ভেগে যাবে—এই আশঙ্কায় জিজবামও সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু প্ল্যাট তখন মনে মনে চিন্তা করে দেখছে, ক্যাকটাস সিটিতে বাড়ি করার পক্ষে সব চাইতে সেরা জমি কোন্‌টা, কোন্ জায়গাটাতে সে তার ভাবী স্ত্রীর জন্যে বাড়ি তুলবে। আর যাকে ঘিরে তার এই চিন্তা, সে সেই মুহূর্তে সাজঘরে নিজের অঙ্গ থেকে একটা সান্ধ্য-পোশাক ছেড়ে রাখছে।

'আপনি নিজের ইচ্ছেমতো সময় নিন, মি. প্ল্যাট।' জিজবাম বললেন, আজকের রাত্তিরটা ভেবে দেখুন। এই দামে এমন জিনিস আপনি কোথাও পাবেন না। আমার আশঙ্কা, নিউইয়র্ক আপনার কাছে বোধ হয় খানিকটা নীরস আর একঘেয়ে লাগছে। আপনার মতো একজন অল্প বয়সী যুবক···হ্যাঁ, মেয়েদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করার ইচ্ছে থাকবে বৈকি! আজ সন্ধ্যায় একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাবেন? মিস অ্যাশার কিন্তু ভারি ভালো মেয়ে, ও আপনার সময়টা খুব ভালোভাবে কাটাতে সাহায্য করবে।'

'উনি তো আমাকে চেনেনই না,' প্ল্যাট অবাক হয়ে গেলো। 'আমার সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না! উনি কি যাবেন? আমার সঙ্গে তো ওঁর আলাপও হয়নি।'

'ও যাবে কি না?' ভ্রূ জোড়া তুলে জিজবাম বললেন, 'যাবে বৈকি, আলবৎ যাবে! আমি আপনাদের আলাপ করিয়ে দেবো। অবশ্যই যাবে।'

উঁচু গলায় উনি মিস অ্যাশারকে ডাকলেন। সাদা জামা আর সাদাসিধে একটা কালো স্কার্ট পরে মিস অ্যাশার শান্ত এবং সামান্য উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকলো।

'আজ সন্ধ্যায় তুমি মি. প্ল্যাটের সঙ্গে বাইরে কোথাও খেতে গেলে উনি খুশি হবেন,' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জিজবাম বললেন।

'অবশ্যই যাবো, খুব আনন্দের সঙ্গেই যাবো,' ছাদের দিকে তাকিয়ে মিস অ্যাশার বললো। 'আমার ঠিকানা, ৯১১ নম্বর ওয়েস্ট টুয়েনটিয়েথ স্ট্রীট। আপনি কখন আসবেন?'

'ধরুন সাতটা।'

'বেশ, কিন্তু দয়া করে তার আগে আসবেন না। আমি একজন স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একই ঘরে থাকি। ঘরে কোনো পুরুষমানুষ নিয়ে যাবার ব্যাপারে ওর আপত্তি আছে। আমাদের কোনো বৈঠকখানাও নেই, কাজেই আপনাকে হলঘরে অপেক্ষা করতে হবে। যথাসময়ে আমি তৈরি হয়েই থাকবো।'

সাড়ে-সাতটার সময় প্ল্যাট এবং মিস অ্যাশারকে ব্রডওয়ের একটা রেস্তোরাঁর টেবিলে দেখা গেলো। মিস অ্যাশারের পরনে কালো মিহি কাপড়ের সাদাসিধে পোশাক। প্ল্যাট জানতো না, এটা মিস অ্যাশারের দৈনিক কাজেরই অঙ্গ। একটা ভদ্রস্থ খানার ফরমাশ দিলো সে। মিস অ্যাশার তার দিকে এক ঝলক ঝিলমিলে হাসি ছড়িয়ে জিগেস করলো, 'আমি কোনো পানীয় নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' প্ল্যাট বললো, 'যা ইচ্ছে হয়, নাও।'

'একটা ড্রাই মার্টিনি,' পরিচারককে বললো ও।

পরিচারক পানীয়টা এনে মিস অ্যাশারের সামনে রাখতেই প্ল্যাট হাত বাড়িয়ে সেটা নিজের দিকে টেনে নিলো, 'এটা কি জিনিস?'

'কেন, একটা ককটেল!'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো বিশেষ ধরনের চায়ের ফরমাশ করেছো। কিন্তু এটা তো মদ! এটা তোমার খাওয়া চলবে না। হ্যাঁ, তোমার নামটা কি বলো তো?'

'ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে আমি হেলেন,' উত্তাপহীন কণ্ঠে জবাব দিলো ও।

'শোনো হেলেন,' টেবিলের দিকে ঝুঁকে প্ল্যাট বললো, 'প্রতি বছর বসন্তকালে

যখন ঘাসের বনে ফুল কোটে তখন আমি এমন একজনের কথা ভাবি যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, যার কথা কোনোদিনও শুনিনি। গতকাল যে মুহূর্তে তোমাকে দেখলাম তখনই বুঝতে পারলাম, সেই মানুষটি তুমি। আসছে কাল আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আমি জানি তুমি এতে রাজি হবে, কারণ তুমি প্রথম যখন আমার দিকে তাকালে তখন আমি তোমার চোখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। আপত্তি করে কোনো লাভ নেই, কারণ রাজি তোমাকে হতেই হবে। এই নাও, এখানে আসার পথে আমি তোমার জন্যে এই ছোট্ট উপহারটা নিয়ে এসেছি।'

টেবিলের ওধার থেকে একটা দু-ক্যারাটের হীরে বসানো ঝকমকে আংটি এগিয়ে দিলো প্ল্যাট। কাঁটা চামচ দিয়ে মিস অ্যাশার সেটা ফের প্ল্যাটের দিকে ঠেলে দিলো, 'দরকার নেই।'

'ছাখো, আমি কয়েক লাখ ডলারের মালিক,' প্ল্যাট বললো, 'পশ্চিম টেক্সাসে আমি তোমার জন্যে একটা দারুণ বাড়ি তৈরি করে দেবো।'

'লক্ষ লক্ষ ডলার থাকলেও আপনি আমাকে কিনতে পারবেন না। আমি ভাবতেও পারিনি আপনি এ ধরনের লোক! প্রথমবার দেখে আপনাকে অন্যদের মতো মনে হয়নি, কিন্তু এখন দেখছি আপনারা সবাই এক।'

'সবাই মানে কারা?' প্ল্যাট জিগেস করলো।

'সব খদ্দেররা। চাকরির খাতিরে আপনাদের সঙ্গে খানাপিনা করতে হয় বলে আপনারা মনে করেন, আপনারা আমাদের যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন। যাকগে, ও সমস্ত কথা যেতে দিন। তবে আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্যদের চাইতে আলাদা। কিন্তু এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম।'

'পেয়ে গেছি!' এক হঠাৎ-খুশির আবেগে প্ল্যাট আঙুল দিয়ে টেবিল বাজিয়ে প্রায় উচ্ছ্বসিত আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো, 'উত্তর দিকে নেলসনদের জায়গাটাই সব চাইতে ভালো হবে। ওখানে সজীব ওক গাছের একটা বিশাল কুঞ্জবন আর প্রকৃতির দেওয়া একটা বিশাল পুকুর আছে। পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে, একটু পেছন দিকে নতুন বাড়িটা তোলা যাবে।'

'আপনার তামাকের নলটা ধরিয়ে নিন,' মিস অ্যাশার বললো। 'স্বপ্নটা ভেঙে দিয়ে আপনাকে জাগাতে হলো বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু কোন জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা আপনাদের একটু বুঝে নেওয়া উচিত। আপনি জিজি বুড়োর মালপত্র কিনবেন বলে চাকরির খাতিরে আমাকে আপনার সঙ্গে বাইরে খেতে হবে, আপনি যাতে আনন্দে সময়টা কাটাতে পারেন সেজন্যে আপনাকে সঙ্গ দিয়ে সাহায্য

করতে হবে—কিন্তু তাই বলে আপনার কেনা ফ্ল্যাটে আপনি আমাকে নিয়ে তুলতে পারবেন, তেমন আশা কক্ষণো করবেন না।'

'তুমি কি বলতে চাইছো যে তুমি সব খদ্দেরের সঙ্গেই এভাবে বেরোও এবং তারা ···তারা সবাই তোমার সঙ্গে আমার মতো করে কথা বলে ?'

'সবাই অভিনয় করে। তবে একটা বিষয়ে আপনি তাদের হারিয়ে দিয়েছেন, তা বলতেই হবে। ওরা সবাই মুখে মুখে হীরে-জহরতের কথা বলে, কিন্তু আপনি সত্যিই একটা হীরে হাতছাড়া করেছেন।'

'তুমি কতোদিন চাকরি করছো, হেলেন ?'

'নামটা মুখস্ত করে ফেলেছেন, তাই না ? হ্যাঁ, আট বছর হলো আমি নিজের খরচ চালাচ্ছি। প্রথমে খদ্দেরদের কাছ থেকে হিসেব করে টাকা-পয়সা নিতাম, মালপত্র বেঁধে দিতাম—তারপর জিনিসপত্র বিক্রি করতাম—তারপর পোশাকের মডেল হতে হলো। কিন্তু টেক্সাস মশাই, এবারে একটু মদ নিলে খাবারটা একটু কম শুকনো লাগতো না কি ?'

'তুমি আর মদ খাবে না। ওতে যে কি সাংঘাতিক···যাকগে, কালকে আমি দোকানে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবো। এখান থেকে যাবার আগে আমি তোমাকে মোটর গাড়িতে চাপিয়ে দোকান থেকে নিয়ে আসতে চাই। এখানে আমাদের ওই একটা জিনিসই কেনা দরকার।'

ওহ্, আপনি এ সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ করুন। এ ধরনের কথা শুনে শুনে আমার বিরক্তি এসে গেছে।'

খাওয়াদাওয়ার পর ব্রডওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা গাছগাছালিতে ভরা একটা পার্কে গিয়ে পৌঁছলো। পার্কের গাছপালাগুলো সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গাছের তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা পথ ধরে যেতে যেতে সে নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলো— তাই দেখতে পেলো, পথের আলোয় মডেলটির চোখে দু ফোঁটা অশ্রু ঝিলমিল করছে।

'এটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে না,' প্ল্যাট বললো। 'কি হয়েছে ?'

'না, কিছু মনে করবেন না।' মিস অ্যাশার বললো, 'আসলে আপনাকে প্রথম বার দেখে আমি ভাবিনি যে আপনিও ওই ধরনের। কিন্তু আপনারা সবাই সমান। তা এখন আপনি আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন, না কি আমায় পুলিস ডাকতে হবে ?'

প্ল্যাট মেয়েটিকে ওর বোর্ডিং-এর দরজায় পৌঁছে দিলো। সদর দালানে এক মিনিট দাঁড়ালো দুজনে। মেয়েটি দুচোখে এমন ঘৃণা নিয়ে প্ল্যাটের দিকে তাকালো

যে তার অমন কঠিন বুকও কাঁপতে শুরু করলো। তার হাত মেয়েটির কোমর মোটে অর্ধেকটা জড়িয়েছিলো, ঠিক তখনই মেয়েটি তার মুখে এক প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে বসলো।

প্ল্যাট একটু পেছিয়ে যেতেই আংটিটা কোত্থেকে যেন শান বাঁধানো মেঝেতে পড়ে গেলো। হাতড়ে হাতড়ে প্ল্যাট ফের খুঁজে পেলো আংটিটাকে।

'এবারে ওই অকেজো হীরের আংটিটা নিয়ে আপনি বিদেয় হোন, খদ্দের মশাই!' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু এটা তো অন্য আংটি···বিয়ের আংটি!' সোনার মসৃণ আংটিটা করতলে নিয়ে প্ল্যাট বললো।

আধো অন্ধকারে মিস অ্যাশারের চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠলো।

'কি বললেন? আপনি কি সত্যিই বলছেন যে···'

তখুনি বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন দরজাটা খুলে দিলো।

'তাহলে চলি, শুভরাত্রি।' প্ল্যাট বললো, 'কাল দোকানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

মিস অ্যাশার এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে, স্কুল-শিক্ষয়িত্রীকে ঘুম থেকে তোলার জন্যে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো। সে বেচারী 'আগুন' বলে চিৎকার করার জন্যে তৈরি হয়ে উঠে বসে সচিৎকারে জিগেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'আমিও তো তাই জানতে চাইছি! তুই তো ভূগোল পড়েছিস এমা, তোর জানা উচিত। আচ্ছা, ক্যাক···ক্যাক···ক্যারাক···সম্ভবত ক্যারাকাস সিটি···ওই নামের শহরটা কোথায়, জানিস?'

'তুই এইজন্যে আমাকে ঠেলে তুললি? তোর সাহস তো কম নয়? ক্যারাকাস সিটি তো ভেনিজুয়েলায়।'

'শহরটা কি রকম?'

'মোটামুটিভাবে ওটা ভূমিকম্প, নিগ্রো, বাঁদর, ম্যালেরিয়া জ্বর আর আগ্নেয়গিরির দেশ।'

'ওসবে আমি পরোয়া করিনে।' মিস অ্যাশার খুশিয়াল সুরে বললো, 'কালই আমি সেখানে চলে যাচ্ছি।'

পঁচিশ বছর আগে স্কুলের বাচ্চারা সুর করে পড়তো। সুরটা হতো অনেকটা গির্জার যাজকদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ক্লান্ত করাত-কলের একঘেয়ে গুঞ্জনের মাঝামাঝি। না, কারুর সম্পর্কেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তক্তা আর করাতের গুঁড়ো—দুইই আমাদের প্রয়োজন।

আমাদের শারীরবৃত্তের ক্লাস থেকে জন্ম নেওয়া একটা ছোট্ট সুন্দর শিক্ষামূলক ছড়ার কথা আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। ছড়াটার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য পংক্তি ছিলো : 'পায়ের-নলি মানব-দেহের দীর্ঘ-তম হাড়।'

মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত দৈহিক এবং আত্মিক তথ্যগুলো যদি ওইভাবে সুর এবং যুক্তি সহযোগে আমাদের তরুণ মনগুলোতে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো, তাহলে কি অপরিমেয় উপকারই না হতো! কিন্তু দৈহিক গঠনতন্ত্র, সঙ্গীত এবং দর্শন সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি তা নেহাতই তুচ্ছ।

এই তো সেদিন, আমি একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলাম। এক টুকরো আলোক রশ্মির প্রয়োজন হয়েছিলো আমার। সাহায্যের আশায় আমি তখন সেই স্কুলের দিনগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু সেই শক্ত বেঞ্চিগুলো থেকে গুঞ্জিত হয়ে ওঠা আমাদের সেই অনুনাসিক স্বরধ্বনির মধ্যে থেকেও আমি এমন কোনো স্বর মনে করে উঠতে পারিনি, যেটাকে সম্মিলিত মানবজাতির কণ্ঠস্বর হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বলা যেতে পারে, পুঞ্জীভূত মানুষের একত্রিত কণ্ঠধ্বনি। অথবা, একটা বড়ো শহরের কণ্ঠস্বর।

এখন কথা হচ্ছে, ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরের কোনো অভাব নেই। আমরা কবির কাব্য-সঙ্গীত, নদীর কল্লোল, আগামী সোমবার যে লোকটা পাঁচটা ডলার চায় তার কথা, প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের সমাধিতে খোদাই করে রাখা শিলালিপি, ফুলের ভাষা, ভোর চারটের সময় দুধের পাত্র বিলি করার আগেকার প্রাথমিক প্রস্তাবনা-সমস্ত কিছুরই অর্থ বুঝতে পারি। কিছু কিছু এমন লম্ব-কর্ণও আছেন যারা নাকি মি. এইচ জেমসের উগরে দেওয়া বাণীতে তৈরি হওয়া বাতাসের তীব্র চাপে নিজেদের মধ্যকর্ণের কম্পনও স্পষ্ট বুঝতে পারেন। কিন্তু শহরের কণ্ঠস্বর বলতে কি বোঝায়, তা কে বুঝবে?

আমি তা খুঁজতে বের হলাম।

প্রথমে জিগেস করলাম অরেলিয়াকে। ওর পরনে একটা সাদা···ইয়ে—মানে পাতলা পোশাক। মাথার টুপিতে কিছু নীল রঙের ঝুমকো ফুল আর ফিতে, যার শেষ প্রান্তগুলো এখানে—সেখানে লুটোপুটি খাচ্ছে।

'আচ্ছা বলো তো,' নিজের কোনো কণ্ঠস্বর নেই বলে আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'এই বিরাট···মানে বিশাল···আর···ইয়ে, বাচাল শহরটা—কি বলে? নিশ্চয়ই এটার কোনো কণ্ঠস্বর আছে। শহরটা কি তোমাকে কখনও কিছু বলেছে? ওর কথাগুলো তুমি কিভাবে বোঝ? ব্যাপারটা বিপুল, কিন্তু নিশ্চয়ই এর কোনো চাবিকাঠি আছে।'

'মেয়েদের তোরঙ্গের মতো?'

'না না, দয়া করে ঢাকনার কথা তুলো না। আসলে আমার মনে হয়, প্রত্যেক শহরেরই একটা কণ্ঠস্বর আছে। যারা তা শুনতে পায়, তাদের কাছে ওদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার আছে। তা এই বড়ো শহরটা তোমাকে কি বলে, বলো তো?'

'সব শহর একই কথা বলে,' অরেলিয়া বিচক্ষণের মতো বললো। 'এখানে কিছু বলা হলে, সেটা ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে আসে। কাজেই, ওরা সকলেই একমত।'

'চল্লিশ লক্ষ মানুষ এখানে একটা দ্বীপের মধ্যে গাদাগাদি করে আছে, আমি দার্শনিকের মতো বললাম। 'ওয়াল স্ট্রীট বেষ্টিত এই দ্বীপের অধিকাংশটাই স্থলভাগ। এতো ছোট্ট জায়গায় এতোগুলো পরিবারের একত্র সমাবেশের ফলে এদের মধ্যে অবশ্যই একটা অভিন্নতা···কিংবা বলা যায়, একটা সমগোত্রীয়তা গড়ে উঠেছে যা এক সার্বজনীন বাচনিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। এটাকে তুমি বলতে পারো ভাষান্তরের ঐক্য, একটা সাধারণ ভাবধারাকে স্ফটিকের মতো কেলাসিত করে তোলা—যেটাকে বলা যায় 'শহরের ব্যক্ত ইচ্ছা'। তুমি কি আমাকে বলতে পারো, সেটা কি?'

অরেলিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে হাসলো। সিঁড়ির উঁচু চাতালটাতে বসেছিলো ও। একগুচ্ছ অবাধ্য আইভি দোল খাচ্ছিলো ওর ডান কানের কাছে। নাকের ওপরে এক টুকরো নির্লজ্জ জোৎস্নার ঝিকিমিকি। কিন্তু আমি তবু অনড় অটল।

'আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, এ শহরের মনের কথাটা কি।' আমি বললাম, 'এটা একটা কাজ এবং আমি এটা করবোই। অন্যান্য শহরগুলোর কণ্ঠস্বর আছে। নিউ ইয়র্ক যেন আমার হাতে একটা চুরুট তুলে দিয়ে বলে না বসে,

'দেখুন মশাই, সকলের কাছে প্রকাশ করে দেবার জন্যে আমি কিছু বলতে পারবো না'।' গলা চড়িয়ে আমি বললাম, 'অন্য কোনো শহর তেমনটি করে না। শিকাগো নির্দ্বিধায় বলে, 'আমি বলবো'। ফিলাডেলফিয়া বলে, 'আমার বলা উচিত'। নিউ অর্লিয়েন্স বলে, 'আমি বলতাম'। লুইসভিল বলে, 'আমি বললেও আমার কিছু এসে-যাবে না'। সেণ্ট লুইস বলে, 'মাপ করবেন'। পিটসবার্গ বলে, 'যেতে দিন ও সমস্ত কথা'। এখন নিউ ইয়র্ক…'

অরেলিয়া মৃদু হাসলো।

'বেশ,' আমি বললাম, 'আমি তাহলে অন্য কারুর কাছ থেকে এটা খুঁজে বের করবো।'

আমি একটা প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলাম। প্রাসাদের মেঝেতে টালি বেছানো, ছাদের কাছে ডানাওলা দেবশিশুদের মূর্তি আর চত্বরে একটা পুলিস। পিতলের বেষ্টনীতে পা তুলে, বিশপের এলাকায় পানশালার সেরা পরিচারক বিলি ম্যাগনাসকে আমি বললাম, 'বিলি, তুমি তো দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্কে বাস করছো। আচ্ছা, এই শহরটার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি? তোমার কি মনে হয় না, এর কলকলানি বকবকানি যেন ক্রমশ বেড়ে উঠতে উঠতে একটা জগাখিচুড়ির ঢেলার মতো হয়ে কাউণ্টার পেরিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে যায়, যা একটা তীব্র শ্লেষের মতো হয়ে এই শহরটাকে…'

'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন,' বিলি বললো, 'পাশের দরজায় কে যেন ঘণ্টির বোতামটাতে ঘুঁষি ছুঁড়ছে।'

লোকটা চলে গেলো, ফিরে এলো টিনের একটা খালি বালতি নিয়ে। বালতিটা ভর্তি করে সে আবার উধাও হয়ে গেলো। তারপর ফিরে এসে বললো, 'আমার গিন্নী। ও দু বার করে ঘণ্টি বাজায়। খাওয়ার সময় ও আবার এক গ্লাস বিয়ার খেতে ভালোবাসে কিনা! ও আর ওর বাচ্চাটা এসেছিলো। আমার ওই খুদে ছানাটা যে কিভাবে উঁচু কুর্সিটাতে বসে বিয়ার আঁকড়ে ধরে, তা যদি কখনও দেখতেন! হ্যাঁ, আপনি কি বলছিলেন যেন? আসলে আমি ওই দুবার ঘণ্টি শুনলেই কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ি! তা আপনি কি চাইলেন, বেসবল খেলার ফলাফল না একটা জিন ফিজ?'

'জিঞ্জর এল,' আমি জবাব দিলাম।

ব্রডওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় একটা পুলিসকে দেখতে পেলাম। পুলিসরা বাচ্চাদের কোলে তোলে, মেয়েদের পার করায় আর পুরুষদের ভেতরে ঢোকায়।

'সীমা না পেরিয়ে থাকলে, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন জিগেস করবো।' আমি বললাম, 'নির্জন প্রহরে আপনি নিউ ইয়র্ক শহরকে দেখেন। এই শহরের শ্রবণ যোগ্যতা বজায় রাখা আপনার এবং আপনার সহকর্মী পুলিসদের কাজ। এই শহরের নিশ্চয়ই একটা সামাজিক কণ্ঠস্বর আছে, যা আপনাদের বোধগম্য। রাতের নির্জন প্রহরে টহল দেবার সময় আপনি নিশ্চয়ই তা শুনেছেন। এর কলোরোল আর চিৎকার-চেঁচামেচির সংক্ষিপ্ত অর্থটা কি? শহরটা কি বলে আপনাকে?'

'শহরটা কিছুই বলে না, ইয়ার!' পুলিসটি লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, 'আমি হুকুম পাই ওপর-মহল থেকে। তা তুমি তো সুস্থ আছো বলেই মনে হয়। তুমি বরং কয়েক মিনিটের জন্যে একটু দাঁড়াও আর টহলদারটার দিকে চোখ দুটো একটু খুলে রাখো।'

পুলিসটি পাশের রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো সে। তারপর খানিকটা রুক্ষ সুরেই বললো, 'গত মঙ্গলবার আমাদের বিয়ে হয়েছে। ওদের স্বভাব তো জানো! প্রতিদিন রাত নটার সময় ও ওই মোড়টাতে আসে—স্রেফ একটু দেখা করতে। আর আমি সাধারণত যেমন করেই হোক, ওখানে গিয়ে হাজির হই। হ্যাঁ, একটু আগেই তুমি আমাকে কি একটা জিগেস করলে যেন? শহরে কি চলছে, তাই না? এই তো, ছাদে দু-একটা বাগান হয়েছে—সবেমাত্র খোলা হলো। এই তো, বারোটা বাড়ির পরেই।'

রাস্তার যানবাহনের জটিল জাল পেরিয়ে আমি একটা ছায়াময় পার্কের প্রান্তে গিয়ে হাজির হলাম। বেদীর ওপরে সোনালি রঙের, কুটিল, বীরত্বময়, সুস্থির এবং বায়ু-শাসিত এক কৃত্রিম ডায়না তাঁর নামে উৎসর্গ করা স্বচ্ছ আলোর দীপ্তিতে আকাশের পটভূমিকায় চিকচিক করছেন। ওই পথ ধরেই আমার টুপিপরা কবি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কবিতার চরণ আওড়াতে আওড়াতে এলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম।

'বিল', আমি বললাম (সাময়িকপত্রে ওর নাম ক্লেয়ন), 'তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো। আমি এই শহরের কণ্ঠস্বর খুঁজে বের করার কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। বুঝতেই পারছো, এটা একটা বিশেষ হুকুম। সাধারণ ক্ষেত্রে হেনরি ক্লিউজ, জন. এস. স্যুলিভান, এডওয়ার্ড ম্যারখাম, মে আরউইন আর চার্লস স্যোয়াবকে নিয়ে একটা সম্মেলন-সভা ডাকলেই কাজ মিটে যেতো। কিন্তু এটা একটা আলাদা ব্যাপার। আমরা শহরের আত্মার একটা বিস্তারিত, কাব্যিক এবং অতীন্দ্রিয় কণ্ঠোচ্চারণ ও তার অর্থ জানতে চাই। এ ব্যাপারে একমাত্র তুমিই আমাকে খানিকটা ইঙ্গিত দিতে পারো। কয়েক বছর আগে একটা লোক নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নেমে,

সেখানকার ধ্বনির তীক্ষ্ণতাটা আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলো—সেটা পিয়ানোর একেবারে নিচু পর্দারও প্রায় ফুট দুই নিচে। এখন কথা হচ্ছে, এর চাইতে উচ্চদরের সমর্থন না পেলে তুমি তো নিউ ইয়র্ককে কোনো পর্দাভুক্ত করতে পারবে না! তবে নিউ ইয়র্ক কথা বললে কি বলতো, সেই সম্পর্কে তুমি আমাদের একটা ধারণা দিতে পারো। ধ্বনিটা অবশ্যই খুব বলিষ্ঠ এবং সুদূর-প্রসারী হতে বাধ্য। তাকে পাবার জন্যে সুরের পর্দায় এক সুতীব্র ঝনৎকর তুলতে হবে। দিনের যানবাহনের গর্জন, রাতের হাসি আর গান, ডক্টর পার্কহার্স্টের সুললিত সুর, র‍্যাগ টাইমের নাচ-গান, কান্না, ট্যাক্সির চাকার অস্ফুট গুঞ্জন, প্রেস এজেন্টের চিৎকার, বাগানের ছাদে ঝরনার রিনিঝিনি, ফেরিওয়ালার চেঁচামেচি, পার্কে প্রেমিকদের মৃদু ফিসফিসানি—সমস্ত শব্দই সেই ধ্বনির মধ্যে থাকবে। তারা মিলে যাবে না, কিন্তু মিশে থাকবে এবং সেই মিশ্রণ থেকে তৈরি হবে সারাংশ, তারপর সারাংশ থেকে হবে নির্যাস···এক শ্রবণসাধ্য নির্যাস, যার একটি ফোঁটা থেকে সৃষ্টি হবে আমাদের প্রার্থিত বস্তুটির।'

'গত সপ্তাহে স্টিভালের স্টুডিওতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিলো, মনে আছে?' কবি খুক খুক করে হাসলো, 'আমি এখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমার 'বসন্তের অর্ঘ' কবিতাটার প্রতিটি শব্দ ও পুনরাবৃত্তি করেছে। ঠিক এই সময়ে ওর উক্তিই শহরের মধ্যে সব চাইতে সপ্রতিভ। আচ্ছা, এই তালগোল পাকানো টাইটা কেমন দেখাচ্ছে, বলো তো? একটাকে ঠিকভাবে পরার আগে আমি চারটাকে ছিঁড়েছি।'

'আর আমি যে কণ্ঠস্বরের কথাটা তোমাকে জিগেস করলাম?'

'না, ও গান গায় না,' ক্লেমন বললো। 'তবে ওর মুখে আমার 'অ্যানজেল অফ দ্য ইনশোর উইণ্ড' কবিতাটার আবৃত্তি তোমার শোনা উচিত।'

আমি এগিয়ে গেলাম। পত্রিকা ফেরি করতে থাকা ছেলেটা গোলাপি রঙের কাগজগুলো আমার দিকে তুলে নাচালো। ঘড়ির সব চাইতে বড়ো কাঁটাটার দুবার আবর্তনের ফলে যে খবরগুলো তৈরি হয়েছে, তা ওই কাগজগুলোতে বেরিয়ে গেছে। ছোকরাকে কোণঠাসা করে, পকেটে খুচরো খোঁজার ভান করতে করতে আমি বললাম, 'আচ্ছা বাছা, তোমার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না যে এই শহরটার কথা বলতে পারা উচিত ছিলো? যদি তা পারতো, তাহলে প্রতিদিন এই যে এতো ওঠা নামা, এতো মজাদার কাণ্ড আর এতো সব বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে—এগুলোর সম্পর্কে শহরটা কি বলতো বলে তোমার মনে হয়?'

'তামাশা ছাড়ুন,' ছোকরা বললো। 'আপনি কোন্ পত্রিকা চাইছেন, বলুন

তো ? নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আজ ম্যাগের জন্মদিন—ওকে একটা উপহার কিনে দেবার জন্যে আমার তিরিশটা সেন্টের দরকার।'

শহরের প্রতিনিধির কথা বোঝাবার জন্যে কোনো দোভাষী এখানে নেই। আমি একটা পত্রিকা কিনলাম এবং পত্রিকার অঘোষিত চুক্তি, পূর্ব-কল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং অঘটিত যুদ্ধগুলোকে সোজা একটা আস্তাকুঁড়েতে চালান করে দিলাম।

ফের পার্কে ফিরে গিয়ে চাঁদের ছায়ায় বসে আমি ভাবলাম, শুধু ভাবলাম, আর ভাবলাম—কেন কেউ আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব দিতে পারছে না। এবং তারপরেই একটা স্থির নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা চকিত আলোর মতো জবাবটা আমার কাছে পৌঁছে গেলো। আমি উঠে পড়লাম এবং দ্রুতবেগে—যুক্তিবাদীদের যেমনটি করা উচিত, ঠিক তেমনি দ্রুতগতিতে—আবার আমার বৃত্তের পথে ফিরে গেলাম। জবাবটা আমি জানতাম এবং ছুটে চলার সময় সেটাকে আমি বুকের মধ্যে জাপটে রেখে দিলাম—কারণ আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে কেউ আমাকে থামিয়ে আমার রহস্যটা জেনে নিতে চায়!

অরেলিয়া তখনও সেই চাতালটাতে বসেছিলো। চাঁদ তখন আরও উর্ধে উঠে গেছে, গাঢ়তর হয়েছে আইভির ছায়াগুলো। আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিলাম। তারপর দুজনে বসে বসে দেখলাম: ছোট্ট এক টুকরো মেঘ আকাশের বুকে ভেসে চলা চাঁদটার দিকে ঢলে পড়লো, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, তারপর একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো।

আধ ঘণ্টা বাদে অরেলিয়া ওর সেই মৃদু হাসিটি মুখে ফুটিয়ে বললো, 'জানো তো, ফিরে আসার পর থেকে তুমি কিন্তু এখন অব্দি একটা কথাও বলোনি!'

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে আমি বললাম, 'সেটাই এই শহরের কণ্ঠস্বর।'

বিশ বছর পরে

টহলদার পুলিসটি মনে প্রভাব ফেলার মতো ভঙ্গিতে অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ভঙ্গিটা কাউকে দেখাবার জন্যে নয়, কারণ দর্শকের সংখ্যা নেহাতই কম—আসলে ওটা তার অভ্যাসগত। সময়টা বড়োজোর রাত দশটা, কিন্তু ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে মৃদু বৃষ্টির আভাস রাস্তাগুলোকে জনশূন্য করে তুলেছে।

বিভিন্ন জটিল ও শৈল্পিক ছন্দে লাঠি ঘুরিয়ে যেতে যেতে পুলিসটি প্রতিটা দরজা

ঠেলেঠুলে দেখে নিচ্ছিলো, মাঝে মাঝেই মুখ ফিরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিলো পেছনের খোলা রাস্তাটার দিকে। তার দীর্ঘ চেহারার সঙ্গে সামান্য আত্মম্ভরী চলন ভঙ্গিমা একজন শান্তিরক্ষকের একটা সুন্দর ছবি গড়ে তুলেছে। এ অঞ্চলের দোকানপাট বেশ তাড়াতাড়িই বন্ধ হয়ে যায়। কচিৎ কোথাও হয়তো দু-একটা চুরুটের দোকান কিংবা সারা রাত খোলা খাবারের দোকানের আলো চোখে পড়তে পারে, তবে বেশির ভাগ দোকানপাটের দরজাই বহুক্ষণ হলো বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা বিশেষ বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে পুলিসটি আচমকা তার চলার গতি কমিয়ে দিলো। একটা লোক অন্ধকার একটা লোহালক্কড়ের দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটার মুখে একটা চুরুট, চুরুটটা ধরানো হয়নি। পুলিসটি লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে দ্রুত বলে উঠলো, 'কোনো গোলমেলে ব্যাপার নয়, অফিসার—সব ঠিক আছে। আমি শুধু আমার এক বন্ধুর জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি। বিশ বছর আগে এই দেখা করার ব্যাপারটা ঠিক করে রাখা হয়েছিলো। কথাটা আপনার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকছে, তাই না? বেশ তো, আপনার মনে কোনো রকম সন্দেহ থাকলে আমি ব্যাপারটা আপনাকে খোলসা করে বলতে পারি। এই দোকানটার জায়গায় তখন এখানে 'বিগ জো' নামে একটা রেস্তোরাঁ ছিলো। রেস্তোরাঁটা ব্র্যাডির।'

'পাঁচ বছর আগে অব্দি সেটা ছিলো,' পুলিসটি বললো। 'তারপর ভেঙেচুরে পড়ে গেছে।'

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা দেশলাই জ্বেলে চুরুটটা ধরালো। দেশলাইয়ের আলোয় একটা ফ্যাকাশে মুখের চৌকো চোয়াল, দুটি তীক্ষ্ণ চোখ আর ডান দিকের ভুরুর কাছে ছোট্ট একটা সাদাটে কাটা দাগ দেখা গেলো। লোকটার স্কার্ফের পিনে বড়োসড়ো একটা হীরে বসানো।

'বিশ বছর আগে আমি এখানে, ব্র্যাডির বিগ জো রেস্তোরাঁয়, জিমি ওয়েলসের সঙ্গে বসে রাতের খানা খেয়েছিলাম।' লোকটা বলতে লাগলো, 'জিমি ওয়েলস ছিলো আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু—পৃথিবীতে সব চাইতে সেরা মানুষ। সে আর আমি, ঠিক দুটি ভাইয়ের মতো, একসঙ্গে এই নিউ ইয়র্কেই বড়ো হয়েছি। আমার বয়েস তখন আঠারো, আর জিমির কুড়ি। পরের দিন সকালে ভাগ্যের অন্বেষণে আমাকে পশ্চিমে রওনা দিতে হবে। কিন্তু জিমি কিছুতেই নিউইয়র্ক ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবে না। তার ধারণা, দুনিয়ায় নিউ ইয়র্কের তুল্য জায়গা আর নেই। যাই হোক, সেই রাত্রেই আমরা স্থির করলাম যে ওই তারিখ থেকে ঠিক বিশ বছর বাদে ওই একই সময়ে আমরা ফের এখানে মিলিত হবো—তা আমরা যে.

'অবস্থাতে বা যতোদূরেই থাকি না কেন। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে বিশ বছরে আমাদের দুজনেরই ভাগ্য স্থির হয়ে যাবে, কপালে যা আছে তা আমরা এর মধ্যেই পেয়ে যাবো।'

'রীতিমতো কৌতূহল জাগিয়ে তোলার মতো ঘটনা!' পুলিসটি বললো, 'তবে দুটো সাক্ষাৎকারের মাঝখানে সময়টা একটু বেশি লম্বা বলেই আমার মনে হচ্ছে। তা চলে যাবার পর বন্ধুর কাছ থেকে এ পর্যন্ত আপনি কি কোনো চিঠিপত্রই পাননি?'

'হ্যাঁ, কিছুদিন অব্দি আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের লেনদেন হয়েছিলো। কিন্তু দু-এক বছর বাদে আমরা পরস্পরের যোগাযোগটা হারিয়ে ফেললাম। পশ্চিমের ব্যাপার-স্যাপার তো আপনি জানেন, ওখানকার ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে আমিও খুব অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে গেলাম। কিন্তু আমি জানি, জিমি বেঁচে থাকলে আজ সে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেই। কারণ চিরদিনই সে খুব সত্যবাদী—তার মতো একনিষ্ঠ গোঁড়া মানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। আজকের দিনটার কথা সে কিছুতেই ভুলবে না। আজ রাতে এই দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার জন্যে আমি হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। পুরনো বন্ধুটি যদি এসে পৌঁছোয়, তাহলেই আমার এই কষ্ট সার্থক হবে।'

বন্ধুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা পকেট থেকে সুন্দর একটা ঘড়ি বের করলো। ঘড়িটার ঢাকনায় ছোটো ছোটো হীরে বসানো।

'দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি,' লোকটা বললো। 'রেস্তোরাঁর দরজা থেকে সেদিন আমরা ঠিক দশটার সময় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।'

'পশ্চিমে গিয়ে আপনি ভালোই গুছিয়ে নিয়েছেন, তাই না?' পুলিসটি জিগেস করলো।

'তা গুছিয়েছি বই কি! আমার তো মনে হয় জিমি বড়োজোর তার অর্ধেক করতে পেরেছে। জিমি মানুষটা ভালোই ছিলো, তবে একটু কুঁড়ে ধরনের। আর পয়সা করার জন্যে আমাকে তো কিছু কিছু চরম বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে! নিউ ইয়র্কে মানুষ খাঁজের মধ্যে পড়ে যায়—ভীষণ একঘেয়েমি। তবে পশ্চিমে থাকতে হলে ক্ষুরের মতো ধারালো হতে হয়।'

'আমি এগুচ্ছি,' লাঠি ঘুরিয়ে পুলিসটি দু-এক পা এগিয়ে গেলো। 'আশা করি আপনার বন্ধুটি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। নাকি আপনি এখুনি চলে যাবেন?'

'না, তা যাবো না। আমি তাকে আরও অন্তত আধ ঘণ্টা সময় দেবো। জিমি

বেঁচে থাকলে তার মধ্যে অবশ্যই আসবে। আচ্ছা, তা হলে বিদায় অফিসার!'

'শুভরাত্রি,' দরজাগুলো পরীক্ষা করতে করতে পুলিসটি ফের তার টহল দেবার পথে এগিয়ে চললো।

এতোক্ষণে হালকা ধরনের ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে। অনিশ্চিত বাতাসের দমক হয়ে উঠেছে একটানা। সামান্য যে কজন পথচারী রাস্তায় ছিলো, কোটের কলার তুলে আর পকেটে হাত গুঁজে তারা বিষণ্ণ মনে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। আর হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌবনের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসা মানুষটা প্রায় এক অসম্ভব অনিশ্চয়তার মধ্যে চুরুট খেতে খেতে অপেক্ষা করতে লাগলো লোহালক্কড়ের সেই দোকানটার দরজায় দাঁড়িয়ে। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষার পর লম্বা ওভারকোটের কলার কান অব্দি তুলে লম্বা চেহারার একটা লোক উলটো দিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে সরাসরি তার দিকে এগিয়ে এলো।

'বব নাকি?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জিগেস করলো লোকটা।

'জিমি ওয়েলস, তুই?' দরজায় দাঁড়ানো মানুষটা চিৎকার করে উঠলো।

'ওহ্‌, কি কাণ্ড!' মানুষটার হাত দুটো নিজের হাতে চেপে ধরলো আগন্তুক। 'তুই সত্যিই এসেছিস, বব! আমি জানতাম, তুই যদি বেঁচে থাকিস তাহলে আমি তোকে এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো। ওহ্‌, বিশটা বছর কি কম লম্বা সময়! সেই পুরনো রেস্তোরাঁটা আর নেই। থাকলে ভালোই হতো—দুজনে ফের সেখানে রাতের খানা খেতে পারতাম। তারপর পশ্চিম তোর কেমন লাগলো, বল?'

'চমৎকার! আমি যা চেয়েছিলাম, পশ্চিম আমাকে তার সমস্ত কিছুই দিয়েছে। তুই কিন্তু অনেক বদলে গেছিস, জিমি। আগে তো তোকে আমার কোনোদিনও এতোটা লম্বা বলে মনে হয়নি—প্রায় দু-তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা!'

'হ্যাঁ, বিশ বছর বয়েস হবার পর আমি আরও একটু বেড়েছি।'

'তা নিউইয়র্কে তুই ভালো আছিস তো?'

'মোটামুটি। এই শহরেরই একটা সরকারী বিভাগে কাজ করছি। আয়— আমার চেনাজানা একটা জায়গায় যাই, চল। সেখানে পুরনো দিনের কথা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা আলোচনা চালানো যাবে।'

হাতে হাত ধরে ওরা দুজনে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো। সফলতায় আত্মশ্লাঘা বেড়ে ওঠা পশ্চিম-ফেরত মানুষটি সংক্ষেপে তার ইতিহাস বলতে শুরু করলো। ওভারকোটের গভীরে ডুবে থাকা অন্য মানুষটা তা শুনতে লাগলো সাগ্রহে।

রাস্তায় বিদ্যুতের আলোয় ঝলমলে একটা ওষুধের দোকান। সেই আলোকিত

এলাকায় পৌঁছে ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার জন্যে একই সঙ্গে মুখ ফেরালো।

'তুমি জিমি ওয়েলস নও,' আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পশ্চিম থেকে আসা মানুষটা অন্যজনের হাত ছেড়ে দিলো। 'বিশ বছর অনেকটা লম্বা সময়, কিন্তু তার মধ্যে কারুর চোখা নাক বদলে গিয়ে এমন ভোঁতা হতে পারে না।'

'কিন্তু বিশটা বছর কখনও কখনও একটা ভালো মানুষকে বদলে খারাপ করে দেয়,' লম্বা লোকটা বললো। 'দশ মিনিট হলো তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বব। তুমি আমাদের এদিকে আসতে পারো ভেবে শিকাগো থেকে আমাদের কাছে তার পাঠানো হয়েছে। তারা তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চায়। লক্ষ্মী ছেলের মতো চলো, কেমন? সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে থানার যাবার আগে এই চিঠিটা নাও—এটা তোমাকে দেবার জন্যে আমাকে বলা হয়েছে। চিঠিটা তুমি এই জানলার কাছে এসে পড়ে নিতে পারো। এটা লিখেছে আমাদের টহলদার—ওয়েলস।'

পশ্চিম থেকে আসা মানুষটা তার হাতে তুলে দেওয়া ছোট্ট কাগজটার ভাঁজ খুললো। চিঠিটা পড়তে শুরু করার সময় তার হাত স্থিরই ছিলো, কিন্তু যখন শেষ হলো তখন তা সামান্য কাঁপছিলো। চিঠিটা একটু ছোটোই।

'বব, আমি যথা সময়ে যথাস্থানেই ছিলাম। তুমি চুরুট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালতেই আমি তোমার মুখখানা দেখে বুঝলাম, শিকাগো থেকে তোমাকেই খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, কাজটা আমি নিজে করতে পারিনি। তাই চলে গিয়ে, কাজটা সেরে ফেলার জন্যে একজন সাদা পোশাকের লোককে পাঠিয়ে দিলাম।

জিমি।'

ওরা দুজনে

এই একটা দিন স্রেফ আমাদের। এই দিনটিতে আমরা, মানে সমস্ত অ্যামেরিকানরা—যারা শিকড় চ্যুত নই—তারা নিজেদের আদি বাড়িতে ফিরে গিয়ে ফুলকো বিস্কুট খেতে খেতে মনে মনে ভাবি, জল তোলার পুরনো পাম্পটা যেন আগের তুলনায় বারান্দার অনেকটা কাছাকাছি সরে এসেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই দিনটা আমাদের দিয়েছেন। আমরা অনেকের মুখে গোঁড়া সম্প্রদায়ের কথা শুনি—

কিন্তু তাঁরা যে কারা ছিলেন তা আর আমাদের ঠিক মনে পড়ে না। তাঁরা যদি ফের এখানে আসার চেষ্টা করেন, তাহলে দিব্যি কেটে বলছি, আমরা যেমন করেই হোক তাঁদের হটিয়ে দিতে পারবো। প্লাইমাউথের পাহাড়? সেটা তো আরও পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। অবিশ্যি 'টার্কি অছি পরিষদ' তাদের কাজকর্ম শুরু করার পর থেকে আমাদের মধ্যে অনেককেই টার্কির বদলে মুরগী খেতে হচ্ছে, কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে কেউ নিশ্চয়ই এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব উদযাপনের সরকারী ঘোষণার খবরটা তাদের কাছে আগাম ফাঁস করে দিচ্ছে।

বঁইচির জলাগুলোর পুব দিকে যে বিরাট শহরটা রয়েছে, সেই শহরটা এই থ্যাঙ্কস গিভিং ডে বা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিনটিকে একটা প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে। বছরের একটি মাত্র দিন—নভেম্বর মাসের শেষ বেস্পতিবার—এই শহরটা ফেরির ওধারে পড়ে থাকা অ্যামেরিকার অন্য অংশটাকে আপনার বলে স্বীকার করে নেয়। এ দিনটা সম্পূর্ণভাবে অ্যামেরিকানদের। হ্যাঁ, এটা শুধুমাত্র অ্যামেরিকানদেরই আনন্দ উৎসবের দিন।

এবারে যে কাহিনীটার অবতারণা করা হচ্ছে তাতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, মহাসাগরের এধারে আমাদের এই দেশেও এমন কিছু কিছু প্রথা আছে যেগুলো ইংলণ্ডের প্রথাগুলোর চাইতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি প্রাচীন হয়ে উঠছে—এজন্যে আমাদের আন্তরিক উৎসাহ ও প্রয়াসকে ধন্যবাদ।

পুব দিক দিয়ে ইউনিয়ন স্কোয়ারে ঢুকলে ডান দিকে ফোয়ারাটার মুখোমুখি যে বেঞ্চিগুলো রয়েছে, তারই তৃতীয় বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসেছিলো স্টাফি পিট। গত ন বছর ধরে প্রতিবার এই বিশেষ উৎসবের দিনটিতে ঠিক একটার সময় সে এখানে এসে বসেছে এবং প্রতিবার তার জীবনে একই ঘটনা ঘটেছে—চার্লস ডিকেন্সিয় রীতিতে তার ওয়েস্টকোটের দুটো পাশ সমানভাবে ফুলে উঠেছে।

কিন্তু আজ বার্ষিক ভাগ্য পরীক্ষার স্থানটিতে স্টাফি পিটের আবির্ভাব যেন ঠিক বাৎসরিক ক্ষুধা মোচনের তাগিদে হয়নি, হয়েছে নেহাতই অভ্যেসের বশে। আজ সে অবশ্যই ক্ষুধার্ত নয়। এই মাত্র সে একটা ভোজপর্ব সেরে এসেছে এবং তার ফল স্বরূপ এখন তার আর শ্বাস প্রশ্বাস চালাবার বা চলাফেরা করার মতো শক্তিটুকুও যেন নেই। চোখ দুটো করমচার মতো লাল। এক সপ্তাহ আগে জামার সামনের দিকে বসানো বোতামগুলো ভুট্টার খইয়ের মতো উড়ে গেছে কোথায়। ছোটো ছোটো দমকে শ্বাস ফেলছিলো মানুষটা। শুধু নভেম্বরের হিমেল বাতাসে ভেসে আসা সূক্ষ্ম তুষারকণাগুলোর হিমস্পর্শে খানিকটা আরাম লাগছিলো তার। আসলে নানান রকম সুখাদ্যে তার পেটটা একেবারে অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে গেছে।

ঝিনুক থেকে শুরু করে পুডিং অব্দি—সেই সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় (পিটের সেই রকমই মনে হচ্ছিলো) ঝলসানো টার্কি, চিকেন স্যালাড, স্কোয়াশ পাই এবং আইস ক্রিম—কিছুই বাদ পড়েনি। অমন গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে পার্কে এসে বসে, খাওয়া দাওয়ার পরবর্তী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মানুষটা তার চোখ দুটো মেলে রেখেছিলো বাইরের পৃথিবীটার দিকে।

খাওয়াটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জুটে গেছে। ফিফথ অ্যাভিনিউ যেখান থেকে শুরু, তারই কাছাকাছি একটা লাল ইটের বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিলো সে। বনেদী পরিবারের দুই বৃদ্ধা ওই বাড়িতে বাস করেন। প্রাচীন প্রথার প্রতি ওঁদের গভীর শ্রদ্ধা। এমন কি নিউইয়র্কের অস্তিত্বকেও ওঁরা অস্বীকার করেন এবং ওঁদের বিশ্বাস, একমাত্র ওয়াশিংটন স্কোয়ারের জন্যেই থ্যাংকস গিভিং ডে ঘোষণা করা হয়েছে। খিড়কির দরজায় একটা চাকর মোতায়েন করে রাখা ওঁদের একটা বরাবরের রেওয়াজ। চাকরটার ওপরে হুকুম দেওয়া থাকে, দুপুরের ঘণ্টা বাজার পর প্রথম যে ক্ষুধার্ত লোকটা ওখান দিয়ে যাবে তাকেই ভেতরে নিয়ে এসে জন্মের খাওয়া খাওয়াতে হবে। পার্কের পথে স্টাফি পিট আজ ওই রাস্তা দিয়েই আসছিলো এবং চাকরটিও তাকে পাকড়াও করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ওই দুর্গবাড়ির প্রথাটা বজায় রেখেছে।

সরাসরি সামনের দিকে দশ মিনিট তাকিয়ে থাকার পর স্টাফি পিট কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যময় দৃশ্য অবলোকন করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো। কিন্তু প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় মাথাটা আস্তে আস্তে একটু বাঁদিকে ঘোরাতেই তার চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এবং মোড়াম বেছানো পথে কোনোক্রমে সচল হয়ে উঠতে চাইলো তার বেঁটে খাটো পা দুখানা। কারণ ফোর্থ অ্যাভিনিউ ধরে সেই বুড়ো ভদ্রলোক তখন তাঁর বেঞ্চিটার দিকেই এগিয়ে আসছিলেন।

গত ন বছর ধরে এই বিশেষ উৎসবের দিনটিতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখানে এসে, স্টাফি পিটকে তার এই বেঞ্চিটাতেই দেখতে পেয়েছেন এবং এটাকেই উনি একটা প্রথা করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নবছর ধরে প্রতিবার এই দিনটিতে উনি এখানে এসে স্টাফিকে দেখেছেন, তারপর তাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে পেট পুরে খাইয়েছেন। ইংলণ্ডের মানুষ এ সমস্ত করে বটে, তবে তা সচেতন-ভাবে নয়। কিন্তু অ্যামেরিকা তরুণ দেশ এবং ন টা বছর এর কাছে খুব একটা কম সময় নয়। ওই বুড়ো ভদ্রলোকটি একজন কট্টর অ্যামেরিকান, সাচ্চা দেশপ্রেমিক এবং নিজেকে উনি মার্কিনি প্রথার একজন প্রবর্তক বলেই মনে করেন। কোনো প্রথাকে ছবির মতো স্পষ্ট করে করে তুলতে হলে সেটাকে দীর্ঘদিন ধরে একটানা চালিয়ে

যেতে হবে—কক্ষণো রাশ আলগা করলে চলবে না। অনেকটা নিয়মিত রাস্তা সাফ করা কিংবা শিল্প সংক্রান্ত বিমার সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় করার মতো ব্যাপার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর প্রথা পালনের খাতিরে সোজা এগিয়ে আসছিলেন। ইংলণ্ডের ম্যাগনাকার্টা বা প্রাতরাশে জ্যাম খাওয়ার মতো স্টাফি পিটকে বাৎসরিক পেট ঠেসে খাওয়ানোর মধ্যে কোনো জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার নেই সত্যি, কিন্তু এটাকে একটা পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ব্যাপারটা প্রায় সামন্ততান্ত্রিক। এতে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে নিউইয়র্ক…থুড়ি অ্যামেরিকায় কোনো প্রথা থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির বয়েস ষাট, রোগা লম্বা চেহারা, পরনে পুরো কালো পোশাক, চোখে পুরনো কেতার চশমা যা নাকের ওপরে কিছুতেই থাকে না। গত বছরের তুলনায় ওঁর মাথার চুলগুলো আরও পাতলা এবং আরও সাদা হয়ে গেছে। মনে হলো, গাঁটওলা মাথা বাঁকানো বড়োসড়ো বেতের ছড়িটাকে ইদানীং উনি আরও বেশি করে ব্যবহার করছেন।

স্বাকৃত উপকারী বান্ধবটি যতোই এগিয়ে আসতে লাগলেন স্টাফি ততোই ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো আর কাঁপতে শুরু করলো। গায়ের লোম খাড়া করে তেড়ে যাওয়া খেঁকি কুকুরের পাল্লায় পড়লে মহিলাদের আদুরে ও অতিরিক্ত মোটাসোটা নাক-থাঁদা কুকুরের যে অবস্থা হয়, স্টাফির দশাও ঠিক তেমনি! পারলে সে তখন পালিয়ে যায়। কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধার অতিথি সৎকারের দক্ষতায় সে কিছুতেই বেঞ্চি থেকে উঠতে পারলো না।

'সুপ্রভাত,' বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন। 'এক বছরের হরেক পরিবর্তনের মধ্যেও তুমি সুস্থ শরীরে এই সুন্দর পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে পারছো দেখে খুশি হলাম। ঈশ্বরের শুধুমাত্র এই একটি আশীর্বাদের জন্যেই আজকের দিনটা আমাদের দুজনের কাছে সুসার্থক। তুমি আমার সঙ্গে এলে, আমি তোমাকে আজ রাতের খানাটা খাওয়াবো—তাতে তোমার শরীরের সঙ্গে মানসিক অবস্থার একটা সমতা আসবে।'

প্রতিবারই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই কথাগুলো বলেন। ন বছর ধরে প্রতিবার এই বিশেষ উৎসবের দিনে এই একই কথা। এখন এই কথাগুলোই প্রায় একটা প্রথা হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা ঘোষণার বাক্যগুলি ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা চলে না। আগে বরাবরই এই কথাগুলো স্টাফির কানে সুর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন সে অশ্রুময় উদ্বেগ নিয়ে মুখ তুলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকালো। তুষারের সূক্ষ্ম কণাগুলো তার ঘর্মাক্ত ভুরুতে ঝরে পড়ামাত্রই যেন

ঝাঁ করে উবে যাচ্ছিলো প্রায়। অথচ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখন কাঁপছিলেন একটু একটু—হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন উনি।

স্টাফি বরাবরই ভেবেছে, বৃদ্ধ কেন অমন করুণভাবে তাঁর বক্তব্যটুকু উচ্চারণ করেন। স্টাফি জানতো না যে প্রতিবারই উনি ভাবেন, ওঁর পরম্পরাটুকু বজায় রাখার জন্যে ওঁর যদি একটা ছেলে থাকতো! একটা ছেলে···উনি মরে যাবার পর সে-ও এখানে আসতো···এসে বলিষ্ঠ ও গর্বিত ভঙ্গিতে পরবর্তী কোনো স্টাফির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নেমন্তন্ন করে বলতো : 'আমার বাবার স্মৃতিতে'। তাহলে তখনই এই ব্যাপারটা একটা প্রথা হয়ে উঠতো।

কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই। পার্কের পুব দিকে একটা শান্ত নিরিবিলি রাস্তায় কোনো এক ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের বাদামী পাথরে গড়া অট্টালিকায় তিনি ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করেন। শীতকালে তিনি ছোট্ট এক ফালি জায়গায় মরসুমী ফুলের চাষ করেন। বসন্তে ইস্টার প্যারেডের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। গ্রীষ্মকালটা নিউ জার্সির পাহাড়ি অঞ্চলে এক খামার বাড়িতে কাটান এবং সেখানে একখানা আরাম কুর্সিতে বসে বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। আর শরৎকালের এক রাত্রিবেলা উনি স্টাফিকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। এগুলোই ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কাজ।

নিজের দুঃখে হতাশ হয়ে স্টাফি পুরো আধ মিনিট ধরে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্যকে আনন্দ দেবার আনন্দে বৃদ্ধের চোখ দুটি উজ্জ্বল। প্রতি বছরই ওঁর মুখের বলিরেখাগুলো সংখ্যায় বেড়ে উঠছে—কিন্তু ওঁর গলার কালো টাইটা আগের মতোই নিখুঁতভাবে বাঁধা, পোশাক-আশাক তেমনি শুভ্র ও সুন্দর, ধূসর গোঁফের প্রান্ত দুটি সুচারুভাবে পাকানো। স্টাফি কিছু বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু শব্দটা শুনে মনে হলো একটা পাত্রে কিছু মটরশুঁটি টগবগ করে ফুটছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এমন শব্দ এর আগে আরও ন বার শুনেছেন, তাই পুরনো নিয়ম অনুসারে এটাকে তিনি স্টাফির স্বীকৃতি বলেই ধরে নিলেন।

'ধন্যবাদ, স্যার। আমি অত্যন্ত বাধিত হলাম। আমি আপনার সঙ্গে যাবো—আমার খুবই খিদে পেয়েছে।'

অতিরিক্ত পেট পুরে খাওয়ায় চেতনাবোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকা সত্ত্বেও স্টাফির বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সে একটা প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি। তার থ্যাংকস গিভিং বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের খিদেটা আসলে তার নিজের নয়। লিখিত না হলেও, একটা প্রতিষ্ঠিত প্রথার পবিত্র অধিকার অনুযায়ী, এই সদাশয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে খাওয়াবার অধিকারী। অ্যামেরিকা এখন স্বাধীন, তা সত্যি। কিন্তু কোনো

প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কোনো একজনকে বারবার তা পালন করে যেতে হবে —অনন্তকাল ধরে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর বৎসরান্তিক অতিথিটিকে সেই পুরনো রেস্তোরাঁর সেই একই টেবিলে নিয়ে গেলেন। সবাই তাদের চিনতে পারলো।

'ওই যে, সেই বুড়ো ভদ্রলোক আসছেন।' রেস্তোরাঁর একজন পরিচারক বললো, 'প্রতি বছর এই উৎসবের দিনে উনি ওই লোকটাকেই খাওয়ান।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক টেবিলের ওধারে গিয়ে বসলেন। ভবিষ্যতে যে প্রথা একদিন প্রাচীন হয়ে উঠবে, উনি তারই ভিত্তিপ্রস্তর। পরিচারকরা টেবিলে খাবার-দাবারের স্তূপ গড়ে তুললো। স্টাফি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো—যেটা তার খিদের অভিব্যক্তি বলে ভুল হতে পারে। তারপর যুদ্ধ জয়ের বাসনা নিয়ে ছুরি আর কাঁটা-চামচ তুলে নিলো সে।

কোনোদিনও কোনো বীরপুরুষ শত্রুর ব্যূহের মধ্যে এমন করে সংগ্রাম করেনি। টার্কি, চপ, স্যুপ, ভেজিটেবল পাই—সবই উধাও হয়ে যেতে লাগলো পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় স্টাফির পেট প্রায় কানায় কানায় ভর্তি ছিলো, খাবারের গন্ধে একজন ভদ্রলোক হিসেবে যে তার মান-মর্যাদা প্রায় খোয়াতে বসেছিলো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন সত্যিকারের বীরপুরুষের মতোই সে লড়াই চালিয়ে গেলো। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে সে বদান্যতার সুখ দেখতে পেলো, সে সুখ ভেঙে দিতে তার মন চাইলো না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে স্টাফি কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসলো।

'ধন্যবাদ স্যার,' তামাকের নল ফুঁকতে ফুঁকতে সে বললো, 'এমন প্রাণ ভরে খাওয়ানোর জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর কোনো রকমে কুর্সি ছেড়ে উঠে চকচকে চোখে মানুষটা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। একজন পরিচারক তাকে একটা লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিয়ে, বাইরে যাবার দরজাটা দেখিয়ে দিলো। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাবধানে খুচরো গুনে গুনে এক ডলার তিরিশ সেণ্ট বের করলেন, আর তিনটে সেণ্ট রেখে গেলেন পরিচারকটির জন্যে।

প্রতি বছরের মতো ওঁরা দরজার কাছে গিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক গেলেন দক্ষিণ দিকে, আর স্টাফি উত্তরে।

প্রথম মোড়টা ঘুরে স্টাফি এক মিনিটের জন্যে একটু দাঁড়ালো। প্যাঁচা যেমন করে পালক ফুলিয়ে হাঁফ ছাড়ে, মানুষটাও পোশাকের ভেতরে যেন তেমনি করে ফুলে-ফেঁপে উঠলো—তারপর সর্দিগর্মি লাগা ঘোড়ার মতো লুটিয়ে পড়লো

পাশপথের ওপরে।

অ্যাম্বুলেন্স আসার পর তরুণ ডাক্তার এবং অ্যাম্বুলেন্সের চালকটি রোগীর ওজন দেখে মৃদু কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলো। হুইস্কির গন্ধ পাওয়া যায়নি বলে দুদফা ভোজপর্ব সমেত স্টাফিকে হাসপাতালে চালান করা হলো। সেখানে একটা বিছানায় স্টাফিকে টানটান করে শুইয়ে, কোনো অদ্ভুত রোগ আবিষ্কারের আশায় সবাই মিলে তাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো।

এবং আরও মজার কথা হলো, এক ঘণ্টা বাদে অন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও হাসপাতালে নিয়ে এলো। অন্য একটা বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে সবাই বলাবলি করতে লাগলো, ভদ্রলোকের অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে—ওঁকে দেখে নাকি তাই মনে হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে একটি অল্পবয়সী নার্সের দেখা হয়ে গেলো। নার্সের চোখ দুটি ডাক্তারটির খুব পছন্দ। রোগীদের সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে ডাক্তারটি বললো, 'ওখানে ওই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাচ্ছো, উনি ভারি ভালো। ওঁকে দেখে তোমার মনেই হবে না যে উনি প্রায় অনাহারের রোগী। মনে হয় অহঙ্কারী বনেদী বংশের লোক। উনি আমাকে বলেছেন, গত তিন দিন উনি নাকি কিছুই খাননি!'

স্বপ্নশেষে

ব্রডওয়ের একটা হোটেল কি করে যেন গ্রীষ্ম-আবাসনের আয়োজনকারী সংস্থাগুলোর নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো। হোটেলটা বেশ প্রশস্ত, গভীর ও ঠাণ্ডা। ঘরগুলোতে নিচু তাপমাত্রার ঘন-ওক কাঠের কাজ। ঘরে তৈরি বাতাস আর ঘন সবুজ লতাগুল্ম এখানকার অতিথিদের মনোরঞ্জন করে, কিন্তু আড্যারনডাক পর্বতের অসুবিধেগুলো এখানে নেই। এখানকার চওড়া সিঁড়িগুলো দিয়ে অথবা পেতলের বোতাম আঁটা পরিচালকদের সাহায্যে বৈদ্যুতিক খাঁচায় চেপে স্বপ্নের মতো মসৃণ গতিতে ওপরে উঠে যেতে যেতে যে অপরূপ সুশান্ত পুলক অনুভব করা যায়, আল্পসের আরোহীরা তেমন আনন্দ কোনোদিনও পায় না। এখানকার হেঁসেলে এমন একটি পাচক আছে যে আপনাকে নদীর ট্রাউট মাছ এতো চমৎকার করে রান্না করে দেবে, যে তেমন রান্না হোয়াইট মাউন্টেনস হোটেল আজ অব্দি-

পরিবেশন করতে পারেনি এবং তার হাতের সামুদ্রিক খাদ্য ওল্ড পয়েন্ট কমফর্টকেও ঈর্ষায় সবুজ করে তুলবে।

ম্যানহাটানে জুলাইয়ের মরুভূমিতে খুব কম লোকই এই মরুদ্যানটির সন্ধান পেয়েছে। হোটেলের স্বল্পসংখ্যক অতিথিবৃন্দ তাই হোটেলের বিশাল ভোজন-গৃহের ঠাণ্ডা আলো-আঁধারিতে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে, শূন্য টেবিলগুলোর হিমেল অপচয়ের ওধার থেকে পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে অভিনন্দনমূলক দৃষ্টি বিনিময় করেন।

এখানকার অপর্যাপ্ত, সতর্ক ও বায়ুচালিতের মতো সতত সঞ্চরণশীল পরিচারকরা সর্বদা অতিথিদের কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করে এবং কোনো জিনিস মুখ ফুটে চাইবার আগেই তারা সামনে এনে হাজির করে। তাপমাত্রা বারোমাসই এপ্রিলের মতো। মাথার ওপরে ছাদের গায়ে জলরঙে আঁকা গ্রীষ্মের আকাশ, তাতে ইতস্তত ভাসমান কিছু হালকা মেঘ যা প্রাকৃতিক মেঘের মতো মিলিয়ে গিয়ে আমাদের মনস্তাপের কারণ হয় না।

ব্রডওয়ের মনোরম দূরাগত গর্জন এখানকার সুখী অতিথিদের অলস কল্পনায় অরণ্যকে সবিরাম শব্দে ভরিয়ে রাখা জলপ্রপাতের প্রবল আওয়াজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যে সমস্ত অস্থির প্রমোদসন্ধানীরা প্রকৃতিকে গভীরতম অন্তঃপুর পর্যন্ত তাড়া করে যায়, পাছে তারা এই নিভৃত আশ্রয়টুকুর খোঁজ পেয়ে এখানে এসে হানা দেয়—সেই ভয়ে প্রতিটি অপরিচিত পদশব্দেই এখানকার অতিথিবৃন্দ উদ্বেগে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন।

এইভাবে এই জনহীন মরু-পান্থশালায় ছোট্ট একদল রসিক-পণ্ডিত গ্রীষ্মকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে সযত্নে নিজেদের লুকিয়ে রাখেন এবং শিল্প ও দক্ষতার সাহায্যে তাঁদের সেবায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখা পর্বত ও সৈকতের মাধুর্যকে তাঁরা প্রাণভরে উপভোগ করেন।

এহেন হোটেলে এই জুলাই মাসে এক মহিলা এসে হাজির হলেন। খাতায় নাম তোলাবার জন্যে হোটেলের কেরানীটির কাছে তিনি যে কার্ডটা পাঠিয়ে দিলেন, তাতে লেখা: মাদাম এলোয়াজদার্কি ব্যুমঁ।

মাদাম ব্যুমঁর মতো অতিথিই হোটেল লোটাসের পছন্দ। ওর মধুর ও আন্তরিক শোভন-সুন্দর চালচালন হোটেলের কর্মচারীদের ওর ক্রীতদাস করে তুললো। ওর ঘণ্টিতে সাড়া দেবার জন্যে ছোকরা-চাকরদের মধ্যে মারামারি পড়ে গেলো। মালিকানার প্রশ্নটা জড়িত না থাকলে, কেরানীরা সমস্ত জিনিসপত্র শুদ্ধ পুরো হোটেলটাই ওর হাতে তুলে দিতে পারতো। অন্য অতিথিরা ওকে মনে করতো, মেয়েলি স্বতন্ত্রতায় তুলির শেষ স্পর্শ।

• এই অতি সুন্দর অতিথিটি হোটেল থেকে খুব কমই বেরুতো। ওর স্বভাব-চরিত্র হোটেল লোটাসের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকদের রীতিনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-ময়। ওই মনোরম পান্থনিবাসটিকে উপভোগ করতে হলে শহরকে অনেক দূরের পথ মনে করে পরিবর্জন করতে হয়। রাত্রিবেলা কাছাকাছি কোথাও গিয়ে এক-আধটু আমোদ-ফুর্তি করায় আপত্তি নেই। কিন্তু উত্তপ্ত দুপুরে পুকুরের সুনির্মল স্নিগ্ধতায় নিরালম্ব হয়ে থাকা ট্রাউট মাছের মতো অতিথিদেরও লোটাসের ছায়াময় গাঢ়তায় লীন হয়ে থাকতে হয়।

হোটেল লোটাসে একেবারে সঙ্গীহীন হলেও, মাদাম ব্যুর্ঁ যেন রাণীর মতোই স্রেফ পদমর্যাদার খাতিরে নিজের নিঃসঙ্গতা বজায় রাখতো। বেলা দশটায় শান্ত, ধীরস্থির, মধুর ভঙ্গিতে জলখাবার খেয়ে নিতো ও—ঠিক যেন অস্পষ্ট আলোয় মৃদু আভাসিত হয়ে থাকা একটি সায়াহ্ন যুঁথিকা। কিন্তু ডিনারের সময় মাদামের চমৎকারিত্ব একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে যেতো। তখন কোনো গিরি সঙ্কটের কোলে কোনো অদেখা জলপ্রপাতের সূক্ষ্ম কুহেলীর মতো অপার্থিব আর অপরূপ সুন্দর একটা গাউন পরতো ও। সেই গাউনের শোভা এই লেখকের কল্পনারও অতীত। গাউনের লেস-লাঞ্ছিত সামনের অংশে সর্বদা হালকা-লাল রঙের গোলাপরাজি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়। খাস-পরিচারক ওই গাউনটাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং দোরগোড়া থেকেই মাদামকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে আসতো। গাউনটা দেখলেই আপনি পারীর কথা মনে করবেন, হয়তো রহস্যময়ী কাউন্টেসদের কথাও আপনার মনে হবে। এবং অবশ্যই মনে পড়বে ভার্সাই, লম্বা তলোয়ার আর মিসেস ফিস্কের কথা। হোটেল লোটাসে এই ধরনের একটা বেহদিশ গুজব চালু ছিলো যে মাদাম আসলে বিশ্বনাগরিক এবং দুই জাতির শক্তি-পরীক্ষার খেলায় তিনি নিজের ছিপছিপে শুভ্র হাত দুটি দিয়ে রুশদের হয়ে সুতো টানছেন। বিশ্বের সব চাইতে সভ্যদেশের নাগরিক হওয়ায় মাঝ-গ্রীষ্মের উত্তাপে তিনি যে হোটেল লোটাসের প্রান্তসীমাকেই নিজের কাঙ্ক্ষিত সাময়িক আবাস হিসেবে দ্রুত চিনে নেবেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মাদাম ব্যুর্ঁ হোটেলে ওঠার তৃতীয় দিনে অল্পবয়সী একটি যুবক হোটেলে ঢুকে একজন অতিথি হিসেবে খাতায় নাম লেখালো। তার পোশাক-আশাক ভদ্রজনোচিত, চোখ-মুখ সুন্দর এবং অভিব্যক্তি বিচক্ষণ ও আভিজাত্যময়। লোকটা হোটেলের কেরানীটিকে জানিয়ে দিলো যে সে তিন-চার দিন থাকবে। তারপর ইউরোপীয় জাহাজগুলোর ছাড়ার ব্যাপারে কিছু খবরাখবর নিয়ে সে প্রিয় হোটেলে আশ্রয় পাওয়া তৃপ্ত মুসাফিরের মতো ওই অনুপম হোটেলটির অপরূপ আলসেমিতে

শরীর ডুবিয়ে দিলো।

হোটেলের খাতায় যা লেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না তুলে বলা যায়, যুবকের নাম হ্যারল্ড ফ্যারিংটন। হোটেল লোটাসের শান্ত জীবনধারায় সে এতো নিঃশব্দে ও এমন সুকৌশলে গা ভাসিয়ে দিলো যে একটি মৃদু তরঙ্গও অন্যান্য আবাসিকদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালো না।

হ্যারল্ড ফ্যারিংটন হোটেলে ওঠার পরের দিন, ডিনারের শেষে খাওয়ার ঘর থেকে বেরুনোর সময় মাদাম ব্যুমঁর রুমালটা মেঝেতে পড়ে গেলো। মি. ফ্যারিংটন সেটা তুলে নিলো এবং পরিচয়ের পরবর্তী আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলো বাদ দিয়েই সেটা মাদামকে ফিরিয়ে দিলো।

লোটাসের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত একটা রহস্যময় সহযোগিতার বন্ধন থাকে। হয়তো ব্রডওয়েরই একটা হোটেলে এ ধরনের একটা অতি উত্তম গ্রীষ্ম-আবাস আবিষ্কার করতে পারার সাধারণ সৌভাগ্যই তাদের কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাই নেহাত ভদ্রতারক্ষা এবং বিদায়কালীন শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াও কিছু আন্তরিক কথাবার্তারও লেনদেন হয়। যেন একটা সত্যিকারের গ্রীষ্ম-আবাসের উপযোগী আবহাওয়া গড়ে তোলার খাতিরেই তাদের মধ্যে পরিচয় গড়ে ওঠে এবং জাদুবৃক্ষের মতো তা সেখানেই ফুলে ফলে বিকশিত হয়। তখন তারা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঝুলবারান্দাটার শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কথোপকথনের পালক-নরম গোলাটাকে পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়।

'পুরনো জায়গাগুলোতে যেতে আর ভালো লাগে না,' অধরে এক টুকরো অস্ফুট অথচ মধুর হাসি ফুটিয়ে মাদাম ব্যুমঁ বললো। 'হট্টগোল আর ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পাহাড় কিংবা সমুদ্রের ধারে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ? যারা ওইগুলোর জন্যে দায়ী তারাও তো আপনার পেছন পেছন সেখানেই গিয়ে হাজির হবে!'

'সমুদ্রে গেলেও ফিলিস্টাইনরা আপনার সঙ্গ ছাড়বে না, ফ্যারিংটন বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মন্তব্য জুড়লো। 'সব চাইতে সুন্দর করে সাজানো গোছানো স্টিমারগুলোও আজকাল প্রায় ফেরি নৌকোর মতো ভিড়ভর্তি হয়ে উঠছে। গ্রীষ্ম আবাসন সন্ধানীরা যখন আবিষ্কার করবে, ব্রডওয়ে থেকে থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড কিংবা মিকিন্যাকের তুলনায় লোটাসটা দূরে—তখন আমাদের কি যে হবে তা ঈশ্বরই জানেন!'

'আশা করি আর একটা সপ্তাহ আমাদের এই রহস্যটা গোপনই থাকবে,' একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মৃদু হাসলো মাদাম। 'সবাই যদি লোটাসে এসে হাজির

হয়, তাহলে কোথায় যে যাবো জানি না। আর একটি মাত্র জায়গা আমি জানি, যেটা গ্রীষ্মকালের পক্ষে ঠিক এমনি সুন্দর—সেটা হচ্ছে ইউরাল পর্বতে কাউণ্ট পলিনস্কির দুর্গ।'

'শুনেছি এই সময়টাতে বাদেন-বাদেন আর কান্ নাকি প্রায় নির্জন হয়ে থাকে,' ফ্যারিংটন বললো। 'প্রতি বছরই পুরনো অবকাশ কেন্দ্রগুলোর নাম খারাপ হচ্ছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের দল যে জায়গাগুলোকে উপেক্ষা করে, আমাদের মতো অনেকেই হয়তো সেই সমস্ত নিরিবিলি জায়গাগুলোতে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।'

'আমি তো ঠিক করেছি আরও তিনটে দিন এই চমৎকার বিশ্রামটুকু উপভোগ করবো,' মাদাম ব্যুমঁ বললো। 'সোমবার দিন সেড্রিক জাহাজটা ছাড়ছে।'

'আমাকেও সোমবার চলে যেতে হবে,' হ্যারিংটনের চোখ দুটোতে বিষাদ ঘনিয়ে ওঠে, 'তবে আমি জাহাজে যাচ্ছি না।'

মাদাম ব্যুমঁ এক অপরিচিত ভঙ্গিমায় ওর একটি সুগোল কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো, 'জায়গাটা যতো সুন্দরই হোক, চিরটা কাল তো আর এখানে লুকিয়ে থাকা চলবে না! আমার জন্যে আজ মাসাধিক কাল ধরে আমাদের বাগানবাড়িতে সাজ সাজ চলছে। গিয়ে আবার সেই পার্টিটার্টির ব্যবস্থা করতে হবে—কি যে বিশ্রী লাগে! তবে হোটেল লোটাসের এই একটা সপ্তাহ আমি কোনোদিনও ভুলবো না।'

'আমিও না,' ফ্যারিংটন নিচু গলায় বললো, 'আর সেড্রিককে আমি কোনো-দিনও ক্ষমা করবো না।'

তিনদিন পরে, রোববার সন্ধ্যাবেলায় ওরা দুটিতে সেই একই ঝুলবারান্দায় ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে বসেছিলো। একটি বিচক্ষণ পরিচারক ওদের জন্যে কিছু বরফ আর ক্ল্যারেট পান করার ছোটো ছোটো গ্লাস নিয়ে এলো। মাদাম ব্যুমঁর পরনে সেই সুন্দর সান্ধ্য গাউনটা, যেটা ও প্রতিদিনই ডিনারের সময় পরে। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। টেবিলের ওপরে ওর হাতের সামনে ছোট্ট একটা পয়সা রাখার থলে। বরফটা খেয়ে, ও থলেটা থেকে এক ডলারের একটা নোট বের করলো।

'মি. ফ্যারিংটন, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।' হোটেল লোটাস জয় করা সেই মৃদু হাসিটি মুখে ফুটিয়ে মাদাম বললো, 'কাল সকালে জলখাবারের আগেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, কারণ আমাকে নিজের কাজে গিয়ে যোগ দিতে হবে। ক্যাসিজ ম্যামথ স্টোরে আমি কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি বিক্রি করি এবং আগামী কাল সকাল আটটায় আমার ছুটি শেষ হচ্ছে। আসছে শনিবার রাতে আমার আট ডলার বেতনটা দোকান থেকে না তোলা অব্দি এক ডলারের ওই নোটটাই আমার সম্বল। আপনি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক,

আমার সঙ্গে আপনি খুব ভালো ব্যবহার করেছেন—তাই যাবার আগে আমি এই কথাগুলো আপনাকে বলে যেতে চাইছিলাম।...শুধু এই ছুটিটার জন্যে গত এক বছর ধরে আমি আমার মাইনে থেকে পয়সা জমিয়েছি। আর কোনোদিন না পারলেও, এই একটা সপ্তাহ আমি একজন অভিজাত মহিলার মতো কাটাতে চেয়েছিলাম। প্রতিদিন সকাল সাতটার সময় গুঁড়ি মেরে ওঠার বদলে, যখন ইচ্ছে হবে তখনই বিছানা থেকে উঠবো...সব চাইতে ভালোভাবে থাকবো...ঘণ্টি বাজিয়ে ফরমাশ করবো—বড়োলোকরা যেমনটি করে। আমি তা করেছি—এতো সুখে কোনোদিন থাকবো বলে আমি আশাও করিনি।...এবারে আমি আবার আমার চাকরিতে ফিরে যাচ্ছি।...আমি আপনাকে এই কথাগুলো বলতে চাইছিলাম, মি. ফ্যারিংটন—কারণ আমি...মানে, আমার মনে হয়েছিলো আপনি আমাকে খানিকটা পছন্দ করেন। আর আমি...আমিও আপনাকে পছন্দ করি। তবু এই অব্দি আমি আপনার সঙ্গে ছলনা না করে পারিনি, কারণ এই সমস্ত কিছুই আমার কাছে একটা রূপকথা বলে মনে হচ্ছিলো। তাই আমি ইউরোপ এবং অন্যান্য যে সমস্ত দেশের কথা বইতে পড়েছি, তাই-ই আপনাকে বলেছি—যাতে আপনি মনে করেন, আমি একজন বিখ্যাত মহিলা।

'এই যে পোশাকটা আমি পরে রয়েছি—এটা আমার একমাত্র পোশাক, যেটা আমার মাপ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটা আমি ও' ডাউট অ্যাণ্ড লেভিনস্কি থেকে কিস্তিতে কিনেছিলাম। এটার দাম পঁচাত্তোর ডলার এবং এটা আমার মাপে তৈরি। এটার জন্যে আমি নগদে দশ ডলার দিয়েছি, দাম শোধ না হওয়া অব্দি ওরা আমার কাছ থেকে এটার বাবদ প্রতি সপ্তাহে এক ডলার করে নিয়ে যাবে।

'আমার আর কিছু বলার নেই—শুধু একটা কথা—মাদাম ব্যুমঁ নয়, আমার আসল নাম মিস সিভিটের। আমার প্রতি মনোযোগ দেবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। পোশাকের জন্যে আগামীকালের দেয় কিস্তিটা আমি এই এক ডলারের নোটটা দিয়েই মেটাবো।...এবারে তাহলে আমি বরঞ্চ আমার ঘরে যাই।'

নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি নিয়ে হ্যারল্ড ফ্যারিংটন এতোক্ষণ হোটেল লোটাসের সব চাইতে রূপবতী অতিথিটির বক্তৃতাটা শুনছিলো। ওর কথা শেষ হতেই সে কোটের পকেট থেকে চেক বইয়ের মতো ছোট্ট একটা বই বের করলো। তারপর পেন্সিল দিয়ে একটা ফর্ম ভরাট করে, পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে, সেটা তার সঙ্গিনীটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, এক ডলারের নোটটা নিজের হাতে তুলে নিলো।

'কাল সকালে আমাকেও কাজে যোগ দিতে হবে,' ফ্যারিংটন বললো, 'এবং

ইচ্ছে হলে আমি এখনই কাজ শুরু করে দিতে পারি। ওইটে তোমার এক ডলার কিস্তির রসিদ। তিন বছর হলো আমি ও' ডাউড অ্যাণ্ড লেভিনস্কিতে কিস্তি আদায়ের কাজ করছি। ছুটি কাটানোর ব্যাপারে আমাদের দুজনের চিন্তাই এক রকম—ভারি মজার ব্যাপার, তাই না? চিরদিনই আমার একটা দারুণ হোটেলে থাকার ইচ্ছে ছিলো। আমার বিশ ডলার মাইনে থেকে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে আমি তাই করেছি।...তা বলো দেখি, শনিবার রাত্রে নৌকোয় চেপে কোনি দ্বীপে গেলে কেমন হয়? তুমি কি বলো?'

নকল মাদাম এলোয়াজদার্কি ব্যুমঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'নিশ্চয়ই যাবো, মি. ফ্যারিংটন! শনিবার বারোটার সময় দোকান বন্ধ হয়। আমার মনে হয় একটা সপ্তাহ আমরা বেশি খরচা করে ফেললেও, কোনিতে ঠিকই যাওয়া চলবে।

ঝুলবারান্দার নিচে জুলাই-রাত্রির তাপ-পীড়িত শহরটা তখন তর্জন-গর্জন করছে। হোটেল লোটাসের তাপনিয়ন্ত্রিত অন্তঃপুরে ঠাণ্ডা ছায়াদের রাজত্ব। মাদাম ও তার সঙ্গীটির কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র পরিবেশন করার জন্য তৈরি হয়ে আগ্রহী পরিচারকটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিচু জানলাগুলোর কাছে।

বৈদ্যুতিক খাঁচাটার কাছে গিয়ে ফ্যারিংটন বিদায় নিলো এবং মাদাম ব্যুমঁ শেষবারের মতো ওপরে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু তার আগে, ওরা ওই নিস্তব্ধ খাঁচাটার কাছে পৌছবার আগেই, ফ্যারিংটন বললো, 'তুমি ওই 'হ্যারল্ড ফ্যারিংটন' নামটা ভুলে যেও, কেমন? আমার নাম ম্যাকম্যানাস...জেমস ম্যাকম্যানাস। কেউ কেউ আমাকে জিমি বলেও ডাকে।'

'শুভরাত্রি, জিমি—' মাদাম বললো।

উপহার

এক ডলার আর সাতাশি সেন্ট। সব মিলিয়ে এই। এর মধ্যে ষাট সেন্ট আবার খুচরো পেনিতে। পেনিগুলো দুটো-একটা করে জমানো। মুদি সবজিওলা মাংসওলার সঙ্গে প্রতিবার অনেক দর কষাকষি করে, নিজের ব্যয়কুণ্ঠতায় তাদের নীরব ভর্ৎসনা সয়ে সয়ে লজ্জায় গাল লাল করে, এগুলো ওকে জমাতে হয়েছে।

তিন তিন বার ওগুলো গুনলো ডেলা। এক ডলার আর সাতাশি সেণ্ট। অথচ আসছে কালই বড়োদিন।

ছোট্ট মলিন সোফাটাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদা ছাড়া স্পষ্টতই আর কিছু করার ছিলো না। অতএব ডেলা তাই করলো। এর ফলে সঙ্গত কারণেই ভাবতে হয় যে জীবনটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, নাকিকান্না, আর হাসি দিয়ে গড়া—যার মধ্যে নাকিকান্নার প্রাধান্যটাই বেশি।

ঘরের গৃহিণী যতোক্ষণে প্রথম পর্যায় থেকে ক্রমশ একটু একটু করে দ্বিতীয় পর্যায়ে থিতু হচ্ছেন, ততোক্ষণে আসুন একবার ঘরটার দিকে তাকানো যাক। সপ্তাহে আট ডলারের বিনিময়ে আসবাবপত্রে সাজানো ঘর। ভাষার দীনতায় ঠিক বর্ণনাতীত বলা চলে না, তবে ঘরের চতুর্দিকেই যেন ভিখিরিদের দৈন্যদশা।

নিচে, বাড়ির ভেতরকার সরু গলিতে, একটা চিঠির বাক্স রয়েছে—তাতে কোনোদিনও কোনো চিঠি পড়ে না। ঘণ্টি বাজাবার একটা বৈদ্যুতিক বোতাম আছে, কিন্তু কোনো আঙুলের চাপই সেটাকে বাজাতে পারে না। 'মি. জেমস ডিলিংহ্যাম ইয়ং' নাম লেখা একটা কার্ডও আছে সেখানে।

আগে যখন ফ্ল্যাট-মালিকের অবস্থা ভালো ছিলো, সপ্তাহে তিরিশ ডলার আয় ছিলো, তখন 'ডিলিংহ্যাম' নামটা ঝকঝক করতো। এখন রোজগার নেমে এসেছে কুড়ি ডলারে, নামের অক্ষরগুলোও হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট—যেন ওরা নিজেদের গুটিয়ে এনে স্রেফ 'ডি' অক্ষরটাকেই রেখে দেবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছে। কিন্তু মি. জেমস ডিলিংহ্যাম ইয়ং যখনই বাড়িতে ফিরে তার ওপর-তলার ফ্ল্যাটে ঢোকে, মিসেস জেমস ডিলিংহ্যাম ইয়ং—যার সঙ্গে ইতিমধ্যেই ডেলা হিসেবে আপনাদের পরিচয় হয়েছে—তখুনি তাকে 'জিম' বলে ডেকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। এটা সত্যিই খুব ভালো কথা।

ডেলা ওর কান্নাকাটি শেষ করে, পাউডার মাখার ছেঁড়া পাফটাকে নিজের গাল দুটোতে বুলিয়ে নিলো। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে ও দেখলো, পেছনের ধূসর উঠোনে ধূসর বেষ্টনীটার পাশ দিয়ে একটা ধূসর রঙের বেড়াল হেঁটে চলেছে। আসছে কাল বড়োদিন আর জিমকে একটা উপহার কিনে দেবার জন্যে ওর সম্বল মোটে ওই এক ডলার সাতাশি সেণ্ট। কয়েক মাস ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে ও প্রতিটি পেনি সঞ্চয় করেছে, এই তার ফল। বিশ ডলারের হপ্তায় সংসার চলে না। হিসেবের চাইতে খরচ বেশি হয়ে যায়। প্রতিবারেই তাই হয়। এখন জিমকে একটা উপহার কিনে দেবার জন্যে ওর হাতে

আছে মাত্র ওই এক ডলার সাতাশি সেণ্ট। ওর জিম। তাকে কোনো সুন্দর উপহার দেবার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আনন্দঘন প্রহর কাটিয়েছে ও। কোনো সুন্দর, দুর্লভ আর খাঁটি জিনিস—যা মোটামুটি জিমের উপযুক্ত হবে।

ঘরের দুটো জানলার মাঝখানে লম্বা একটা আরশি। আট ডলারের ফ্ল্যাটে এ ধরনের লম্বা আরশি হয়তো আপনারা দেখেছেন। ভীষণ রোগা-পাতলা এবং খুব চটপটে লোক হলে আরশির ওই লম্বা কালিগুলোতে দ্রুত অনুবর্তিতায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব দেখে, হয়তো সে নিজের চেহারা সম্পর্কে একটা মোটামুটি নিখুঁত ধারণা পেয়ে যায়। চেহারাটা ছিপছিপে হওয়ায় ডেলাও ওই কায়দাটা রপ্ত করে নিয়েছে।

হঠাৎ জানলার কাছ থেকে ঘুরে ও আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঝলমল করছিলো ওর চোখ দুটি, কিন্তু বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর মুখ থেকে সবটুকু রঙ মুছে গেলো। তাড়াতাড়ি নিজের চুলগুলোকে টেনে নামিয়ে, ও সেগুলোকে পুরো লম্বা করে খুলে দিলো।

জেমস ডিলিংহ্যাম ইয়ংদের দুটি সম্পত্তি এবং সেজন্যে ওরা দুজনেই খুব গর্ব অনুভব করে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে জিমের সোনার ঘড়ি, যেটা এককালে তার বাপ-ঠাকুর্দার ছিলো এবং অন্যটা ডেলার চুল। সেবার রাণী যদি ওদের বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটে বাস করতেন, তাহলে স্রেফ তাঁর দামী দামী জহরৎ আর উপহার-গুলোর মূল্যমান ম্লান করে দেবার জন্যেই ডেলা কোনো না কোনো দিন ওর চুল-গুলোকে শুকোবে বলে জানলা দিয়ে বাইরে লম্বা করে মেলে দিতো। রাজা সলোমন যদি এ বাড়ির নিচের তলায় নিজের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য জড়ো করে নিজেই সেখানকার প্রহরী হতেন, তাহলে জিম হিংসেয় মানুষটার দাড়ি ওপড়াবার দৃশ্য দেখার জন্যে প্রতিবার সেখান দিয়ে যাতায়াতের সময় পকেট থেকে নিজের ঘড়িটাকে টেনে বের করতো।

ডেলার সুন্দর চুলগুলো এখন ওর চতুর্দিকে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে আছে, বাদামী রঙের জলপ্রপাতের মতো ঝলমল করছে। হাঁটুর নিচে নেমে আসা চুল-গুলো প্রায় যেন একটা পোশাকেরই মতো। বিচলিত আর ত্রস্ত ভঙ্গিমায় চুলগুলো ফের গুটিয়ে নিলো ও। একবার মিনিট খানেকের জন্যে ও যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো, দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে, আর দু-এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো জীর্ণ লাল গালচেটার ওপরে।

বাদামী রঙের পুরনো জ্যাকেটটা পরে নিলো ডেলা। তারপর পুরনো বাদামী টুপিটা। পরনের স্কার্টে ঘূর্নী তুলে, চোখে সেই ঝিলমিলে ঝিলিকটুকু নিয়েই এবারে ও এক ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় গিয়ে নামলো।

ও যেখানে থামলো, সেখানে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে : 'মাদাম সফ্রনি। সকল প্রকার কেশ-সামগ্রী।' এক ছুটে এক সারি সিঁড়ি উঠে এলো ডেলা, তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে সামলে নিলো নিজেকে। মাদামের চেহারটি বিশাল, অতিরিক্ত ফর্সা, গম্ভীর। আদৌ নামের উপযুক্ত চেহারা নয়।

'আপনারা আমার চুল কিনবেন ?' জিগেস করলো ডেলা।

'চুল আমি কিনি,' মাদাম বললেন। 'তোমার টুপিটা খোলো। দেখি, চুলের চেহারাটা একবার দেখা যাক।'

অমনি তরঙ্গ তুলে নেমে এলো বাদামী রঙের জলপ্রপাত।

অভ্যস্ত হাতে চুলের বোঝাটা তুলে ধরে মাদাম বললেন, 'বিশ ডলার।'

'একটু তাড়াতাড়ি দিন,' বললো ডেলা।

পরবর্তী দুটি ঘণ্টা গোলাপী ডানায় উড়ে যায়। প্রতিটি দোকানে তন্নতন্ন করে জিমের জন্যে উপহার খুঁজে বেড়ায় ও। অবশেষে পেয়েও যায়। জিনিসটা যেন জিমের জন্যেই তৈরি হয়েছিলো, অন্য কারুর জন্যে নয়। সব কটা দোকানই আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখেছে ডেলা, কিন্তু এর মতো জিনিস আর কোথাও নেই। জিনিসটা প্লাটিনামের তৈরি ছোট্ট একটা শিকলি। সাদাসিধে, মার্জিত নকশা। জাঁকালো অলঙ্করণের, জন্যে নয়, আসল বস্তুটির জন্যেই এর দাম—প্রতিটি ভালো জিনিসেরই যা হওয়া উচিত। এটা ওই ঘড়িটার উপযুক্তও বটে। দেখেই ডেলার মনে হলো, এটা জিমকে দিতেই হবে। জিনিসটা তারই মতো। অমুচ্চকিত আর মূল্যবান—বর্ণনাটা দুজনের পক্ষেই খাটে। জিনিসটার জন্যে ওরা ডেলার কাছ থেকে একুশ ডলায় দাম নেয়, বাদবাকি সাতাশি সেণ্ট নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে ডেলা। ঘড়িটা এই শিকলির সঙ্গে বাঁধা থাকলে জিম যে কোনো লোকের সামনেই সময় দেখার জন্যে যথাযথ আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ঘড়িটা সুন্দর, কিন্তু শিকলির বদলে চামড়ার একটা পুরনো ফিতে ব্যবহার করে বলে এখন মাঝে মাঝে তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘড়ি দেখতে হয়।

বাড়িতে ফিরে ডেলার উত্তেজনা কমে গেলো, খানিকটা বিচার-বুদ্ধি ফিরে এলো ওর মধ্যে। চুল কোঁকড়াবার লোহার জিনিসগুলো বের করে ও গ্যাসটা জ্বাললো। তারপর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত বদান্যতায় যে সর্বনাশা ধ্বংসকাণ্ডটা হয়েছে, ও তার মেরামতি কাজে হাত লাগালো। কিন্তু বন্ধুগণ, এ কাজটা বড্ড কঠিন—সাংঘাতিক কঠিন কাজ।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ছোটো ছোটো কোঁকড়া চুলে ওর মাথাটা ঢেকে গেলো, স্কুল-পালানো ছেলের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য ফুটে উঠলো ওর চেহারায়। সতর্ক আর

সমালোচকের দৃষ্টিতে বহুক্ষণ ধরে আরশিতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

'দ্বিতীয়বার তাকাবার আগেই জিম যদি আমাকে খুন করে না ফেলে তো বলবে, আমাকে কোনি দ্বীপের ঐকতান সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারী গায়িকাদের মতো দেখাচ্ছে।' ডেলা নিজের মনে বলতে লাগলো, 'কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কি করার ছিলো? এক ডলার আর সাতাশি সেণ্ট দিয়ে কিই বা করতে পারতাম আমি?'

সাতটার সময় কফি তৈরি হয়ে গেলো। স্টোভে বসিয়ে প্যানটাও গরম করে রাখা হলো চট করে চপ ভাজার জন্যে।

জিম কক্ষণো দেরি করে না। পাট করা শিকলিটা হাতে নিয়ে ডেলা দরজার কাছাকাছি টেবিলের কোণটিতে গিয়ে বসলো। ওই দরজা দিয়েই জিম সর্বদা ভেতরে এসে ঢোকে। একটু পরেই নিচের সিঁড়িতে জিমের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ও এবং মুহূর্তের জন্যেই ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। নিত্যনৈমিত্তিক ছোটখাটো সাধারণ জিনিসগুলো নিয়েও ওর নিঃশব্দে প্রার্থনা করার অভ্যেস। এবারেও ও ফিসফিসিয়ে বললো, 'হে ঈশ্বর, জিম যেন এখনও আমাকে সুন্দরী বলেই মনে করে!'

দরজা খুলে গেলো, জিম ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। ওকে রোগা আর ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। বেচারা, মাত্র বাইশ বছর বয়সেই ওর ঘাড়ে একটা সংসারের বোঝা! ওর একটা নতুন ওভারকোট দরকার, দস্তানাও নেই।

ঘরে ঢুকেই তিতিরের গন্ধ পাওয়া শিকারী কুকুরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জিম। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে রইলো ডেলার দিকে। ডেলা ভয় পেলো, জিমের দৃষ্টির কোনো অর্থই ও বুঝতে পারলো না। জিমের দৃষ্টিতে রাগ নেই, বিস্ময় নেই, অপছন্দ নেই, আতঙ্ক নেই বা এমন কোনো আবেগ-অনুভূতিরও প্রকাশ নেই যার জন্যে ডেলা নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলো। শুধু সারা মুখে এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মানুষটা।

টলতে টলতে টেবিলের কাছ থেকে জিমের দিকে এগিয়ে গেলো ডেলা। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'লক্ষ্মীটি জিম, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না! আমি আমার চুলগুলো কেটে বিক্রি করে দিয়েছি। কারণ বড়োদিনে তোমাকে একটা উপহার না দিয়ে আমি কি করে থাকি! আমার চুল আবার বড়ো হবে। তুমি রাগ করো না, কেমন? আমাকে বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আমার চুল ভীষণ তাড়াতাড়ি বাড়ে। তুমি আমাকে 'শুভ বড়োদিন' বলো, জিম

—এসো, আমরা আনন্দ করি! তুমি তো জানো না আমি তোমার জন্যে কি সুন্দর—কি চমৎকার একটা উপহার এনেছি!'

'তুমি চুলগুলো কেটে ফেলেছো?' অতি কষ্টে জিগেস করলো জিম। যেন প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রমের পরেও প্রকৃত পরিস্থিতিটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

'কেটে বিক্রি করে দিয়েছি,' ডেলা বললো। 'কেন, এভাবে আমাকে কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না? চুল না থাকলেও আমি তো সেই আমিই আছি, তাই নয় কি?'

জিম সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর প্রায় নির্বোধের মতোই ফের জিগেস করলো, 'তুমি বলছো, তোমার চুলগুলো নেই?'

'তোমাকে আর চুল খুঁজতে হবে না,' ডেলা বললো। 'আমি বলছি শোনো, ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। আজ বড়োদিনের আগের দিন—এখন তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলো, সোনা! কারণ চুলগুলো তো আমি তোমার জন্যেই বিক্রি করেছি।' আচমকা কণ্ঠস্বরে এক মধুর-গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুললো ও, 'আমার চুলের সংখ্যা হয়তো গোনা যায়, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার পরিমাণ কেউ কোনোদিনও গুনে শেষ করতে পারবে না জিম! শোনো, চপগুলো কি এখন বসিয়ে দেবো?'

জিম যেন দ্রুত আবিষ্ট অবস্থা থেকে জেগে উঠলো। দু হাতে তার ডেলাকে জড়িয়ে ধরলো সে। এবারে দশ সেকেণ্ডের জন্যে আমরা বরং অন্যত্র কোনো অবান্তর জিনিসের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকাই। সপ্তাহে আট ডলারই হোক বা বছরে দশ লক্ষ ডলারই হোক—ফারাকটা কোথায়? প্রাচ্যের প্রাজ্ঞরা নাকি এই দিনটিতে মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তা এদের জন্যে নয়। এবং এই অন্ধকারময় বিষয়টি একটু পরেই আলোকিত হয়ে উঠবে।

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে জিম সেটাকে টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, ডেল! আমি মনে করি না, চুলকাটা বা কামানো বা শ্যাম্পু করায় আমার ভালোবাসার পাত্রীটির প্রতি আমার ভালোবাসা কমে যেতে পারে। কিন্তু ওই পুলিন্দাটা খুললেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন প্রথমটাতে তুমি খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে অমন বিহ্বল করে দিয়েছিলে।'

শুভ্র আর ক্ষিপ্র আঙুলে বাঁধন আর কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললো ডেলা। তারপর আনন্দের এক উচ্ছ্বসিত চিৎকার। এবং তারপর—হায়—আনন্দ বদলে যায় অজস্র অশ্রু আর মেয়েলি বিলাপে এবং তার ফলে সান্ত্বনা দেবার জন্যে

অবিলম্বে সমস্ত রকম প্রচেষ্টার প্রয়োগ করতে হয় গৃহস্বামীকে।

কারণ টেবিলে তখন সেই চিরুনিগুলো পড়ে রয়েছে—একপ্রস্থ চিরুনি—যেগুলো ব্রডওয়ের একটা দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখা কাচের আমলারিতে কতো দীর্ঘ দিন তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করেছে ডেলা। অপূর্ব দেখতে চিরুনিগুলো, সত্যিকারের কচ্ছপের খোলায় তৈরি, ধারে ধারে দামী পাথর বসানো—কালো চুলে ভারি সুন্দর মানায়। ডেলা জানতো চিরুনিগুলো দামী। পাবার সামান্যতম আশা না থাকলেও ওর মন আকুল হয়ে কামনা করতো ওই চিরুনিগুলোকে। এখন চিরুনিগুলো ওর—কিন্তু এই লোভনীয় অলঙ্কারগুলোর যেখানে শোভা পাবার কথা, সেই চুলগুলোই ওর নেই।

তবু চিরুনিগুলোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ডেলা। তারপর অনেকক্ষণ পরে বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে জিমের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলে, 'আমার চুল ভীষণ তাড়াতাড়ি বাড়ে, জিম!'

এবং তারপরেই ছোট্ট একটা বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠে ও চিৎকার করে বলে, 'ও হ্যাঁ!'

জিম তখনও তার সুন্দর উপহারটা দেখেনি। হাতের খোলা পাতায় রাখা জিনিসটা সাগ্রহে তার দিকে এগিয়ে ধরে ডেলা। ওর মনের উজ্জ্বল আকুল উৎসাহের ঝলকে যেন ঝলমল করে ওঠে দীপ্তিহীন, মূল্যবান ধাতব শিকলিটা।

'ভারি সুন্দর, তাই না জিম? আমি সারাটা শহর ঘুরে ঘুরে এটাকে খুঁজে বের করেছি। এবার থেকে তোমাকে দিনে কয়েকশো বার করে সময় দেখতে হবে। দেখি, তোমার ঘড়িটা আমাকে দাও তো! দেখি, এটা লাগালে ঘড়িটা কেমন দেখায়!'

ওর কথামতো কাজ না করে জিম ঝুপ করে সোফায় বসে পড়ে। তারপর নিজের হাত দুটো মাথার নিচে রেখে মৃদু হেসে বলে, 'ডেল, আমাদের বড়োদিনের উপহার দুটো এখন কিছুদিনের মতো সরিয়ে রাখা যাক। এক্ষুণি ব্যবহার করার পক্ষে এগুলো বড্ড বেশি সুন্দর। তোমার চিরুনি কেনার টাকা যোগাড় করতে আমি ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। যাক, এবারে তুমি বরং চপগুলো বসিয়ে দাও।'

আপনারা জানেন, আস্তাবলে জন্মানো সেই শিশুটির জন্যে প্রাচ্যদেশ থেকে যাঁরা উপহার নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রাজ্ঞ পুরুষ—আশ্চর্য জ্ঞানী ছিলেন তাঁরা। বড়োদিনে উপহার দেবার রীতিটা তাঁদেরই আবিষ্কার। নিজেরা বিচক্ষণ ছিলেন বলে তাঁদের উপহারগুলোও নিঃসন্দেহে তেমনিই হতো—দুটো উপহার এক রকম হয়ে গেলে সম্ভবত সেটা বদলে নেবারও সুবিধে থাকতো। এখানে

আমি নেহাৎ সাদামাঠাভাবে একটি ফ্ল্যাটবাড়ির দুটি বোকা ছেলেমেয়ের বৈচিত্র্যহীন কাহিনী বর্ণনা করলাম। ওরা পরস্পরের জন্যে প্রচণ্ড অবিবেচকের মতো নিজেদের সংসারের সব চাইতে সেরা সম্পদ দুটি বিসর্জন দিয়েছিলো। তবে আজকের দিনের বিচক্ষণ জ্ঞানীজনকে এই শেষ কথাটা বলা যেতে পারে যে, যারা উপহার দেয় তাদের সকলের মধ্যে ওরা দুজনেই সবচাইতে বিচক্ষণ। ওদের মতো উপহার যারা দেয় এবং যারা পায়, তাঁরাই জগতে সব চাইতে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ — সর্বত্র তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

লাজুক ভূত

'সত্যি! একটা ইট বইবার কড়া!' মিসেস কিনসলভিং করুণ কণ্ঠে ফের বললেন।

মিসেস বেলামি বেলমোর সহানুভূতি দেখাতে একটা ভুরু ওপরের দিকে ঠেলে তুললেন। এভাবেই উনি পরের জন্যে শোক এবং যথেষ্ট পরিমাণে আপাত-বিস্ময় প্রকাশ করেন।

'ভেবে ছাখো', মহিলা সমস্ত জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন যে এখানে উনি যে ঘরটায় ছিলেন—অতিথিদের রাখার জন্যে আমাদের সব চাইতে পছন্দসই ঘরটা— সেখানে উনি একটা ভূত দেখেছেন!' মিসেস কিনসলভিং ভেবে ভেবে বলতে লাগলেন, 'ভূতের কাঁধে একটা ইট বইবার কড়া···আলখিল্লা পরা একটা বুড়ো মানুষের ভূত···তামাকের নল ফুঁকছে আর একটা কড়া নিয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা এতোই অসম্ভব যে এটা মহিলার হিংসুটে অভিপ্রায়টাই প্রকাশ করে দিচ্ছে। কিনসলভিংদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কোনোদিনও ইটের কড়া বয়নি। সবাই জানে যে মি· কিনসলভিঙের বাবা বড়ো বড়ো ইমারত তৈরি করার সূত্রে পয়সা করেছিলেন, কিন্তু উনি কোনোদিনও নিজের হাতে কাজ করেননি। এই বাড়িটাও উনি নিজের নকশামতো তৈরি করেছিলেন। কিন্তু···তাই বলে একটা কড়া! ভদ্রমহিলার এতোটা নিষ্ঠুর আর হিংসুটে হবার কোনো দরকার ছিলো কি?'

'সত্যি খুব খারাপ,' লাইল্যাক আর পুরনো সোনার রঙে রাঙানো বিশাল ঘরটার সর্বত্র সুন্দর চোখ দুটির সপ্রশংস দৃষ্টি ছড়াতে ছড়াতে মিসেস বেলমোর অস্ফুটে বললেন। 'আর এই ঘরটাতেই মহিলা ভূত দেখেছেন! না না, আমি ভূতকে ভয় পাই না। নিজের জন্যে আমার একবিন্দুও ভয় নেই। আপনি আমাকে এখানে রেখেছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। পারিবারিক ভূতে আমার ভীষণ আগ্রহ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মহিলার গল্পটা একটু যেন খাপছাড়া।

মিসেস ফিশার-সিম্পকিনসের কাছ থেকে আমি এর চাইতে ভালো কিছু আশা করেছিলাম। কড়াতে করে তো ইট বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাই না? তাহলে মার্বেল পাথরে তৈরি বাড়িতে ভূতটা ইট বয়ে আনতে যাবে কেন? আমি ভীষণ দুঃখিত—কিন্তু গপ্পোটা শুনে মনে হচ্ছে, মিসেস ফিশার-সিম্পকিনসের ওপরে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে।'

'একটা পুরনো বাড়ির জায়গায় এই বাড়িটাকে তৈরি করা হয়েছে।' মিসেস কিনসলভিং ফের বলতে লাগলেন, 'বিপ্লবের সময় এঁদের পরিবার সেই পুরনো বাড়িটাতে বাস করতো। কাজেই এ বাড়িতে ভূত থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ক্যাপটেন কিনসলভিং তো জেনারেল গ্রীনের বাহিনীতে থেকে যুদ্ধও করেছেন—যদিও তার প্রমাণ হিসেবে কোনো কাগজপত্র আমরা এযাবৎ যোগাড় করে উঠতে পারিনি। পারিবারিক ভূত যদি থাকতেই হবে তাহলে তাঁর ভূত থাকলেই পারতো—রাজমিস্ত্রির ভূত কেন?'

'বিপ্লবী পূর্বপুরুষের ভূত—ব্যাপারটা মন্দ নয়,' মিসেস বেলমোর একমত হলেন। 'কিন্তু ভূত যে কতোটা খামখেয়ালি আর অবিবেচক হতে পারে, তা তো আপনি জানেন! হয়তো প্রেমের মতো চোখেই তাদের জন্ম। যারা ভূত দ্যাখে তাদের একটা সুবিধে এই যে, তাদের কাহিনীগুলোকে অপ্রমাণ করা যায় না। একটা হিংসুটে চোখের দৃষ্টিতে একজন বিপ্লবীর পিঠে-বাঁধা ঝোলাটা সহজেই একটা কড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। লক্ষ্মীটি মিসেস কিনসলভিং, এই নিয়ে আপনি আর অযথা চিন্তা করবেন না। আমি নিশ্চিত, ওটা কড়া নয়—ঝোলা।'

'কিন্তু মহিলা যে সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন!' মিসেস কিনসলভিং সকরুণ সুরে বললেন, 'প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস উনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন! এক তো তামাকের নল। তারপর রাজমিস্ত্রিদের কাজের পোশাক—ওই আলখিল্লাটাই বা আপনি ছাড়াবেন কি করে?'

'ওটা ভূতকে পরানোই হবে না—বড্ড শক্ত শক্ত আর কোঁচকানো,' মিসেস বেলমোর সুচারু ভঙ্গিমায় একটা হাই চাপলেন। 'কে, ফেলিস নাকি? তুমি আমার স্নানের বন্দোবস্তটা করে দাও। মিসেস কিনসলভিং, ক্লিফটপে আপনারা কি সাতটার সময় রাতের খাবার খান? ডিনারের আগে আপনি এভাবে আমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে ছুটে এলেন, এজন্যে আমার খুব ভালো লাগছে! অতিথিদের সঙ্গে এই ধরনের লৌকিকতাবর্জিত ছোটোখাটো জিনিসগুলো আমার ভারি পছন্দ। এতে দূরে এসেও বাড়ির গন্ধ পাওয়া যায়।...আচ্ছা, এবারে আমি তাহলে পোশাকটা বদলে ফেলি? আসলে আমি এমন অলস যে বরাবর একেবারে শেষ মুহূর্ত অব্দি এ কাজটা আমি ফেলে রাখি।'

সমাজের কলম্বরাদের মধ্যে মিসেস ফিশার সিম্পকিনসই কিনসলভিংদের প্রথম বড়ো শিকার। দীর্ঘদিন উনি নাগালের বাইরে ছিলেন। কিন্তু পয়সা আর

প্রয়াস ওঁকে নিচে নামিয়ে এনেছে। সপ্রতিভ সমাজের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উনি সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠাবার যন্ত্রবিশেষ। ওঁর চমৎকার উদ্ভাবনী শক্তি এবং কাজকর্মের মাধ্যমে আধুনিকতম এবং দুঃসাহসী ব্যাপার-স্যাপারগুলো উঁচুতলার সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। আগে ওঁর যশ ও নেতৃত্ব যথেষ্টই নিরাপদ ছিলো এবং তখন পল্লীনৃত্যে উপস্থিত থেকে কৌশলে নিজের স্থান সুরক্ষিত করার কোনো প্রয়োজনও ওঁর হতো না। কিন্তু নিজের সিংহাসন রক্ষার খাতিরে এখন এগুলোই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মাঝ-বয়েসটাও ওঁর ফুলের বাগানে রাজত্ব করার জন্যে আলটপকা এসে হাজির হয়েছে। উত্তেজনাময় কাগজগুলো ওঁর বরাদ্দ জায়গা ছেঁটে দু-পৃষ্ঠা থেকে দুটো স্তম্ভে নামিয়ে এনেছে। এখন ওঁর রসিকতায় হুল ফুটে ওঠে, ব্যবহারও হয়ে উঠেছে অনেক রুক্ষ ও অসঙ্গত—যেন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমানদের বেঁধে রাখা রীতিনীতিগুলোকে বিদ্রূপ করেই উনি এখন নিজের একতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার তীব্র তাগিদ অনুভব করেন।

থানিকটা কিনসলভিংদের হুকুমের চাপেই মিসেস ফিশার-সিম্পকিনস একটা সন্ধ্যা ও রাতের জন্যে নিজের উপস্থিতি দিয়ে কিনসলভিংদের বাসস্থানটিকে সম্মানিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক রসিকতা আর বিষণ্ণ-আনন্দ নিয়ে কড়া-কাঁধে ভূত-দর্শনের কাহিনী শুনিয়ে উনি গৃহকর্ত্রীর ওপরে প্রতিহিংসা মিটিয়েছেন। পরম-প্রার্থিত অন্তর্বর্তী বৃত্তটার দিকে এতোটা এগিয়ে যাবার আনন্দে মশগুল মিসেস কিনসলভিঙের কাছে এর ফলটা হলো প্রচণ্ড হতাশজনক। প্রত্যেকেই হয় ওঁকে সহানুভূতি জানালো আর নয়তো হাসলো এবং এই দুটো অভিব্যক্তির মধ্যে কোনোটাই বেছে নেবার মতো নয়।

কিন্তু পরে, দ্বিতীয় এবং শ্রেয়তর পুরস্কারটি অধিকার করে, মিসেস কিনসলভিঙের আশা ও উৎসাহ আবার নতুন করে জেগে উঠলো। মিসেস বেলামি বেলমোর ক্লিফটনে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন—সেখানে উনি তিনদিন থাকবেন। মিসেস বেলমোর একজন অল্পবয়সী বিবাহিতা মহিলা। সৌন্দর্য, সুরুচি ও সম্পদ বিশেষ মহলে ওঁকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে, যার জন্যে কোনো প্রচণ্ড প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। মিসেস কিনসলভিঙের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উনি একদিকে যেমন যথেষ্ট সদাশয়তার পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি একই সঙ্গে ভেবেছেন, এতে টেরেন্স কতোটা খুশি হবে। হয়তো সেটা সমাধান করেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

টেরেন্স মিসেস কিনসলভিঙের ছেলে—বয়েস উনত্রিশ, যথেষ্ট সুদর্শন এবং দু-তিনটে আকর্ষণীয় ও রহস্যময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রথমত, মায়ের প্রতি সে ভীষণ অনুরক্ত এবং সেটা চোখে পড়ার মতো যথেষ্টই বিসদৃশ। তাছাড়া, সে এতো কম কথা বলে যে তা রীতিমতো বিরক্তিকর—মনে হয় সে হয় খুব লাজুক, নয়তো ভীষণ গভীর। মিসেস বেলমোরের কাছে টেরেন্স থানিকটা আগ্রহের বস্তু, কারণ

উনি সঠিকভাবে টেরেন্সকে বুঝতে পারেন না। এ ব্যাপারটা ওঁর একটু খতিয়ে দেখার ইচ্ছে, যদি না বিষয়টা উনি ভুলে যান। টেরেন্স শুধুমাত্র লাজুক হলে উনি তাকে ছেড়ে দেবেন, কারণ লজ্জা ভারি বিরক্তিকর। আর সে গভীর হলেও উনি তাকে ছেড়ে দেবেন, কারণ গভীরতা খুব বিপজ্জনক।

মিসেস বেলমোর ক্লিফটনে যাবার তৃতীয় দিন বিকেল বেলায় টেরেন্স অনেক খুঁজেপেতে মহিলাকে আবিষ্কার করলো। উনি তখন এক কোণে বসে একখানা অ্যালবাম দেখছিলেন।

'আপনি এখানে এসে আমাদের মুখরক্ষা করেছেন, এ আপনার অশেষ করুণা,' টেরেন্স বললো। 'হয়তো আপনি শুনেছেন যে মিসেস ফিশার-সিম্পকিনস এখান থেকে যাবার আগে আমাদের জাহাজটা ফুটো করে দিয়ে গেছেন। একটা কড়া দিয়ে উনি তলির পুরো একটা তক্তাই ভেঙে ফেলেছেন। আমার মা এই দুঃখে দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মিসেস বেলমোর, এখানে থাকাকালীন সময়ে আমাদের উপকারার্থে আপনি কি এমন একটা ভদ্রসম্মত ভূত দেখতে পারেন না, যার মাথায় শিরোভূষণ আর বগলের তলায় চেকবই থাকবে?'

'ওই বৃদ্ধা দুষ্টুমি করেই ওই ধরনের গল্প বলেছেন,' মিসেস বেলমোর বললেন। 'হয়তো রাত্তির বেলা তোমরা ওঁকে খুব বেশি করে খাইয়েছিলে!···তবে তোমার মা ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণভাবে নেননি, তাই নয় কি?'

'আমার ধারণা, নিয়েছেন।' টেরেন্স বললো, 'মনে হয় কড়ার সবকটা ইটই মায়ের মাথায় পড়েছে। মা বড়ো ভালো, মাকে চিন্তিত দেখতে আমার ভালো লাগে না। আশা করি ওই ভূতটা ইট-বহনকারী সমিতির সদস্য এবং তারা ধর্মঘট করবে। তা যদি না হয়, তাহলে এই সংসারে শান্তি বলে আর কিছু থাকবে না।'

'আমি ওই ভূতের ঘরটাতেই ঘুমোচ্ছি,' মিসেস বেলমোর চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন। 'ভয় আমি পাইনি কিন্তু ঘরটা এতো সুন্দর যে ভয় পেলেও ওটা আমি বদলাতাম না। ভূতটা নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে আমাদের পছন্দমতো কোনো অভিজাত ধরনের গল্প শোনাবে না, তাই নয় কি? আমি খুশি মনেই ভূত দেখতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ধারণা, সেটা অন্য কাহিনীটার প্রতিষেধক হিসেবে এতো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তাতে আর তেমন কোনো কাজ হবে না।'

'ঠিক,' ছোটো ছোটো বাদামী রঙের চুলগুলোতে দুটো আঙুল চালাতে চালাতে টেরেন্স বললো, 'তা হবে না। আচ্ছা, ফের ওই ভূতটাকেই দেখলে কেমন হয়? ধরুন তার গায়ে রাজমিস্ত্রির ঢিলে বহির্বাসটা থাকবে না, আর কাঁধের কড়াতে থাকবে সোনার ইট—তাহলে? আপনার কি মনে হয় না, সেটা যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যাপার হবে?'

'তোমাদের একজন পূর্বপুরুষ তো ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই না? তোমার মা ওই ধরনেরই কি যেন একটা বলেছিলেন।'

'আমারও তাই বিশ্বাস—ঢোলা ওভারকোট আর আঁটসাঁট পাতলুন পরে আন্তিকালের কোনে। ভদ্রলোক হয়তো সত্যিই লড়াই করেছিলেন। কিন্তু তাতে আমার কিছুই এসে যায়নি। তবে কিনা আমার মা আবার জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, আতসবাজি—এসব বলতে অজ্ঞান। আর মাকে আমি সুখেই রাখতে চাই।'

'তুমি তো দেখছি লক্ষী ছেলে, মায়ের মনে দুঃখ দিতে চাও না!' রেশমি পোশাকটা একধারে সরিয়ে নিয়ে মিসেস বেলমোর বললেন, 'এসো, আমার পাশে বসে অ্যালবামটা দ্যাখো—বিশ বছর আগে মানুষ যেমন করে ছবি দেখতো, ঠিক তেমনি করে। এবারে ছবির প্রত্যেককে আমায় চিনিয়ে দাও। আচ্ছা, এই করিনথীয় স্তম্ভটার গায়ে একখানা হাত রেখে দিগন্তের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লম্বা মর্যাদাময় চেহারার ভদ্রলোকটি কে, বলোতো?'

'ওই বিশাল পা-ওলা ভদ্রলোকে?' গলা বাড়িয়ে ছবিটার দিকে তাকালো টেরেন্স, 'উনি হচ্ছেন ও' ব্যানিয়ান দাদু—আমার ঠাকুর্দা। জ্যাঠতুতো ভাই। উনি বোয়ারিতে একটা বিয়ারের দোকান দিয়েছিলেন।'

'আমি তোমাকে বসতে বলেছিলাম, টেরেন্স। তুমি যদি আমার মনোরঞ্জন না করো বা আমার কথা না শোনো তাহলে আমি কাল সকালে সব্বাইকে বলে দেবো যে আমি সজ্জারক্ষনী পরা একটা ভূতকে জাহাজ জাহাজ বিয়ার বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। এই তো, এবারে বরঞ্চ অনেকটা ঠিক হয়েছে। শোনো টেরেন্স, তোমার এই বয়সে তুমি যদি লাজুক হও তাহলে সেটা স্বীকার করতে গিয়ে তোমার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা উচিত।'

শেষ দিন সকালে প্রাতরাশের সময় মিসেস বেলমোর স্পষ্ট ভাষায় ভূত দেখেছেন বলে ঘোষণা করে, উপস্থিত সকলকে চমকিত ও অভিভূত করে তুললেন।

'ভূতটার সঙ্গে কি একট···একটা···' উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় মিসেস কিনসলভিং বাকি কথাটা মুখ দিয়ে আর বের করতে পারলেন না।

'না, আদৌ তা ছিলো না।'

টেবিলের অন্যান্যদের দিক থেকে একযোগে প্রশ্নাবলী বর্ষিত হলো। 'আপনি ভয় পাননি?' 'ভূতটা কি করলো?' 'দেখতে কেমন?' 'পরনে কি ছিলো?' 'কিছু কি বললো?' 'আপনি চিৎকার করেননি?'

'আমি একসঙ্গে সমস্ত কিছুর জবাব দেবার চেষ্টা করবো,' মিসেস বেলমোর বীরাঙ্গনার মতো বললেন, 'যদিও আমি সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত। কি করে যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিলো—কোনো শব্দে নাকি কোনো স্পর্শে, তা ঠিক বলতে পারবো না—তাকিয়েই দেখি ভূতটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি কোনোদিনও রাতে আলো জেলে রাখি না, তাই ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারই ছিলো—অথচ ভূতটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। না, আমি স্বপ্ন দেখিনি। মানুষটা লম্বা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরটাই কুয়াশার মতো আবছা। তার প

ঔপনিবেশিক যুগের পুরো পোশাক—ঢিলে কোট, স্কার্ট, লেসের কুঁচি আর একটা তলোয়ার। অন্ধকারের মধ্যে তাকে অলীক আর আলোকিত বলে মনে হচ্ছিলো। এবং সে নিঃশব্দে চলাফেরা করছিলো। হ্যাঁ, প্রথমটাতে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—কিংবা বলা যায়, একটু চমকে উঠেছিলাম। এই আমার প্রথম ভূত-দর্শন, এর আগে আমি কোনোদিনও ভূত দেখিনি। না, সে কিছুই বলেনি। আমিও চিৎকার-টিৎকার করিনি। আমি কনুইয়ে ভর রেখে উঠতেই সে নিঃশব্দে সরে গেলো, তারপর দরজার কাছে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেলো।'

মিসেস কিনসলভিং ততোক্ষণে সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে গেছেন, 'ওটা আমাদের এক পূর্বপুরুষ···জেনারেল গ্রীনের সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন কিনসলভিঙের বর্ণনা।' গর্ব আর স্বস্তিতে কেঁপে কেঁপে ওঠা কণ্ঠস্বরে মহিলা বললেন, 'মিসেস বেলমোর, আমার সত্যিই মনে হচ্ছে যে আমাদের বিদেহী পরিজনটির হয়ে আপনার কাছে আমার অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। আমার আশঙ্কা, উনি নিশ্চয়ই আপনার বিশ্রামে ভীষণ বিঘ্ন ঘটিয়েছেন।'

মায়ের দিকে এক টুকরো খুশি মাখা অভিনন্দনের হাসি পাঠিয়ে দিলো টেরেন্স। অবশেষে উনি সিদ্ধি পেলেন এবং টেরেন্স ওঁকে সুখী দেখে খুশি হয়।

'স্বীকার করতে আমার বোধহয় লজ্জা পাওয়া উচিত যে আসলে আমি ব্যাপারটাতে খুব একটা বিরক্ত হইনি।' প্রাতরাশ উপভোগ করতে করতে মিসেস বেলমোর বললেন, 'সম্ভবত আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে, আপনাদের মধ্যে ছোটাছুটি ফেলে দিলেই ব্যাপারটা রীতিমাফিক হতো। কিন্তু প্রথম চমকটা কেটে যাবার পর, আমি সত্যিই চেষ্টা করেও আতঙ্কে অস্থির হতে পারিনি। নিজের ছোট্ট ভূমিকাটাতে অভিনয় শেষ করে ভূতটি নিঃশব্দে বিনা ঝঞ্ঝাটে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলো আর আমিও ফের ঘুমিয়ে পড়লাম।'

শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভদ্রভাবে মিসেস বেলমোরের কাহিনীটাকে একটা তৈরি করা গপ্পো হিসেবে মেনে নিলেন—ধরে নিলেন যে এটা মিসেস ফিশার সিম্পকিনসের দেখা নির্দয় দৃশ্যটারই ফলশ্রুতি। কিন্তু উপস্থিত দু-একজনের মনে হলো, কাহিনীটার মধ্যে মিসেস বেলমোরের প্রকৃত বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। প্রতিটি শব্দই যেন সত্য আর সারল্যে ভরা। এমন কি বিদেহীদের সম্পর্কে যিনি উপহাস করেন, তিনি একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকারী হলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে অন্ততপক্ষে একটা বিশদ স্বপ্নের মধ্যে হলেও, মিসেস বেলমোর সত্যিই একটি রহস্যময় আগন্তুকের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।

খানিকক্ষণ বাদেই মিসেস বেলমোরের পরিচারিকাটি গোছগাছ করতে শুরু করে দিলো। দু ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা ওঁকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে। টেরেন্স পুব দিকের উঠোনে পায়চারি করছিলো, দু চোখে এক রহস্যময় ঝলকানি নিয়ে মিসেস বেলমোর তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'অন্য সবাইকে আমি পুরো ঘটনাটা বলতে চাইনি, কিন্তু তোমাকে বলবো।' উনি বললেন, 'আমার মনে হয়, একদিক দিয়ে তোমাকেই এজন্যে দোষী বলে সাব্যস্ত করা উচিত। ভূতটা কিভাবে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলো, অনুমান করতে পারো?'

খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করে টেরেন্স বললো, 'শেকল ঝনঝনিয়ে, নাকি গভীর আর্তনাদ করে? সাধারণত ওরা এই দুটোর মধ্যেই যে কোনো একটা করে থাকে।'

'আচ্ছা, আমার চেহারার সঙ্গে তোমাদের ওই অস্থির পূর্বপুরুষ—ক্যাপটেন কিনসলভিডের কোনো আত্মীয়ার সাদৃশ্য আছে কিনা—জানো?' আচমকা অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করলেন মিসেস বেলমোর।

'তেমন তো মনে হয় না,' সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে জবাব দিলো টেরেন্স। 'তাঁদের কারুরই সৌন্দর্যের জন্যে খ্যাতি ছিলো বলে কোনোদিন শুনিনি।'

'তাহলে ওই ভূতটি আমাকে চুমু দেবে কেন?' গম্ভীর মুখে মিসেস বেলমোর যুবকের চোখের দিকে তাকালেন।

'কি কাণ্ড!' টেরেন্সের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, 'আপনি কি বলছেন, মিসেস বেলমোর! সে কি সত্যিই আপনাকে চুমু দিয়েছে?'

'আমি বলেছি, 'সেটা'—এবং আমি আশা করি ওই নৈর্ব্যক্তিক সর্বনামটা সঠিকভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে।'

'কিন্তু আমি দায়ী—এ কথা আপনি বললেন কেন?'

'কারণ তুমি ভূতটির একমাত্র জীবিত আত্মীয়।'

'ও! কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, সে···মানে সেটা···মানে কি করে আপনি···'

'বুঝলাম? কি করে লোকে বোঝে? আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এবং সেটাই আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে—এ বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত।'

'প্রায়?'

'মানে, আমি জেগে উঠলাম—ঠিক যেন···তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমি কি বলতে চাইছি? যখন কোনো কিছু আচমকা তোমাকে জাগিয়ে দেয় তখন তুমি সঠিকভাবে বুঝতে পারো না, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে নাকি···অথচ তুমি বুঝতে পারো যে···আচ্ছা টেরেন্স, তোমাকে চরম বাস্তব জ্ঞানে বিভূষিত করার জন্যে আমাকে কি একেবারে প্রাথমিক অনুভূতিগুলোকে কাটাছেড়া করতে হবে?'

'কিন্তু যে সমস্ত ভূত চুমু দেয়, তাদের সম্পর্কে আমার একেবারে প্রাথমিক জ্ঞানগুলো পাওয়া দরকার,' টেরেন্স বিনীত স্বরে বললো! 'আমি কোনোদিনও কোনো ভূতকে চুমু খাইনি কিনা! ওটা কি···'

'তুমি জানতে চাইছো বলে বলছি,' সামান্য স্মিত মুখে অথচ স্বেচ্ছাকৃতভাবে খানিকটা জোর দিয়ে মিসেস বেলমোর বললেন, 'অনুভূতিটা বাস্তব ও আত্মিক অনুভূতির সংমিশ্রণ।'

'আপনি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিলেন আর নয়তো একটা অলীক দৃশ্য দেখেছেন বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন,' আচমকা টেরেন্স খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললো। 'আজকের দিনে কেউই ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না। আপনি যদি দয়াপরবশ হয়ে ওই কাহিনীটা বলে থাকেন, তাহলে জানবেন আমি সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কতোটা কৃতজ্ঞ, তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। গল্পটা আমার মাকে চরম সুখী করে তুলেছে। সত্যি মিসেস বেলমোর, বিপ্লবী পূর্বপুরুষের কল্পনাটা কিন্তু একেবারে অবাক করে দেবার মতো!'

'যারা ভূত দেখেছে, আমার ভাগ্যটা যথারীতি দেখছি তাদেরই মতো,' মিসেস বেলমোর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তবে সর্বনাশের অন্তত একটা স্মৃতি আমার কাছে রয়ে গেছে—অদেখা পৃথিবী থেকে পাওয়া একটি চুম্বন! আচ্ছা টেরেন্স, ক্যাপটেন কিনসলভিং কি খুব সাহসী পুরুষ ছিলেন?'

'আমার বিশ্বাস, উনি ইয়র্কটাউনে ছুটে গিয়েছিলেন', টেরেন্সকে চিন্তিত দেখালো। 'সবাই বলে, সেখানে প্রথম যুদ্ধটার পরে উনি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে পালিয়ে যান।'

'আমার ধারণা, উনি নিশ্চয়ই ভীরু ছিলেন।' মিসেস বেলমোর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'উনি আর একবার চেষ্টা করলে পারতেন!'

'আরও একটা যুদ্ধ?'

'তাছাড়া আর কি? যাকগে, আমি চলি—এক্ষুণি আমাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা এসে পড়বে।... ক্লিফটপ আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আজকের সকালটা এতো সুন্দর—তাই না টেরেন্স?'

স্টেশনে যাবার পরে মিসেস বেলমোর নিজের ব্যাগ থেকে একটা রেশমী রুমাল বের করে নিলেন। বিচিত্র এক স্মিত হাসি নিয়ে রুমালটার দিকে তাকালেন উনি। তারপর রুমালটাতে বেশ করে কষে কয়েকটা গিঁট বেঁধে, একটা সুবিধেজনক সময়ে সেটাকে উনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

নিজের ঘরে টেরেন্স তখন তার পরিচারক ব্রুকসকে নির্দেশ দিচ্ছিলো, 'এই জিনিসগুলোকে ভালোমতো বেঁধেছেঁদে জাহাজে চাপিয়ে এই কার্ডটার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।'

কার্ডটা নিউ ইয়র্কের এক পোশাক-ব্যবসায়ীর এবং 'জিনিসগুলো' হচ্ছে রুপোর বকলেস লাগানো সাদা সাটিনের একপ্রস্থ পোশাক যা ছিয়াত্তর সালের যুগে পুরুষরা ব্যবহার করতেন, এক জোড়া সাদা রেশমী মোজা, সাদা চামড়ার জুতো, একটা পরচুলা আর পোশাকটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মতো একটা তলোয়ার।

'আর ব্রুক্স—একটু দেখোতো,' টেরেন্স কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, 'এক কোণে আমার নামের আদ্যাক্ষর লেখা একটা রেশমী রুমাল কোথাও দেখতে পাও কিনা! রুমালটা আমি নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে দিয়েছি।'

একমাস বাদে ক্যাটসকিলস পর্বতমালার পথে পথে চার-চাকার গাড়িতে চেপে প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মিসেস বেলমোর এবং সপ্রতিভ সম্প্রদায়ের আরও দু-একজন মিলে একটা নামের তালিকা তৈরি করছিলেন। আপত্তিকর নামগুলোকে বাদ দেবার জন্যে মিসেস বেলমোর শেষবারের মতো তালিকাটাতে চোখ বোলাতে লাগলেন। তালিকায় টেরেন্স কিনসলভিঙের নামটাও ছিলো। মিসেস বেলমোর আলতো করে নামটাতে বর্জনের রেখা টেনে দিলেন। তারপর অস্ফুটে, মিষ্টি করে, কারণটা বুঝিয়ে দিলেন, 'বড্ডো লাজুক!'

আশ্চর্য ভ্রমণ

সেদিন সকালে আমার স্ত্রী ও আমি যথারীতি আমাদের দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ীই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালাটা ফেলে রেখে ও সদর দরজা অব্দি আমার পেছন পেছন এসেছিলো। তারপর আমার কোটের সামনের দিকের ভাজ করা অংশটা থেকে ও একটা অদৃশ্য ফেঁসো খুঁটে তোলে (মালিকানা জাহির করার জন্যে মহিলাদের ব্যাতিক্রমহীন কর্মানুষ্ঠান) এবং ঠাণ্ডা লেগেছে বলে আমাদের সতর্ক থাকার জন্যে মিনতি জানায়। ঠাণ্ডা কিন্তু আমার আদপেই লাগেনি। যাই হোক, তারপর এলো বিদায়-চুম্বন—ইয়ং হাইসনের গন্ধ মাখা নেহাতই ঘরোয়া চুমু। ওর সীমাহীন রীতিনীতিগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য আসার কোনো আশঙ্কা ছিলো না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অপকর্মের কুশলী স্পর্শে ও আমার সুন্দরভাবে লাগানো স্কার্ফের পিনটা বাঁকিয়ে দিলো। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমি শুনতে পেলাম, সকালে পরার চটিজোড়া ফটফটিয়ে ও ওর জুড়োতে থাকা চায়ের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় কি হতে চলেছে সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো রকম চিন্তা বা অমঙ্গল আশঙ্কা ছিলো না। আক্রমণটা এলো অতর্কিতে।

রেলপথ আইনের একটা বিখ্যাত মামলা নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি প্রায় রাতদিনই পরিশ্রম করছিলাম। মাত্র কয়েকদিন আগেই মামলাটাতে আমি প্রচণ্ডভাবে জিতেছি। সত্যি বলতে কি, বহু বছর ধরেই আইন নিয়ে আমি প্রায় অবিরাম ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। দু-একবার আমার বন্ধু ও চিকিৎসক ডাক্তার ভলনে আমাকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন।

'কাজকর্মে একটু ঢিলে না দিলে এক সময় তুমি কিন্তু আচমকা ভেঙে পড়বে, বেলফোর্ড।' উনি বলেছিলেন, 'হয় তোমার স্নায়ু আর নয়তো মগজটা তখন বেঁকে

বসবে। আচ্ছা বলো তো, পত্রিকায় স্মৃতিভ্রংশের কোনো ঘটনা পড়োনি—এমন সপ্তাহ কি একটাও যায়? মস্তিষ্কের ব্যাধিতে বাকশক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে, নিজের পরিচয় এবং অতীত মুছে গেছে—এমন কতো মানুষই তো হারিয়ে যায়, নামহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে। এ সমস্ত কিছুই হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম কিংবা দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্কটা জট পাকিয়ে যাবার জন্যে।'

'আমার বরাবরের ধারণা, ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আসলে জটটার সন্ধান পাওয়া যাবে খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের মগজে।'

'ব্যাধিটা কিন্তু আছে,' ডাক্তার মাথা নেড়ে বলেছেন। 'তোমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কাছাড়ি, অফিস আর বাড়ি—এই হচ্ছে তোমার দৈনন্দিন ভ্রমণক্ষেত্র। চিত্ত বিনোদনের জন্যেও তুমি আইনের কেতাব পড়ো। আইনের কেতাব যে বিনোদনের বস্তু নয়, তা অবিশ্যি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

সেদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে আমি ডাক্তার ভলনের কথাগুলোই ভাবছিলাম। শরীর ও মন যথারীতি ভালোই ছিলো—উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্ভবত স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিই বলা চলে।

একটা দিনের-গাড়ির অপ্রশস্ত আসনে বহুক্ষণ ধরে ঘুমোবার ফলে খিল ধরা এবং আড়ষ্ট হয়ে ওঠা পেশী নিয়ে আমি জেগে উঠলাম। মাথাটা আসনের পিঠে ঠেস দিয়ে আমি চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। বহুক্ষণ বাদে নিজেকেই বললাম, 'আমার নিশ্চয়ই একটা না একটা নাম আছে।' পকেটগুলো খুঁজে দেখলাম। কোনো কার্ড নেই—একটা চিঠি, এমন কি এক টুকরো কাগজ বা একটা মনোগ্রাম পর্যন্ত নেই। কিন্তু দেখলাম কোটের পকেটে বড়ো বড়ো অঙ্কে প্রায় তিন হাজার ডলারের নোট রয়েছে। 'আমি নিশ্চয়ই একটা কেউ, অবশ্যই—'নিজেকে ফের কথাগুলো বলে আমি আবার চিন্তা করতে শুরু করলাম।

গাড়িতে বেশ ভিড়। মনে হলো কোনো বিশেষ বিষয়ে লোকগুলো প্রত্যেকেই সমান আগ্রহী—কারণ প্রত্যেকেই যেন খোশ মেজাজে রয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে দিব্যি খোলাখুলিভাবে মিশছে, কথাবার্তা বলছে। ওঁদের মধ্যেই একজন—শক্তপোক্ত চেহারা, চোখে চশমা, গায়ে দারুচিনি আর ঘৃতকুমারীর গন্ধ ছড়ানো এক ভদ্রলোক—বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে আমার দিকে মাথাটা সামান্য দুলিয়ে, আমার আসনের শূন্য অর্ধাংশে বসে, মুখের সামনে একটা পত্রিকা খুলে ধরলেন। ওঁর পত্রিকাপাঠের ফাঁকে ফাঁকেই আমরা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম—সাধারণত মুসাফিররা যেমনটি করে থাকে। দেখলাম, আমি বেশ প্রশংসনীয়ভাবেই এই সমস্ত বিষয়ের আলাপ-আলোচনা দিব্যি সহ্য করতে পারি। এক সময় আমার সঙ্গীটি বললেন, 'আপনি তো আমাদেরই একজন! পশ্চিম থেকে এবারে দলটা বেশ ভালোই পাঠিয়েছে। এবারের সম্মেলনটা ওঁরা যে নিউইয়র্কে করছেন, এজন্যে

আমি খুবই খুশি হয়েছি। এর আগে আমি কোনোদিনও পুবে যাইনি। আমার নাম আর. পি. বোলডার—মিসৌরির হিকরি গ্রোভের বোলডার অ্যাণ্ড সন।'

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হলেও আমি জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি হয়ে নিলাম—বিপদে পড়লে মানুষ যা করে। এবারে আমাকে নিজের নামকরণ করতে হবে—একই সঙ্গে শিশু, শিশুর বাপ-মা এবং যাজক হতে হবে। অনুমান শক্তিগুলো আমার ধীরজ মস্তিষ্ককে উদ্ধারের কাজে নেমে পড়লো। আমার সঙ্গীটির দিক থেকে ভেসে আসা একটানা ওষুধ-বিষুধের গন্ধ আমাকে একটা বুদ্ধি যোগালো। লোকটার পত্রিকাটার দিকে এক ঝলক তাকাতেই একটা প্রকট বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে গেলো—সেটাও খানিকটা সাহায্য করলো আমাকে।

'আমার নাম এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার,' আমি সহজ স্বরে বললাম, 'আমি ওষুধের কারবারি, নিবাস কানসাসের কর্নোপলিস।'

'আমি জানি আপনি ওষুধের কারবারি,' ভদ্রলোক অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন। ,আপনি তো আমাদের জাতীয় সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি!'

'এরা সকলেই কি ওষুধের কারবারি?' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা এই সম্মেলনে, বুঝলেন হ্যামপিঙ্কার—আমার কিছু বলার ইচ্ছে আছে…ওরা তো নতুন নতুন কথাই শুনতে চায় কি না! যেমন ধরুন, ওষুধের শিশি—একটা বিষাক্ত, আর একটা নির্দোষ…একটার লেবেলের সঙ্গে অন্যটার ভুলভ্রান্তি করে ফেলা কিন্তু খুবই সহজ। তা ওষুধের কারবারিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওগুলোকে কিভাবে রাখে? যথাসম্ভব দূরে দূরে, আলাদা আলাদা তাকে। কিন্তু সেটাই ভুল। আমি বলি কি, ওগুলোকে বরঞ্চ পাশাপাশিই রাখুন—যখন একটার প্রয়োজন হবে তখন অন্যটার সঙ্গে সেটাকে দেখে মিলিয়ে নেবেন এবং তাহলে ভুলভ্রান্তিও এড়াতে পারবেন। আমার চিন্তাধারাটা আপনি ধরতে পেরেছেন তো?'

'ব্যাপারটা আমার কাছে তো বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে।'

'বেশ! তাহলে সম্মেলনে কথাটা তুললে, আপনি কিন্তু আমাকে মদত দেবেন।'

'আমি কোনো রকম সাহায্য করতে পারলে অবশ্যই করবো। দু বোতল…ইয়ে…'

'পটাশ ও অ্যান্টিমনির টার্টেট আর পটাশ ও সোডার টার্টেট।'

'এখন থেকে পাশাপাশি থাকবে,' আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম।

'এই দেখুন, ফের একটা জালি স্মৃতিভ্রংশের ঘটনা,' ভদ্রলোক পত্রিকাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, একটা নিবন্ধের ওপরে আঙুল রাখলেন। 'এদের আমি বিশ্বাস করি না, বুঝলেন! আমি মনে করি, এদের দশটার মধ্যে নটাই ভুয়া। একটা মানুষ তার কাজকর্ম আর আত্মীয় স্বজনের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলে, একটু ভালোভাবে সময়টা কাটাতে চায়—তখন সে কোথাও কেটে পড়ে। সবাই যখন তাকে খুঁজে বের করে তখন মানুষটা এমন একটা ভান করে, যেন সে তার স্মৃতিশক্তি খুইয়ে ফেলেছে—সে তার নিজের নাম জানে না, এমন কি নিজের স্ত্রীর বাঁ কাধে

বাদামের মতো জন্মদাগটাকে পর্যন্ত চিনতে পারে না। স্মৃতি ভ্রংশ! ধুর ধুর! এরা নিজের বাড়িতে থেকে সবকিছু ভুলে যেতে পারে না?'

পত্রিকাটা নিয়ে, ঝাঁঝালো শিরনামটার পরে আমি নিচের খবরটা পড়ে ফেললাম:

ডেনভার, ১২ই জুন—বিখ্যাত আইনজীবী, এলউইন সি. বেলফোর্ড তিনদিন আগে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছেন এবং তাঁকে খুঁজে পাবার সমস্ত চেষ্টাই এযাবৎ ব্যর্থ হয়ে গেছে। মি. বেলফোর্ড উচ্চতম সমাজের একজন সুপরিচিত নাগরিক এবং আইনের ব্যবসায় তাঁর পসারও ছিলো সুপ্রচুর। উনি বিবাহিত, একটি সুন্দর বাড়ি এবং সব চাইতে বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরির মালিক। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার দিন উনি ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলেছেন। মি. বেলফোর্ড ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যাবার পর কেউ তাঁকে দেখেছেন বলে এ যাবৎ কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মি. বোলফোর্ড ভীষণ নিরিবিলি শান্ত প্রকৃতির ঘরমুখো মানুষ, নিজের সংসার এবং পেশার মধ্যেই তিনি আনন্দ খুঁজে পেতেন। তাঁর এই বিচিত্র অন্তর্ধানের ব্যাপারে যদি আদৌ কোনো সূত্র থেকে থাকে তাহলে একমাত্র দেখা যাবে যে গত কয়েক মাস যাবৎ কিউ, ওয়াই অ্যাণ্ড জেড রেলরোড কোম্পানির সঙ্গে জড়িত একটা গুরুত্বপূর্ণ আইনঘটিত মকদ্দমায় উনি গভীরভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। নিরুদ্দিষ্ট মানুষটিকে খুঁজে পাবার জন্যে সমস্ত রকমের প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'আপনি একেবারেই ছিদ্রান্বেষী নন—এ কথা বোধহয় বলা চলে না, মি. বোলডার।' খবরটা পড়ে আমি বললাম, 'আমার কাছে তো ঘটনাটা খাঁটি বলেই মনে হচ্ছে। এই যে ভদ্রলোক—ওঁর পয়সাকড়ি আছে, উনি বিবাহিত জীবনে সুখী এবং উনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি—উনি কেন আচমকা সমস্ত কিছু এভাবে ছেড়ে-ছুড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবেন? আমি জানি, স্মৃতিশক্তির এ ধরনের অক্ষমতা হয় এবং মানুষ তখন নাম-ধাম-ইতিহাস বিহীন অবস্থায় অসহায় হয়ে ভেসে বেড়ায়।'

'আরে ছাড়ুন তো মশায়! ও সব হচ্ছে শয়তানি।' মি. বোলডার বললেন, 'আজকালকার মানুষের শিক্ষাদীক্ষা খুব বেশি। তারা স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটা জানে এবং সেটাকেই ওজর হিসেবে চালায়। আজকাল মহিলারাও বিলক্ষণ জ্ঞানী। ব্যাপারটা চুকেবুকে যাবার পর ওরা আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে—তা সে চোখ যতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্নই হোক না কেন—বলবে, 'লোকটা আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিলো'। বুঝলেন?'

এইভাবে মি বোলডার আলোচনার ধারা থেকে সরে গেলেন, কিন্তু নিজের মন্তব্য এবং দর্শন দিয়ে আমাকে কোনো রকম সাহায্য করলেন না।

রাত দশটা নাগাদ আমরা নিউইয়র্কে পৌছলাম। ট্যাক্সিতে চেপে একটা

হোটেলে গিয়ে, সেখানকার খাতায় নিজের নাম লিখলাম : এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার। নামটা লিখতেই এক আশ্চর্য, বন্য, মাতাল-করে-দেওয়া আনন্দ···এক সীমাহীন স্বাধীনতার অনুভূতি···সদ্য পাওয়া অসংখ্য সম্ভাবনা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন ঘিরে ফেললো। পুরনো বেড়িগুলো—তা সে যা-ই হোক না কেন—আমার হাত-পা থেকে খসে পড়ে গেছে। একটা শিশুর ক্ষেত্রে যেমন হয়, আমার সামনেও এখন তেমনি ভবিষ্যতের সড়কটা খোলা পড়ে রয়েছে এবং আমি একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওই সড়ক দিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারি।

মনে হলো হোটেলের কেরানিটি আমার দিকে অতিরিক্ত পাঁচটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। আমার সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই।

'ঔষধ ব্যবসায়ীদের সম্মেলন।' পকেট থেকে একটা নোট বের করে বললাম, 'যে কোনো কারণেই হোক আমার তোরঙ্গটা এখনও এসে পৌঁছোয়নি।'

'ও। পশ্চিমের অনেক প্রতিনিধিই আমাদের এখানে এসে উঠেছেন,' সোনায় বাঁধানো একটা দাঁতে ঝিলিক তুলে লোকটা একজন পরিচারককে ডাকার জন্যে ঘণ্টি টিপলো।

'আমরা, মানে পশ্চিমী প্রতিনিধিরা, একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে এসেছি।' নিজের ভূমিকায় একটু রঙ চড়াবার প্রচেষ্টায় আমি বললাম, 'আমাদের সুপারিশ হলো, পটাশ ও অ্যান্টিমনির টার্টেট আর পটাশ ও সোডিয়ামের টার্টেটকে একই তাকে পাশাপাশি রাখা হোক।'

'ভদ্রলোককে তিনশো চোদ্দ নম্বরে নিয়ে যাও', কেরানিটি দ্রুত বললো এবং আমাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পরের দিন আমি একটা তোরঙ্গ এবং কিছু কিছু পোশাক পরিচ্ছদ খরিদ করে এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামারের জীবন যাপন করতে শুরু করলাম—অতীতের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করে মস্তিষ্ককে আর ভারাক্রান্ত করলাম না। এই চমৎকার দ্বীপ-শহরটা আমার ঠোঁটের সামনে এক তীব্র মনোরম ও ঝিকমিকে পানপাত্র তুলে ধরলো এবং আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তা পান করলাম। ম্যানহাটানের চাবির বোঝা যে বইতে পারে, চাবিগুলো তারই হয়। আপনাকে হয় এই শহরের অতিথি হতে হবে, আর নয়তো শিকার।

পরবর্তী কয়েকটা দিন কেটে গেলো সোনা আর রূপোর মতো। এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার, হিসেব মতো যার বয়েস কয়েক ঘণ্টা মাত্র, ইতিমধ্যে এক বাধাবন্ধনহীন, চিত্তবিনোদিনী, পূর্ণ-বিকশিতা পৃথিবীর মুখোমুখি হবার দুর্লভ আনন্দের স্বাদ পেয়ে গেছে। থিয়েটার আর ছাদের বাগানে পেতে রাখা যাদু-গালচেতে আমি মোহাবিষ্ট হয়ে বসে থেকেছি—ওরা আমাকে আনন্দময় গানবাজনা, সুন্দরী মেয়ে আর মানুষকে নিয়ে বিচিত্র হাস্যকর ও উদ্ভট ব্যঙ্গরচনার নতুন নতুন মনোরম দেশে নিয়ে গেছে। স্থান, কাল বা মানন-বেমানানের বাঁধন না মেনে আমি নিজের

ইচ্ছেমতো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। অলৌকিক সমস্ত ক্যাবারেতে হাঙ্গেরিয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে প্রাণবন্ত শিল্পী ও ভাস্করদের বন্য চিৎকারের মধ্যে নৈশভোজ সেরেছি। গিয়েছি এমন সমস্ত জায়গায় যেখানে বিজলির আলোয় ঝলকিত গতিময় ছবির মতো রাতের জীবন ক্রমাগত কেঁপে কেঁপে ওঠে। এবং এই সমস্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যে থেকে আমি এমন একটি জ্ঞান অর্জন করেছি যা আগে জানতাম না। সেটা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতার চাবি উচ্ছৃঙ্খলতার হাতে থাকে না —অলিখিত প্রথাই সেই চাবিকাঠির মালিক। ভদ্রতা বা সৌজন্যের একটা দরজা আছে, যেখানে আপনাকে শুল্ক দিতেই হবে—তা না হলে আপনি হয়তো কোনোদিনও স্বাধীনতার দেশে প্রবেশের অধিকার পাবেন না। এতো আলো ঝলমলে, আপাত বিশৃঙ্খলতা, জাঁকজমকময় আর বেপরোয়া পরিস্থিতির মধ্যেও আমি এই নিয়মটিকে লক্ষ্য করলাম—অন্যায়ভাবে তা জোর করে কাউকে বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু লোহার বেষ্টনীর মতো রয়ে গেছে। কাজেই ম্যানহাটানে আপনাকে এই অলিখিত নিয়মগুলোকে মেনে চলতেই হবে এবং তাহলেই আপনি স্বাধীন মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতম হতে পারবেন। আর তা মানতে রাজি না হলেই আপনি বেড়ি পরলেন।

কখনও কখনও মেজাজ হলে আমি অস্ফুট গুঞ্জনে ভরা বড়োঘরের বংশতিলকদের উপস্থিতিতে সুরভিত হয়ে ওঠা রেস্তোরাঁগুলোতে গেছি। আবার কখনও বা দ্বীপের সৈকতে স্থূল আনন্দ লুটতে যাওয়া, বাঁধনহারা প্রেমে নিমগ্ন, কেরানী যুবক আর দোকানি মেয়েদের সঙ্গে কলোরোলে ভরা একই সাজানো গোছানো স্টিমারে চেপে পাড়ি দিয়েছি জলপথে। তাছাড়া ব্রডওয়ে তো সর্বদাই আছে—ঝলমলে, সমৃদ্ধিময়ী, ছলনাময়ী, বিচিত্ররূপিনী, আকাঙ্ক্ষিতা ব্রডওয়ে—যা আফিমের অভ্যেসের মতো মানুষকে পেয়ে বসে।

একদিন বিকেলে হোটেলে ঢুকতেই কালো গোঁফ আর বড়োসড়ো নাকওলা এক শক্তপোক্ত চেহারার ভদ্রলোক আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালেন। আমি একটু ঘুরে তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক অপমানজনক অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে বেলফোর্ড! তুমি এই নিউ ইয়র্কে কি করছো? তোমাকে তোমার ওই বইয়ের আদিম গুহা থেকে টেনে বের করতে পারে, এমন কোনো বস্তু আছে বলে তো জানতুম না! তা মিসেস বেলফোর্ড কি সঙ্গে এসেছেন, নাকি একাই এসেছো, অ্যাঁ?'

'আপনি ভুল করেছেন, মশাই।' লোকটার মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'আমার নাম পিঙ্কহ্যামার।'

. আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, ভদ্রলোক যেন খানিকটা অবাক হয়েই একধারে সরে দাঁড়ালেন। কেরানির টেবিলটার কাছ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম উনি একজন পরিচারককে ডেকে, তারবার্তা লেখার একটুকরো কাগজ চাইলেন। সঙ্গে

সঙ্গে আমি কেরানিটিকে বললাম, 'আমার হিসেবটা দিন, আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমার মালপত্রগুলো নিচে আনিয়ে রাখুন। অবাঞ্ছিত লোক যেখানে বিরক্ত করে, সেখানে আমি থাকতে রাজি নই।'

ব্রডওয়ে থেকে একটু দূরে চমৎকার একটা নিরিবিলি বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ আছে। একদিন বিকেলে আমি সেখানে গিয়ে একটা টেবিলের দিকে এগুচ্ছি, হঠাৎ কে যেন আমার আস্তিনটা টেনে ধরলো। আশ্চর্য মিষ্টি গলায় উচ্ছ্বসিত স্বরে কে যেন ডাকলো, 'মি, বেলফোর্ড।'

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম একটি মহিলা একাকী বসে রয়েছেন—বয়েস প্রায় তিরিশ, অসাধারণ সুন্দর দুটি চোখ, এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন এককালে আমি ওঁর ভীষণ প্রিয় বন্ধু ছিলাম।

'তুমি তো প্রায় আমাকে পেরিয়েই চলে যাচ্ছিলে,' ওঁর কণ্ঠস্বরে অভিযোগের সুর। 'এখন আবার বলে বোসো না যে তুমি আমাকে চেনো না। তা আমরা কি এখন হাতে হাত মেলাবো না? পনেরো বছরে অন্তত একবার?'

তক্ষুণি আমি মহিলার সঙ্গে করমর্দন করলাম। তারপর টেবিলে ওঁর বিপরীত দিকে একটা কুর্সিতে বসে, ভুরুর ইঙ্গিতে একটি পরিচারককে কাছে ডাকলাম। মহিলা বরফ মেশানো একগ্লাস কমলালেবুর সরবৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। আমি একটা ক্রিম দ্য ম্যাঁথ আনার ফরমাশ দিলাম। ওঁর চুলগুলো লালচে ব্রোঞ্জের মতো। কিন্তু সেদিকে তাকানো যায় না, কারণ ওর চোখ দুটি থেকে দৃষ্টি সরানো যায় না। অথচ সন্ধ্যালোকে অরণ্যের গভীরতার দিকে তাকালেও যেমন সূর্যাস্তের দিকে সচেতনতা থাকে, তেমনি সচেতন হয়ে থাকতে হয় ওঁর চুলগুলোর সম্পর্কেও।

'আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি আমাকে চেনেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না', মহিলা মৃদু হাসলেন,'সে ব্যাপারে আমি কোনোদিনও নিশ্চিত ছিলাম না।'

'আমি যদি বলি যে আমি কানসাসের কর্নোপলিসে থাকি, আমার নাম এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার—তাহলে আপনি কি মনে করবেন?'

'কি মনে করবো?' দু চোখে খুশির ঝিলিক তুলে মহিলা বললেন, 'মনে করবো যে তুমি নিশ্চয়ই মিসেস বেলফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিউ ইয়র্কে আসোনি। আনলে ভালোই করতে। ম্যারিয়ানকে দেখতে পেলে আমি খুশি হতাম।' কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে উনি বললেন, 'তুমি কিন্তু খুব একটা বদলাওনি, এলউইন।'

অনুভব করলাম ওঁর আশ্চর্য চোখ দুটি আমার চোখ আর সমস্ত মুখখানাকে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

'হ্যাঁ, তুমি বদলেছো,' মহিলার এবারের কণ্ঠস্বরে একটা নরম উচ্ছ্বাসের সুর। 'এখন আমি তা দেখতে পাচ্ছি। তুমি ভোলোনি, এলউইন। একটা বছর কিংবা একটা দিন অথবা একটি ঘণ্টার জন্যেও তুমি ভোলোনি। আমি তো তোমাকে

বলেছিলাম, ভুলতে তুমি কোনোদিনও পারবে না !'

ওঁর দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে আমার সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিলো। খড়ের নলটা ক্রিম দ্য ম্যাঁথের মধ্যে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে গুঁজে দিয়ে আমি বললাম, 'আমি অবশ্যই আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু মুশকিলটা হয়েছে সেখানেই। আমি ভুলে গেছি—সমস্ত কিছুই আমি ভুলে গেছি।'

মহিলা আমার কথাগুলোকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিলেন। আমার মুখে যেন কি একটা দেখে, বেশ রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, 'মাঝে মাঝেই তোমার সম্পর্কে কথাবার্তা কানে এসেছে। আজকাল তুমি তো একজন বেশ বড়োসড়ো আইনজীবী···পশ্চিম ডেনভার না লস অ্যাঞ্জেলস—কোথায় যেন? ম্যারিয়ান তোমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই খুব গর্বিত। হ্যাঁ, আশা করি তুমি জানো যে তুমি বিয়ে করার ছ মাস বাদেই আমার বিয়ে হয়েছে। হয়তো পত্র-পত্রিকায় খবরটা তুমি দেখেছো। শুধু ফুলের বাবদেই খরচ হয়েছিলো দু হাজার ডলার।'

উনি পনেরো বছর আগেকার কথা উল্লেখ করছেন। পনেরো বছর বড়ো দীর্ঘ সময়।

খানিকটা ভয়ে ভয়ে আমি জিগেস করলাম, 'এখন আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাইলে, সেটা কি বড্ড দেরি হয়ে যাবে?'

'তেমন সাহস যদি তোমার হয়, তাহলে বলবো দেরি হয়নি।'

ভদ্রমহিলা এমন চমৎকার নিঃশঙ্ক ভঙ্গিমায় কথাটা বললেন যে আমি একেবারে চুপ করে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টেবিলের ঢাকনায় নকশা আঁকতে শুরু করলাম।

'একটা কথাটা বলো তো,' উনি খানিকটা আগ্রহী ভঙ্গিতে আমার দিকে ঝুঁকে বললেন। 'কথাটা বহু বছর ধরেই আমার জানতে ইচ্ছে হয়। স্রেফ মেয়েলি কৌতূহল। আচ্ছা, সেই রাতের পর তুমি কি আর কখনও সাহস করে সাদা গোলাপের দিকে তাকাতে পেরেছো—বৃষ্টি কিংবা শিশিরে ভিজে থাকা সাদা গোলাপ?'

আমি ক্রিম দ্য ম্যাঁতে একটা চুমুক দিলাম।

'সম্ভবত এ কথা ফের বলা অর্থহীন যে এ সমস্ত জিনিসগুলো কিছুই আমার মনে নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এ জন্যে আমি যে কতোটা দুঃখিত, আশা করি তা আর বলার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মহিলা টেবিলের ওপরে একখানা হাত রাখলেন। ওঁর চোখ দুটি ফের আমার কথাগুলোকে অবজ্ঞা করে, নিজস্ব পথ ধরে আমার আত্মার দিকে এগিয়ে চললো। নরম শব্দ তুলে সামান্য হাসলেন উনি। আশ্চর্য শব্দ ওঁর হাসিটার। হাসিটা সুখের ···পরিতৃপ্তির আর বিষাদের। ওঁর দিক থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম।

'তুমি মিথ্যে কথা বলছো, এলউইন বেলফোর্ড,' মহিলা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আমি জানি তুমি মিথ্যেবাদী!'

'আমার নাম এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার,' আমি ফার্ণগুলোর দিকে চোখ নামালাম। 'ওষুধ ব্যবসায়ীদের জাতীয় সম্মেলনে হাজির হওয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি। অ্যান্টিমনির টার্টেট আর পটাশের টার্টেট ভরা শিশিগুলো নতুন-ভাবে সাজিয়ে রাখার ব্যাপারে একটা দারুণ আন্দোলন চলছে—সে ব্যাপারে আপনার খুব সম্ভব আদৌ কোনো আগ্রহ নেই…'

একটা ঝকঝকে ল্যাণ্ডো দরজার কাছে এসে থামলো। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। আমি ওঁর একখানা হাত তুলে নিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বললাম, 'আমি যে কিছু মনে করতে পারছি না এ জন্যে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনি তা বুঝবেন না। আপনি পিঙ্কহ্যামারকে মেনে নেবেন না—আর আমিও সত্যি বলতে কি, আপনার ওই গোলাপ আর অন্যান্য জিনিসগুলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিদায়, মি. বেলফোর্ড,' সুখের বিষণ্ন হাসিমাখা মুখে মহিলা গাড়িতে উঠে পড়লেন।

সেদিন রাত্রে আমি থিয়েটারে গিয়েছিলাম। হোটেলে ফিরতেই কালো পোশাক পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক—মনে হচ্ছিলো একটা রেশমী রুমাল দিয়ে হাতের নখগুলো ঘষতেই সে ব্যস্ত—আচমকা যেন মন্ত্রবলে আমার পাশে এসে হাজির হলো।

'মি. পিঙ্কহ্যামার,' নিজের তর্জনির দিকে বেশির ভাগ মনোযোগ ঢেলে রেখে লোকটা সাধারণভাবে বললো, 'সামান্য একটু কথাবার্তা বলার জন্যে আমি আপনাকে একটু এধারে আসতে অনুরোধ জানাতে পারি কি? এখানে একটা ঘর আছে।'

'নিশ্চয়ই', আমি জবাব দিলাম।

লোকটা আমাকে ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে গেলো। এক ভদ্রমহিলা এবং এক ভদ্রলোক আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। অনুমানে মনে হলো, প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা এবং অবসাদের অভিব্যক্তি ভদ্রমহিলার মুখখানিকে মেঘলা করে না রাখলে, ওঁকে অসাধারণ সুন্দরী বলেই মনে হতো। ওঁর গড়ন, গায়ের রঙ এবং চোখ-মুখ—সবই আমার মনোমতো। ওঁর পরনে একটা ভ্রমণের উপযোগী পোশাক। চরম উদ্বেগ ভরা এক আন্তরিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উনি একখানা কাঁপাকাঁপা হাত নিজের বুকের কাছটাতে চেপে ধরলেন। মনে হলো হয়তো উনি আমার দিকে এগিয়েই আসতেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ওঁকে আটকে রেখে নিজেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ, রগের কাছে চুলগুলো সামান্য পাকা, মুখটা বলিষ্ঠ এবং চিন্তিত।

'এই যে বেলফোর্ড,' ভদ্রলোক মার্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে ফের দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। হ্যাঁ, আমরা জানি সমস্ত কিছু অবশ্যই ঠিক আছে। তুমি তো জানো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম—বলে দিয়েছিলাম যে তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছো। এবারে তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে আর দেখতে দেখতে ফের আগেকার মতো হয়ে উঠবে।'

'আমাকে এতো বেশি 'বেলফোর্ড' বলে ডাকা হয়েছে যে এখন ওটার ধার ক্ষয়ে গেছে,' আমি বিদ্রূপের হাসি ছড়ালাম। 'তা সত্ত্বেও শেষমেষ এটা হয়তো বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। আপনারা কি আদৌ এ ধারণাটা মেনে নিতে ইচ্ছুক যে আমার নাম এডওয়ার্ড পিঙ্কহ্যামার এবং আমি এর আগে জন্মেও আপনাদের কখনও দেখিনি?'

ভদ্রলোক কোনো জবাব দিতে পারার আগেই ভদ্রমহিলার দিক থেকে এক আকুল আর্তচিৎকার ভেসে এলো। ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে উনি 'এলউইন!' বলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তারপর আমাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এলউইন! তুমি আমার মনটাকে ভেঙে দিয়ো না, এলউইন! আমি তোমার স্ত্রী! একবার তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো…শুধু একবার! তোমাকে এমনটি দেখার চাইতে বরং তুমি মরে গেলেও ভালো হতো!'

সশ্রদ্ধ অথচ কঠোর হতে আমি ওঁর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

'মাফ করবেন ম্যাডাম, কোনো কিছু বিচার-বিবেচনা না করে স্রেফ তাড়াহুড়োর মাথায় আপনি চেহারার সাদৃশ্যকেই চরম বলে মেনে নিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, শনাক্তকরণের জন্যে সোডিয়াম আর অ্যান্টিমনির টার্টেটের মতো আমাকে আর এই বেলফোর্ডকে কিছুতেই একই তাকে পাশাপাশি রাখা সম্ভব নয়।' যেন কথাটা মনে পড়লো বলেই আমি মজা পেয়ে মৃদু হাসলাম। তারপর হালকা চালে বললাম, 'আমাদের জাতীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণীর দিকে আপনার হয়তো একটু নজর রাখার প্রয়োজন হতে পারে।'

ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গী ভদ্রলোকের হাতটা চেপে ধরলেন, 'এ কি হলো, ডক্টর ভলনে? এ কি কাণ্ড?'

ভদ্রলোক ওঁকে দরজার দিকে নিয়ে গেলেন।

'তুমি খানিকক্ষণের জন্যে নিজের ঘরে যাও,' ভদ্রলোককে বলতে শুনলাম। 'আমি এখানে থেকে ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবো। ওর মন? না, আমার তা মনে হয় না…শুধু মস্তিষ্কের একটা অংশ। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে ও সুস্থ হয়ে উঠবে। যাও, তুমি নিজের ঘরে যাও। আমাকে একটু ওর সঙ্গে একা থাকতে দাও।'

মহিলা উধাও হয়ে গেলেন। কালো পোশাক পরা লোকটাও চিন্তিত ভঙ্গিতে নখ ঘষতে ঘষতে বাইরে চলে গেলো। মনে হলো সে বাইরের হলঘরে অপেক্ষা করছে।

'অনুমতি দিলে আমি খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই, মি. পিঙ্কহ্যামার,' ভদ্রলোক বললেন।

'বেশ তো, আপনার ইচ্ছে হলে বলুন। তবে কিছু যদি মনে না করেন, আমি একটু আরাম করে বসবো। আসলে আমি খানিকটা ক্লান্ত কি না!'

জানলার পাশে একটা সোফায় শরীর ছড়িয়ে আমি একটা চুরুট ধরালাম। উনি আমার কাছাকাছি একটা কুর্সি টেনে নিলেন।

'আসল কথায় আসা যাক,' ভদ্রলোক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার নাম পিঙ্কহ্যামার নয়।'

'আপনার মতো আমিও সেটা ভালোভাবেই জানি,' আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম। 'কিন্তু মানুষের কোনো না কোনো নাম তো থাকতেই হবে। অথচ আচমকা কাউকে যখন নিজের নামকরণ করতে হয় তখন সুন্দর নামগুলো যেন কিছুতেই মনে আসতে চায় না। কিন্তু ধরুন, নামটা যদি শোবিনহয়সেন বা স্ক্রোগিনস হতো! তাই আমার ধারণা পিঙ্কহ্যামার নামটা নিয়ে আমি ভালোই করেছি।'

'আপনার নাম এনউইন সি. বেলফোর্ড। আপনি ডেনভারের একজন অন্যতম সেরা আইনজীবী। আপনি মস্তিষ্কের এক ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, যে জন্যে আপনি নিজের পরিচয় ভুলে গেছেন। এর কারণ, নিজের পেশায় অতিরিক্ত ডুবে থাকা এবং হয়তো স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদ থেকে জীবনকে অতিরিক্ত মাত্রায় বঞ্চিত করে রাখা। যে মহিলাটি এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, উনি আপনার স্ত্রী।'

'ওকে তো আমি একজন সুদর্শনাই বলবো,' বিচক্ষণের মতো সামান্য বিরতি নিয়ে আমি বললাম। 'বিশেষ করে ওঁর চুলের বাদামী রঙটা আমার খুবই পছন্দ।'

'ওঁর মতো স্ত্রী পাওয়া গর্বের বিষয়। দু সপ্তাহ আগে আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর থেকে উনি দু চোখের পাতা এক করেছেন কিনা সন্দেহ। ইসিডোর নিউম্যান নামে ডেনভার থেকে বেড়াতে আসা এক ভদ্রলোকের তার পেয়ে আমরা জানতে পারি যে আপনি নিউ ইয়র্কে রয়েছেন। ভদ্রলোক বলেছেন, এখানকার একটা হোটেলে আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো এবং আপনি নাকি তাকে চিনতে পারেননি।'

'মনে হচ্ছে ঘটনাটা আমার মনে আছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ভদ্রলোক আমাকে 'বেলফোর্ড' বলে ডেকেছিলেন। কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে না যে এবারে আপনার নিজের পরিচয়টা দেওয়া উচিত?'

'আমি রবার্ট ভলনে—ডক্টর ভলনে। বিশ বছর ধরে আমি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পনেরো বছর ধরে তোমার চিকিৎসক। তারটা পাওয়ামাত্র আমি মিসেস বেলফোর্ডকে নিয়ে তোমার খোঁজে এখানে এসে হাজির হয়েছি। চেষ্টা করো এলউইন—মনে করার চেষ্টা করো, বন্ধু!'

'চেষ্টা করে কি লাভ?' সামান্য ভ্রূ-কুঁচকে আমি বললাম, 'আপনি তো বলছেন যে আপনি একজন চিকিৎসক। আচ্ছা, মস্তিষ্কের এই রোগটা কি সারে? কোনো মানুষ তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললে, সেটা কি আস্তে আস্তে ফিরে আসে না কি আচমকা?'

'কখনও আস্তে আস্তে এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে—আবার কখনও বা আচমকা, যেমন করে সেটা চলে গিয়েছিলো।'

'আপনি কি আমার চিকিৎসার ভার নেবেন, ডক্টর ভলনে?' আমি জিগেস করলাম।

'বন্ধু, আমার যথাসাধ্য আমি করবো এবং বিজ্ঞান যতোদূর করতে পারে, তোমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে তার সমস্ত কিছুই করা হবে।'

'বেশ! তাহলে ধরে নিন, আমি আপনার রোগী। এখন থেকে সমস্ত কিছুই গোপনীয়—পেশাদারী গোপনীয়তা।'

'অবশ্যই,' ডক্টর ভলনে জবাব দিলেন।

আমি সোফা থেকে উঠে পড়লাম। মাঝখানের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে ফুলদানিতে কে যেন সাদা গোলাপ রেখে দিয়েছিলো—একগুচ্ছ সদ্য ফুটে ওঠা সুরভিত শুভ্র গোলাপ। জানলা দিয়ে ফুলগুলোকে আমি অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর ফের সোফায় বসে বললাম, 'রোগমুক্তিটা আচমকা হলেই সব চাইতে ভালো হবে, ববি। যে কোনো কারণেই হোক, এসবে আমি খানিকটা ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। তুমি এখন যেতে পারো। আর গিয়ে ম্যারিয়ানকে ভেতরে নিয়ে এসো। কিন্তু কি বলবো, ডাক্তার…' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি পা দিয়ে ডাক্তারের পায়ে একটা ঠোক্কর মেরে বললাম, 'ব্যাপারটা কিন্তু দারুণ!'

শ্যামরক জোনসের অভিযান

আমি ভাগ্যবান, কারণ নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্যামরক জোনস আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন। জোনস শহরের গোয়েন্দা বাহিনীর, যাকে বলে, একেবারে 'ভেতরকার লোক।' টাইপ রাইটার ব্যবহারের ব্যাপারে সে একজন বিশেষজ্ঞ।

যখনই কোনো একটা 'হত্যা রহস্য' সমাধান করার প্রয়োজন হয়, তখনই তার কাজ হলো—সদর দফতরে টেলিফোন রাখা একটা টেবিলের কাছে গিয়ে বসা এবং যে সমস্ত 'দাম্ভিক' ব্যক্তিরা ওই অপকর্মটি করেছে বলে টেলিফোন যোগে স্বীকারোক্তি জানায়, তাদের বক্তব্যগুলোকে টাইপ করে ফেলা। কিন্তু কিছু কিছু 'ফাঁকা' দিনে, যখন স্বীকারোক্তিগুলো মন্দগতিতে আসে এবং তিন চারটে নতুন কাগজ সমসংখ্যক অপরাধীদের পেছনে ছুটে বেড়ায়, তখন জোনস আমার সঙ্গে শহরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ও অনুমান শক্তি প্রদর্শন করে আমাকে মোহিত ও শিক্ষিত করে তোলে।

সেদিন সদর দফতরে গিয়ে দেখি, বিখ্যাত গোয়েন্দাটি নিজের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে শক্ত করে বাঁধা একটুকরো সুতোর দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। 'সুপ্রভাত, হোয়াটস আপ,' মাথা না ঘুরিয়েই সে বললো,'দেখে খুশি হলাম যে শেষ অব্দি তুমি তোমার বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো লাগাবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছো।'

'এটা তুমি কি করে জানলে, দয়া করে বলবে?' আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'আমি নিশ্চিত যে এ ব্যাপারটা আমি কক্ষণো কাউকেই বলিনি এবং তার খাটানোর কাজটা তাড়াহুড়ো করে সবেমাত্র আজ সকালেই শেষ হয়েছে।'

'খুবই সহজ,' জোনস অমায়িক ভঙ্গিতে বললো।' 'তুমি ভেতরে আসতেই, তুমি যে চুরুটটা টানছো আমি তার গন্ধ পেয়েছিলাম। আমি জানি ওটা দামী চুরুট এবং এও জানি যে আজকালকার দিনে নিউ ইয়র্কে চুরুট খাওয়া আর গ্যাসের বিল মেটাবার মতো ক্ষমতা তিনজনের বেশি আর কারুর নেই। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের একটা ছোট্ট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

'তুমি আঙুলে ওই সুতোটা বেঁধে রেখেছো কেন?' আমি জিগেস করলাম।

'সেটাই তো সমস্যা।' জোনস বললো, 'আমার গিন্নী আজ সকালে ওটা বেঁধে দিয়েছেন, যাতে আমার মনে থাকে যে আমাকে একটা জিনিস বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি বোসো, হোয়াটস আপ—আর কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

বিশিষ্ট গোয়েন্দাটি দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো এবং সম্ভবত মিনিট দশেক গ্রাহযন্ত্রটা কানে লাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি কি কারুর স্বীকারোক্তি শুনছিলে?' জোনস নিজের কুর্সিতে ফিরে আসার পর আমি তাকে জিগেস করলাম।

'হয়তো এটাকে ওই ধরনেরই কিছু বলা যেতে পাবে,' জোনস মৃদু হাসলো। 'তোমাকে খোলাখুলি বলছি, হোয়াটস আপ—আমি নেশা করা বন্ধ করে দিয়েছি। দীর্ঘ দিন ধরে মাত্রাটা আমি এমন বাড়িয়ে যাচ্ছিলাম যে এখন মরফিনে আমার আর তেমন কাজ হয় না। তার চাইতে বেশি জোরালো কিছুর দরকার। এইমাত্র আমি যে টেলিফোনটা ধরতে গেলাম, সেটা ওয়ালডর্কে একটা ঘরের সঙ্গে যুক্ত—

সেখানে একজন লেখক পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। যাকগে, এবারে এই সুতোটার রহস্য সমাধান করতে হবে।'

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে চিন্তা করার পর জোনস আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো।

'আশ্চর্য লোক!' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম, 'এর মধ্যেই হয়ে গেলো?'

'খুবই সহজ ব্যাপার।' আঙুলটা তুলে জোনস বললো, 'সুতোর গিঁটটা দেখতে পাচ্ছো? এটা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি ভুলে না যাই। বস্তুটা হচ্ছে এক বস্তা ময়দা, যা আমার বাড়িতে পাঠাবার কথা!'

'অপূর্ব!' আমি সচিৎকারে প্রশংসা না জানিয়ে পারলাম না।

'চলো, এবারে একটু ঘুরে আসা যাক।' জোনস বললো, 'আমার হাতে এখন একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলা রয়েছে। একশো চার বছর বয়স্ক বুড়ো ম্যাকার্টি অতিরিক্ত কলা খেয়ে পটল তুলেছেন। কিন্তু মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে প্রমাণ এতোই জোরালো যে পুলিস সেকেণ্ড অ্যাভিনিউর দু নম্বর কাৎজেনজ্যামার গ্যাব্রিনাস ক্লাবটা ঘিরে ফেলেছে—এখন হত্যাকারীকে গ্রেফতার করাটা আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যাপার। তবে সাহায্য করার জন্যে এখন পর্যন্ত গোয়েন্দা বাহিনীকে ডাকা হয়নি।'

জোনস আর আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে গাড়ি ধরার জন্যে মোড়ের দিকে এগুতে লাগলাম। বাড়িটা আধাআধি যেতেই রেইনগেল্ডারের সঙ্গে দেখা—উনি আমাদের পরিচিত, সিটি হলের একজন পদস্থ ব্যক্তি।

'সুপ্রভাত রেইনগেল্ডার,' জোনস থমকে দাঁড়ালো। 'আজ সকালে তোমার জলখাবারটা বেশ জম্পেশই হয়েছিলো, কি বলো?'

গোয়েন্দাটির দারুণ অনুমান শক্তির দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর মেলে রাখি বলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, রেইনগেল্ডারের জামায় বুকের কাছটাতে একটা লম্বা উপছে পড়া হলদে দাগ এবং চিবুকে ওই রকমই একটা ছোট্ট দাগ দেখে জোনসের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠেছিলো। দাগ দুটো নির্ঘাৎ ডিমের কুসুম থেকে হয়েছে।

'শুরু হলো তোমার গোয়েন্দাগিরি,' মৃদু হাসিতে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে তুললো রেইনগেল্ডার। 'ঠিক আছে আমি বাজি ফেলছি—জলখাবারে আমি কি খেয়েছি তা তুমি বলতে পারবে না।'

'রাজি,' জোনস বললো। 'তুমি খেয়েছো সসেজ, খসখসে রুটি আর কফি।'

জোনসের অনুমানের যথার্থতা স্বীকার করে নিয়ে রেইনগেল্ডার বাজির পয়সা মিটিয়ে দিলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমি জোনসকে বললাম,'আমি ভেবেছিলাম তুমি ওর চিবুকে আর জামায় ডিমের দাগগুলো দেখেছিলে।'

'দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই আমি অনুসন্ধান করতে শুরু করেছি।

রেইনগেল্ডার ভীষণ মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মানুষ। গতকাল বাজারে ডিমের দর ডজন প্রতি আঠাশ সেণ্টে নেমে গিয়েছিলো। আজ তার দর বিয়াল্লিশ। রেইনগেল্ডার গতকাল ডিম খেয়েছিলো এবং আজ সে আবার নিজের নিয়মিত খাদ্যে ফিরে গেছে। এ ধরনের ছোটোখাটো জিনিসগুলো কোনো ব্যাপারই নয়, হোয়াটস আপ—এগুলো একেবারে প্রাথমিক অঙ্কের ক্লাসের জিনিস।'

বাসে উঠে দেখলাম সব কটা আসনই ভর্তি—বেশির ভাগই মহিলা। জোনস আর আমি পেছনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আসনে বসেছিলেন—গালে ছোটো ছোটো পাকা দাড়ি, দেখে মনে হয় পাক্কা নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। পরপর কয়েকটা মোড়ে অন্য মহিলারাও বাসে উঠলেন এবং শীগগির তিন চারজন মহিলা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চামড়ার ফিতে ধরে ঝুলতে ঝুলতে ওঁরা ওই বাঞ্ছিত আসনটিকে দখল করে রাখা লোকটির দিকে ইঙ্গিতময় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক তা সত্ত্বেও নাছোড়ের মতো নিজের জায়গাটাকে আটকে রাখলেন।

'আমরা, মানে নিউ ইয়র্কবাসীরা, আমাদের সমস্ত ভদ্রতাবোধ খুইয়ে ফেলেছি,' আমি জোনসকে বললাম, 'অন্তত জনসাধারণের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ব্যাপারে।'

'হয়তো তাই,' জোনস হালকা সুরে বললো। 'তবে তুমি স্পষ্টতই যাঁকে নিয়ে কথাটা বললে, তিনি ওল্ড ভার্জিনিয়ার একজন সুভদ্র এবং সৌজন্য বিশিষ্ট মানুষ। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে উনি সামান্য কয়েকটা দিন নিউ ইয়র্কে কাটাচ্ছেন, আজ রাতেই আবার দক্ষিণে রওনা হয়ে যাবেন।'

'তাহলে তুমি ওঁকে চেনো ?' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'আমরা গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত আমি জীবনে কোনোদিনও ওঁকে দেখিনি,' জোনস মৃদু হাসলো।

'কি বলছো তুমি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'স্রেফ লোকটাকে দেখেই তুমি যদি এতোসব বুঝতে পেরে থাকো, তাহলে বলতে হবে তুমি শুধু তুকতাক জাদুমন্ত্র নিয়েই কারবার করো।'

'এগুলো হচ্ছে পর্যবেক্ষণের অভ্যেস, বুঝলে—আর কিছু নয়। আমাদের আগেই ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি গাড়ি থেকে নামেন, তাহলে আমি বোধহয় আমার অনুমান শক্তির যথার্থতা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারবো।'

আর তিনটে বাড়ি পেরিয়েই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামবেন বলে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে জোনস তাঁকে উদ্দেশ করে বললো, 'মাফ করবেন স্যার, আপনি নরফোক ভার্জিনিয়ার কর্নেল হাণ্টার না ?'

'না, স্যার,' ভদ্রলোক চরম বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার নাম এলিসন, স্যার...ফেয়ারফ্যাক্স জেলার মেজর উইনফিল্ড আর. এলিসন। তবে স্যার, নরফোকের অনেককেই আমি চিনি—গুডরিচ, টলিভার, ক্রাবট্রি—সবাইকেই।

কিন্তু আপনার বন্ধু কর্নেল হাণ্টারের সঙ্গে আলাপ করার মতো সৌভাগ্য আমার আজ অব্দি হয়নি। স্ত্রী আর তিন কন্যাকে নিয়ে একটা সপ্তাহ আপনাদের শহরে কাটিয়ে, আমি স্যার আজ রাতেই ভার্জিনিয়াতে ফিরে যাচ্ছি। আর দিন দশেকের মধ্যেই আমি নরফোকে যাবো। কাজেই আপনি যদি আপনার নামটা আমাকে বলেন, তো আমি খুশি হয়েই কর্নেল হাণ্টারের খোঁজ করে জানিয়ে দেবো যে আপনি তাঁর সম্পর্কে খবরাখবর জানতে চাইছিলেন।'

'ধন্যবাদ,' জোনস বললো, 'আপনি তাহলে দয়া করে বলে দেবেন যে রেনল্ডস তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।'

নিউইয়র্কের নামজাদা গোয়েন্দাটির দিকে এক ঝলক তাকিয়েই আমি দেখলাম, মানুষটার চোখে মুখে এক নিদারুণ বিরক্তির ছায়া নেমে এসেছে। ব্যর্থতার সামান্যতম স্পর্শও শ্যামরক জোনসকে চিরদিন পীড়িত করে তোলে।

'আপনি কি বললেন, আপনার তিন মেয়ে?' ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোককে জিগেস করলো সে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার—আমার তিন মেয়ে। ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির সমস্ত মেয়েদের মতো ওরাও খুব ভালো।' বলতে বলতে মেজর এলিসন গাড়িটা থামিয়ে পাদানিতে নামতে শুরু করলেন।

শ্যামরক জোনস ভদ্রলোকের হাতটা চেপে ধরলো।

'এক সেকেণ্ড, স্যার'—মিনতিভরা স্বরে সে বললো, 'আচ্ছা, এই তরুণীদের মধ্যে একটি আপনার পোষ্য। তাই নয় কি?'

জোনসের শহুরে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একমাত্র আমিই উদ্বেগের উপস্থিতি বুঝতে পারলাম।

'ঠিক বলেছেন, স্যার!' ভদ্রলোক রাস্তায় নেমে বললেন। 'কিন্তু আপনি শয়তান না হলে এটা তো জানার কথা নয়! আমার আর কিছুই বলার নেই।'

'আমারও আর কিছু বলার নেই,' গাড়িটা ছাড়ার পর আমি বললাম।

জোনস ততোক্ষণে ফের নিজের স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে—আপাত ব্যর্থতার কবল থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে আবার শান্ত হয়ে উঠেছে মানুষটা। তাই আমরা গাড়ি থেকে নামতেই সে আমাকে একটা কাফেতে যাবার আমন্ত্রণ জানালো এবং কথা দিলো, তার এই শেষতম আশ্চর্য কৃতিত্বময় কাজটা সে আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে।

'প্রথমত, আমি জানতাম ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা নন,' আরাম করে বসে জোনস বলতে শুরু করলো। 'কারণ মহিলারা কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় উনি অস্বস্তি ও অস্থিরতা অনুভব করছিলেন এবং লাল হয়ে উঠছিলেন—যদিও উনি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর আসনটা ছেড়ে দেননি। ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম উনি দক্ষিণের লোক, পশ্চিমের নন। এরপর আমি বোঝার

চেষ্টা করতে লাগলাম, আপাত দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্বেও—যদিও তা অদম্য নয়—উনি কেন নিজের আসনটা কোনো মহিলাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না। খুব দ্রুতই এটা আমি বুঝে ফেললাম। লক্ষ্য করলাম উনি একটা চোখের কোণে প্রচণ্ড খোঁচা খেয়েছেন, চোখটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। তাছাড়া ওঁর সারা মুখে অসংখ্য ছোটোছোটো গোলাকার দাগ—ঠিক কোনো আঁকা পেন্সিলের দাগের মতো। ওঁর দুপায়ের জুতোতেও বেশ কয়েকটা গাঢ় ছাপ—ছাপগুলো ডিম্বাকৃতি তবে একধারে সোজা হয়ে নেমে এসেছে।

'এখন কথা হচ্ছে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটি মাত্র অঞ্চল আছে যেখানে পুরুষ-মানুষরা এধরনের খোঁচা, গুঁতো বা আঘাত পেতে বাধ্য এবং সেটা হচ্ছে ট্যুয়েন্টিথার্ড স্ট্রীটের পাশপথ আর তার দক্ষিণে সিক্সথ অ্যাভিনিউর একটা অংশ। দাগগুলো দেখেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, ওই অঞ্চলে সওদা করতে থাকা মহিলারা উঁচু গোড়ালির জুতো দিয়ে ওঁর জুতো মাড়িয়েছেন এবং ওই মহিলাদেরই ছাতার অসংখ্য খোঁচায় ওঁর মুখের অমন অবস্থা হয়েছে। যেহেতু ভদ্রলোককে দেখেশুনে বুদ্ধিমান বলেই মনে হয় তাই আমি এটাও বুঝতে পারলাম যে, নিজের আত্মীয়-স্বজনরা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে না গেলে উনি কখনই যেচে ওই বিপদের মধ্যে যেতে সাহস করতেন না। কাজেই ওখানে যে ব্যবহার উনি পেয়েছেন তার ফলস্বরূপ প্রচণ্ড রাগে গাড়িতে উঠে দক্ষিনী সৌজন্যবোধ থাকা সত্বেও নিজের আসনটা উনি ছাড়েননি।'

'চমৎকার,' আমি বললাম। 'কিন্তু তুমি মেয়েদের কথা তুললে কেন—বিশেষ করে দুটি মেয়ে? একা স্ত্রীই কি সওদা করার জন্যে ভদ্রলোককে ওখানে নিয়ে যেতে পারতেন না?'

'মেয়ে থাকতেই হবে,' জোনস শান্ত গলায় বললো। 'শুধু যদি স্ত্রী থাকতেন এবং তিনি যদি ভদ্রলোকের সমবয়সী হতেন, তাহলে ভদ্রলোক গুলতাপ্পি মেরে মহিলাটিকে একাই পাঠিয়ে দিতেন। আর তরুণী ভার্যা হলে সে একা যাওয়াটাই পছন্দ করতো। অতএব বুঝতেই পারছো!'

'মেনে নিলাম। কিন্তু এবারে বলো, তুমি দুটি মেয়ের কথা বললে কেন? এবং ভদ্রলোক যখন তিনটির কথা বললেন তখন তুমি কি করেই বা অনুমান করলে যে ওদের মধ্যে একটি ভদ্রলোকের পোষ্যকন্যা?'

'অনুমান বোলো না,' জোনসের ভঙ্গিমায় গর্বের ছোঁয়া লাগলো, 'যুক্তিপ্রয়োগের অভিধানে তেমন কোনো শব্দ নেই। মেজর এলিসনের বোতাম ঘরে একটি কার্নেশন, একটি গোলাপ কুঁড়ি এবং তাদের পেছনে একটি জিরেনিয়ামের পাতা লাগানো ছিলো। কোনো মহিলা কোনোদিনও বোতাম ঘরে কার্নেশনের সঙ্গে গোলাপ কুঁড়ি লাগায়নি। তোমার চোখ দুটো একটু বন্ধ করো, হোয়াটস আপ—এবং তোমার কল্পনাশক্তিতে একটু যুক্তি লাগিয়ে ছাখো। দেখতো পাচ্ছো না

সুন্দরী অ্যাঞ্জেল এসে কার্নেশন গুঁজে দিচ্ছে, যাতে রাস্তায় বাপিকে বেশ জমকালো দেখায় ? তারপর গেছো মেয়ে এডিথ মে ভগ্নীসুলভ ঈর্ষা নিয়ে নাচতে নাচতে এসে তার সঙ্গে একটা গোলাপ কুঁড়ি জুড়ে দিয়ে গেলো ?'

'এবং তারপর,' উদ্দীপনা অনুভব করতে শুরু করায় আমি উঁচু গলায় বললাম, 'ভদ্রলোক যখন জানালেন যে তাঁর তিন মেয়ে…'

'তখনই আমি দেখতে পেলাম, একজন রয়েছে পটভূমিতে—যে কোনে ফুল লাগায়নি। এবং তখনই বুঝলাম সে নিশ্চয়ই…'

'পোষ্যকন্যা !' আমি আগ বাড়িয়ে বললাম . 'আমি তোমাকে পুরো কৃতিত্বই দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে যে ভদ্রলোক আজ রাতেই দক্ষিণে রওনা হচ্ছেন ?'

ওঁর বুক পকেট থেকে বড়োসড়ো একটা পেটমোটা বস্তু উঁকি মারছিলো। ট্রেনে ভালো মদ খুব কমই পাওয়া যায়, অথচ নিউ ইয়র্ক থেকে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি অনেকটা দূরের পথ।'

'ফের তোমাকে সেলাম করছি, জোনস। আর একটা জিনিস শুধু বলো, যাতে আমার মন থেকে সন্দেহের শেষ সুতোটাও সরে যায়। আচ্ছা, উনি যে ভার্জিনিয়ার লোক তা তুমি বুঝলে কি করে ?'

'স্বীকার করছি, ব্যাপারটা খুবই অস্পষ্ট,' শ্যামরক জোনস বললো,' কিন্তু তাহলেও কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকই গাড়ির মধ্যে পেপারমিন্টের গন্ধটা বুঝতে ভুল করতো না।'

শেষ পাতা

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে ছোট্ট এই শহরতলির রাস্তাগুলো পাগলের মতো ছোটাছুটি করে অবশেষে কতকগুলো ছোটোছোটো টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেছে, যেগুলোকে বলা হয় 'প্লেস'। এই প্লেসগুলোতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বাঁক আর মোড় আছে। কোনো রাস্তা হয়তো ঘুরপাক খেয়ে দুবার একই জায়গায় গিয়ে পড়েছে। একদা এক শিল্পী এই রাস্তাটার মধ্যে এক অমূল্য সম্ভাবনা অবিষ্কার করে ফেলে। এমনও তো হতে পারে, রঙ কাগজ আর ক্যানভাসের দাম আদায় করার জন্যে কোনো বিল-আদায়কারী এই রাস্তায় ঢুকে খানিকক্ষণ ঘুরপাক খাওয়ার পর হয়তো দেখবে যে সে ফের একই জায়গায় ফিরে এসেছে। অতএব কম ভাড়ায় উত্তুরে জানলা, অষ্টাদশ শতকের পুরনো বাড়ি আর ছাদের চিলেকোঠার সন্ধানে শিল্প

জগতের মানুষরা খুব শীগগিরি এই আদ্যিকালের গ্রীনউইচ ভিলেজে এসে হানা দিতে শুরু করে। এবং সিক্সথ অ্যাভিনিউ থেকে কয়েকটা টিনের মগ আর উনুনওলা গোটা দুই পাত্র আমদানি করে এখানে তারা একটা 'উপনিবেশ' গড়ে তোলে।

এখানেই গুটিসুটি হয়ে থাকা একটা তেতলা বাড়ির মাথায় স্যু আর জনসির স্টুডিও। 'জনসি' আসলে জোয়ানার পরিচিত নাম। ওদের মধ্যে একজন এসেছে মেইন থেকে আর একজন ক্যালিফোর্নিয়া। এইটথ স্ট্রীটে 'ডেলমনিকোস' নামে একটা হোটেলের টেবিলে আলাপ হবার পর ওরা আবিষ্কার করে শিল্প, চিকোরি স্যালাড ও আরও অনেক বিষয়ে ওদের দুজনার রুচির ভীষণ মিল এবং তারই ফলস্বরূপ ওদের ওই যৌথ স্টুডিওর উৎপত্তি।

সেটা মে মাস। নভেম্বরে শীতল এক অদৃশ্য আগন্তুক—ডাক্তাররা যাকে নিউমোনিয়া বলেন—উপনিবেশের চতুর্দিকে হানা দিয়ে এখানে-সেখানে কয়েক-জনকে তার হিমেল আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে গিয়েছিলো। পুব দিকে এই বিধ্বংসী হানাদার দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে অসংখ্য মানুষের ওপরে নির্মম আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু প্লেসগুলোর শ্যাওলা-ধরা সঙ্কীর্ণ গোলকধাঁধায় তার পদক্ষেপ ছিলো ধীর ও শ্লথ।

যাঁরা নারী ও দুর্বলকে রক্ষা করেন, যাঁদের বীরব্রতি বলা হয়—শ্রীযুক্ত নিউমোনিয়া তাঁদের মধ্যে পড়েন না। ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিমা বাতাসে রক্ত তরল হয়ে যাওয়া এক ক্ষীণজীবী মহিলা একটা ক্রুদ্ধ হিংস্র মূর্খ দানবের যোগ্য শিকার হতে পারে না। তবু জনসির ওপরেও সে আক্রমণ চালালো। ফলে ছোট্ট জানলা-টার শার্শি দিয়ে পাশের বাড়ির ফাঁকা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে, প্রায় নিশ্চল হয়ে, নিজের রঙ করা লোহার খাটিয়াটাতে পড়ে রইলো জনসি।

তারপর লম্বা লম্বা পাকা ভুরুওলা বাস্তবাগীশ ডাক্তারবাবুটি একদিন সকালবেলায় স্যুকে হলঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। থার্মোমিটারের পারা ঝেড়ে নামাতে নামাতে তিনি বললেন, 'একটি মাত্র আশা আছে এবং সেটা হচ্ছে ওর বাঁচার ইচ্ছে। সেটা থাকলে রোগীরা অনেকেই পুরো ডাক্তারি বিদ্যেকে বোকা বানিয়ে দিতে পারে। তোমার বান্ধবীটি ঠিক করে ফেলেছে যে ও আর ভালো হবে না। ওর মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা-টাকাঙ্ক্ষা আছে কি?'

'ও...ওর ইচ্ছে ছিলো, ও একদিন নেপলসের উপসাগরটা আঁকবে,' স্যু বললো।

'আঁকবে? আরে ধুস, ওসব নয়! দুবার চিন্তা করার মতো কোনো জিনিস ওর মনে আছে কি—যেমন ধরো, কোনো পুরুষমানুষ?'

'পুরুষমানুষ?' স্যুর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, 'পুরুষমানুষ কি দুবার চিন্তা করার মতো... ...না, ডাক্তারবাবু—তেমন কোনো ব্যাপার ওর নেই।'

'তাহলে তো মুশকিল।' ডাক্তার বললেন, 'ওষুধ বিষুধ দিয়ে আমার যতোটুকু সাধ্য আছে, আমি করবো। তবে আমার কোনো রোগী যখন হিসেব করতে শুরু করে তার অন্তিম-অনুষ্ঠানের মিছিলে কটা গাড়ি থাকবে, তখনই আমি ওষুধের রোগ

স্নায়বার ক্ষমতা থেকে শতকরা পঞ্চাশভাগ বিয়োগ দিয়ে রাখি। ওর কাছ থেকে তুমি যদি একটা প্রশ্ন আদায় করতে পারো···ও যদি তোমাকে জিগেস করে এবারকার শীতে কোটের হাতায় নতুন কি কায়দা বেরিয়েছে—তাহলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ওর বাঁচার আশাটা দশে একের জায়গায় পাঁচে এক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার চলে যাবার পর স্যু ওদের কাজের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করলো। তারপর ছবি আঁকার বোর্ডটা নিয়ে শিস দিতে দিতে জনসির ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

জানলার দিকে মুখ করে শুয়েছিলো জনসি, চাদরের নিচে ওর শরীরটা বিছানার সঙ্গে যেন প্রায় মিশে গেছে। ও ঘুমোচ্ছে ভেবে শিস দেওয়া বন্ধ করলো স্যু। তারপর বোর্ডটা সাজিয়ে গুছিয়ে, একটা সাময়িক পত্রিকার গল্পের জন্যে শুধুমাত্র কালি-কলমে ছবি আঁকতে শুরু করলো। সাহিত্য জগতে নিজেদের পথ তৈরি করার জন্যে তরুণ লেখকরা সাময়িক পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত গল্প লেখে, শিল্প জগতে নিজেদের পথ তৈরি করার আগ্রহে তরুণ শিল্পীদের সেই সমস্ত গল্পের জন্যে ছবি আঁকতে হয়। গল্পের নায়ক ইডোহোর এক কাউবয়। তার শ্রীঅঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের উপযুক্ত এক চমকদার পাতলুন আর এক চোখে পরার একটা চশমা আঁকতে আঁকতে স্যু বেশ কয়েকবার নিচু গলায় একটা শব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে জনসির বিছানার পাশে ছুটে গেলো ও।

জনসির চোখ দুটো তখন সম্পূর্ণ খোলা। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন গুনছিলো ও—গুনছিলো পেছনের দিক থেকে।

'বারো' একটু পরে জনসি বললো, 'এগারো।' তারপর 'দশ,' তারপর 'নয়', তারপর প্রায় একসঙ্গে 'আট' ও 'সাত।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো স্যু। গোনার মতো কি এমন আছে ওখানে? শুধু একটা নিস্তব্ধ নিঝুম উঠোন আর চল্লিশ ফুট দূরে একটা পাকা বাড়ির ফাঁকা দেয়ালটাই তো চোখে পড়ে এখান থেকে। শিকড় ক্ষয়ে যাওয়া একটা প্রাচীন—অতি প্রাচীন—আইভি লতা ইটের দেয়ালটার আধখানা অব্দি উঠে গেছে। শরতের হিমেল নিঃশ্বাস তার পাতাগুলোকে খসিয়ে দিয়েছে, শুধু কঙ্কালসার প্রায় নগ্ন শাখাপ্রশাখাগুলো প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছে ইটগুলোকে।

'কি দেখছিস রে?' জিগেস করলো স্যু।

'ছটা,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো জনসি। 'এখন ওরা আরও তাড়াতাড়ি ঝরে যাচ্ছে। তিনদিন আগেও প্রায় একশো ছিলো। তখন গুনতে গেলে মাথা ধরে যেতো। কিন্তু এখন গোনা খুব সহজ। ওই যে, আরও একটা ঝরে গেলো। এখন শুধু রইলো বাকি পাঁচ।'

'কিন্তু পাঁচটা কি? তোর স্যুডিকে খুলে বল, ভাই!'

'পাতা। ওই আইভি লতাটার পাতা। শেষ পাতাটা যখন ঝরে যাবে, তখন

আমাকেও চলে যেতে হবে। তিন দিন হলো আমি তা জানতে পেরেছি।। কেন, ডাক্তারবাবু তোকে কিছু বলেননি ?'

'ধ্যাৎ ! এমন বাজে কথা আমি জন্মেও শুনিনি,' স্যু অবজ্ঞার স্বরে বললো। 'আইভিল তার বুড়ো পাতাগুলোর সঙ্গে তোর ভালো হয়ে ওঠার কি সম্পর্ক ? বুঝেছি, ওই লতাটাকে তুই ভালোবাসতিস বলেই এ কথা বলছিস ! দুষ্টু মেয়ে, ওসব ভাবতে নেই। কেন, আজ সকালেই তো ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন যে এখন খুব তাড়াতাড়ি তোর ভালো হয়ে ওঠার আশা হচ্ছে···কি যেন কথাটা বললেন···হ্যাঁ, দশে এক। নাও, এবারে একটু সুরুয়া খেয়ে নেবার চেষ্টা করোতো সোনা ! তারপর তোমার স্যুডিকে ফের একটু আঁকতে দাও—যাতে সে ছবিটা সম্পাদক মশাইয়ের কাছে বিক্রি করে তার রোগা ছানাটার জন্যে একটু পোর্ট মদ আর নিজের লোভী জিভটার জন্যে পর্ক চপ কিনে আনতে পারে !'

'তোকে আর মদ আনতে হবে না,' জানলার বাইরে অপলক দৃষ্টি মেলে রেখে জনসি বললো। 'ওই যে, আরও একটা খসে পড়লো। না, আমি আর সুরুয়া খেতে চাইনে। ··· তার মানে আর চারটে রইলো। আমি চাই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে শেষ পাতাটাও খসে পড়ুক। তারপর আমিও চলে যাবো।'

'জনসি, লক্ষ্মী সোনা !' ওর কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে স্যু বললো, 'কথা দে, তুই এখন চোখ দুটো বুজে থাকবি···আমার কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুই আর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবি না ? আসছে কালের মধ্যেই আমাকে ছবি-গুলো জমা দিতে হবে, তাই আমার একটু আলোর দরকার—নয়তো আমি পর্দাটা নামিয়ে দিতুম।'

'কেন, তুই ও-ঘরে গিয়ে আঁকতে পারিস না ?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো জনসি।

'আমি তোর পাশেই থাকতে চাই। তাছাড়া তুই ওই হতচ্ছাড়া পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবি, আমি তা মোটেও চাইনে।'

'তোর আঁকা শেষ হলেই আমাকে বলবি, কারণ আমি শেষ পাতাটার খসে পড়া দেখতে চাই।' দু চোখ বুজে, একটা ভেঙে পড়া পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো জনসি। 'অপেক্ষা করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আর ভাবতে পারছিনে। এখন আমি সমস্ত বাঁধন খুলে ফেলে ওই অসহায় ক্লান্ত পাতা-গুলোর মতো ভেসে ভেসে নিচের দিকে নেমে যেতে চাই।'

'তুই একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর,' স্যু বললো। 'আমি বুড়ো সন্ন্যাসীর মডেল হবার জন্যে বেরম্যানকে ডাকতে যাচ্ছি। এক মিনিটও লাগবে না। আমি না ফেরা অব্দি তুই একটুও নড়াচড়া করবি না।'

বুড়ো বেরম্যান একজন চিত্রকর, একতলায় থাকে। বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। মুখে মিকেল অ্যাঞ্জেলোর মোজেসের মতো লম্বা ঢেউ খেলানো দাড়ি। শিল্পী হিসেবে সে সফলতা পায়নি। চল্লিশ বছর ধরে অবিক্রমে তুলি চালিয়েও নাম-যশের

কাছেপিঠে পৌঁছতে পারেনি মানুষটা। বরাবরই সে একটা অসাধারণ ছবি আঁকার কথা বলেছে, কিন্তু আজও তা শুরু করে উঠতে পারেনি। বেশ কয়েক বছর ধরে মাঝে মধ্যে বাণিজ্যিক এবং বিজ্ঞাপনের ছবি ছাড়া সে আর কিছুই আঁকেনি। ওই অঞ্চলের যে সমস্ত তরুণ শিল্পীরা পেশাদার মডেলদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারে না, বেরম্যান তাদের মডেল হিসেবে কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার করে। লোকটা অতিরিক্ত জিন খায় এবং এখনও তার আগামী অসাধারণ ছবিটা আঁকার কথা বলে। এ ছাড়া সে একটা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বিটলে বুড়ো, যে কোনো ধরনের কোমলতাই তার কাছে প্রচণ্ড অবজ্ঞা আর উপহাসের বস্তু এবং নিজেকে সে ওপর তলার তরুণী শিল্পী দুটির নজরদার বলে মনে করে।

বেরম্যানের কুঠরিটাতে ঢুকে স্যু দেখলো, ভেতরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে আর মদের উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে বেরম্যানের গা থেকে। ঘরের এক কোণে ইজেলে চড়ানো একটা শূন্য ক্যানভাস, যেটা একটা মহান চিত্রের প্রথম আঁচড়টা বুকে ধরার জন্যে আজ পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করছে। বেরম্যানকে ও জনসির সমস্ত কথা খুলে বললো। বললো, পাতার মতো হালকা আর পলকা ওই মেয়েটির আশঙ্কা এই যে পৃথিবীর সঙ্গে ওর সামান্য বাঁধনটা একটু দুর্বল হলে ও-ও খসে পড়া পাতার মতো ভেসে চলে যাবে।

'ধ্যাৎ!' টকটকে লাল চোখ নিয়ে এ ধরনের বোকার মতো কথায় সচিৎকারে নিজের উপহাস আর অবজ্ঞা প্রকাশ করলো বুড়ো বেরম্যান। 'একটা পচা লতার পাতা খসার সঙ্গে নিজের মরার কথা চিন্তা করে, দুনিয়ার এমন বোকা কেউ আছে নাকি? আমি তো বাপু জন্মেও অমন কথা শুনিনি! না, আমি তোমার জন্যে সাধু সন্ন্যাসীর মডেল হবো না। অমন একটা বোকার মতো চিন্তা তুমি তোমার বান্ধবীর মগজে ঢুকতে দিলে কেন? আহারে, বেচারী মিস জনসি!'

'ও বড্ড অসুস্থ আর দুর্বল,' স্যু বললো। 'জ্বরের জন্যেই ওর মনের মধ্যে যতো রাজ্যের অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা এসে ঢুকেছে। ঠিক আছে মি. বেরম্যান, তুমি যদি আমার মডেল হতে না চাও—তো হয়ো না। তবে আমার ধারণা, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছো—একেবারে বুড়ো থুত্থুড়ে।'

'একেবারে মেয়েমানুষের মতো কথা! কে বললে আমি মডেল হবো না? আমি তো আধ ঘণ্টা ধরে এই কথাটাই বলার চেষ্টা করছি যে আমি মডেল হতে রাজি! কিন্তু শোনো, এটা কিন্তু মিস জনসির মতো একটা লক্ষ্মীমেয়ের অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার মতো জায়গা নয়। দেখো, একদিন আমি একটা দারুণ ছবি আঁকবো আর তখন আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাবো। বুঝেছো কিছু?'

ওরা দুজনে যখন ওপরের তলায় গেলো জনসি তখন ঘুমোচ্ছে। স্যু জানলার পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে বেরম্যানকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে দুজনে ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরের আইভি লতাটার দিকে তাকালো। তারপর কেউ কোনো কথা না বলে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

তুষারের সঙ্গে মিশে হিমেল বৃষ্টিধারা তখনও ঝরে চলেছে অবিরাম।

এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে পর দিন সকালে উঠে স্যু দেখলো, বিষণ্ন আর বিস্ফারিত চোখে জনসি জানলার সবুজ পর্দাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'ওটা তুলে দাও, জনসি ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমি বাইরেটা দেখতে চাই।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওর আদেশ পালন করলো স্যু।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সারা রাত ধরে অমন জোবালো বৃষ্টি আর দমকা বাতাসের আঘাত সহ্য করে একটা আইভি পাতা তখনও দেয়ালটার গায়ে জেগে রয়েছে। খাঁজ-কাটা ধারগুলোতে ক্ষয়ের হলুদ ছোপ লাগলেও পাতাটার গোড়া এখনও গাঢ় সবুজ। এবং মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে একটা ডাল থেকে সাহসার মতো ঝুলে রয়েছে পাতাটা।

'ওইটেই শেষ পাতা,' জনসি বললো। 'কাল রাতে আমি বাতাসের শব্দ শুনেছি। ভেবেছিলাম রাতের মধ্যে পাতাটা নিশ্চয়ই ঝরে যাবে। আজ ঠিক ঝরবে—আর আমিও ঠিক তখনই মরে যাবো।'

'লক্ষ্মী ভাইটি।' বালিশের ওপরে জনসির শীর্ণ মুখখানার কাছে মুখ নামিয়ে স্যু বললো, 'নিজের কথা না ভাবলেও তুই আমার কথাটা একবারটি ভেবে ছাখ। তুই না থাকলে আমি কি করবো বলতো?'

জনসি কোনো জবাব দিলো না। রহস্যময় সেই সুদূরের পথে যাবার জন্যে যে প্রস্তুত হচ্ছে, গোটা দুনিয়ায় তার মতো নিঃসঙ্গ আর কেউ নেই। বন্ধুত্ব আর পৃথিবীর সঙ্গে ওর বাঁধনগুলো একটা একটা করে শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর কল্পনা যেন আরও সবলে অধিকার করে ফেলেছে ওর সমস্ত অস্তিত্বকে।

দিন গড়িয়ে গেলো। গোধূলির অস্পষ্ট আলোতেও ওরা দেখতে পেলো, দেয়ালের গায়ে সেই নিঃসঙ্গ আইভি পাতাটা ডালের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। তারপর রাত আসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে বাতাস আবার বাঁধনহারা হয়ে উঠলো, বৃষ্টির ঝাপটা এসে আঘাত হানতে লাগলো জানলাগুলোতে।

একটু আলো ফুটতেই মমতাহীন জনসি ফের পর্দাটা তুলে দেবার কথা বললো।

আইভি-পাতাটা তখনও রয়েছে সেখানে।

জনসি বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো পাতাটার দিকে। স্যু তখন ওর জন্যে গ্যাস-স্টোভে বসানো মুরগীর সুরুয়াটা নাড়ছিলো। জনসি ওকে ডেকে বললো, 'আমি খারাপ মেয়ে, স্যুডি। আমি যে কতোটা খারাপ তা দেখিয়ে দেবার জন্যেই শেষ পাতাটা এখনও ওখানে রয়ে গেছে। আসলে মরতে চাওয়া পাপ। আমি মরতে চাইনে। তুই আমার জন্যে একটু সুরুয়া নিয়ে আয়—আর দুধের সঙ্গে একটু পোর্ট মিশিয়ে দে। না, আগে আমাকে একখানা হাত-আরশি এনে দে। তারপর আমার চারদিকে কয়েকটা বালিশ দিয়ে গড় করে দে। তুই রান্না করবি আর আমি বসে বসে তা দেখবো।'

এক ঘণ্টা বাদে জনসি বললে, 'জানিস স্যুডি, আশা করি একদিন না একদিন

আমি নেপলসের উপসাগরটা ঠিকই আঁকবো।'

বিকেলবেলা ডাক্তার এলেন। তিনি বিদায় নেবার পর স্যু একটা ছুতো দেখিয়ে বাইরের হলঘরে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলো।

'আশা আছে।' করমর্দনের জন্যে স্যুর কৃশ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, 'মনে হচ্ছে, আপনার সেবা-সুশ্রূষার জোরেই আপনি জিতে যাবেন। এখন আমাকে আবার নিচতলায় একটি রোগীকে দেখতে যেতে হবে। লোকটার নাম বেরম্যান—ছবিটবি আঁকে বোধহয়। তারও নিউমোনিয়া। বুড়ো মানুষ, দুর্বল শরীর, তার ওপরে অবস্থাও খুব জটিল। কোনো আশা নেই। তবু একটু আরামটারাম দেবার জন্যে আজ তাকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।'

পরের দিন ডাক্তার স্যুকে বললেন, 'ওর বিপদ কেটে গেছে। আপনিই জিতলেন। এবারে দরকার শুধু পুষ্টিকর খাবারদাবার আর সেবাযত্ন—ব্যাস।'

সেদিনই বিকেলে স্যু জনসির বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একমনে পিঠে জড়াবার একটা ভীষণ নীল রঙা সস্তা পশমী স্কার্ফ বুনছিলো জনসি। বালিশ টালিশ শুদ্ধু এত হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো স্যু, 'তোকে একটা কথা বলার আছে, ভাই। মি· বেরম্যান আজ হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। মাত্র দুদিন ভুগেছে মানুষটা। প্রথম দিনই সকালবেলা বাড়ির দারোয়ান দেখতে পায়, সে নিচতলায় নিজের ঘরে যন্ত্রণায় অসহায় হয়ে পড়ে রয়েছে। জুতো আর পোশাক আশাক ভিজে শপশপে আর বরফের মতো ঠাণ্ডা। অমন সাংঘাতিক বৃষ্টির রাতে মানুষটা যে কোথায় গিয়েছিলো, তা কেউ ভেবে কোনো কূল কিনারা পায়নি। তারপর ওরা একটা লণ্ঠন আর একটা মই দেখতে পায়। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছিলো আর মইটা টেনে-হিঁচড়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া ছড়ানো-ছেটানো কয়েকটা তুলি, সবুজ আর হলুদ রঙ মেশানো একটা পাত্রও ছিলো সেখানে। এবারে তুই জানলা দিয়ে দেয়ালের গায়ে লেগে থাকা ওই শেষ আইভি পাতাটার দিকে একবারটি তাকিয়ে ছাখ। আচ্ছা, তোর কি কখনও মনে হয়নি বাতাসের দমকে পাতাটা কেন এতোটুকুও নড়ছে না? আসলে ওটাই বেরম্যানের সেরা ছবি—শেষ পাতাটি যেদিন ঝরে যায়, সেই রাতেই বেরম্যান ওখানে তার সেরা ছবিটা এঁকে গিয়েছে।